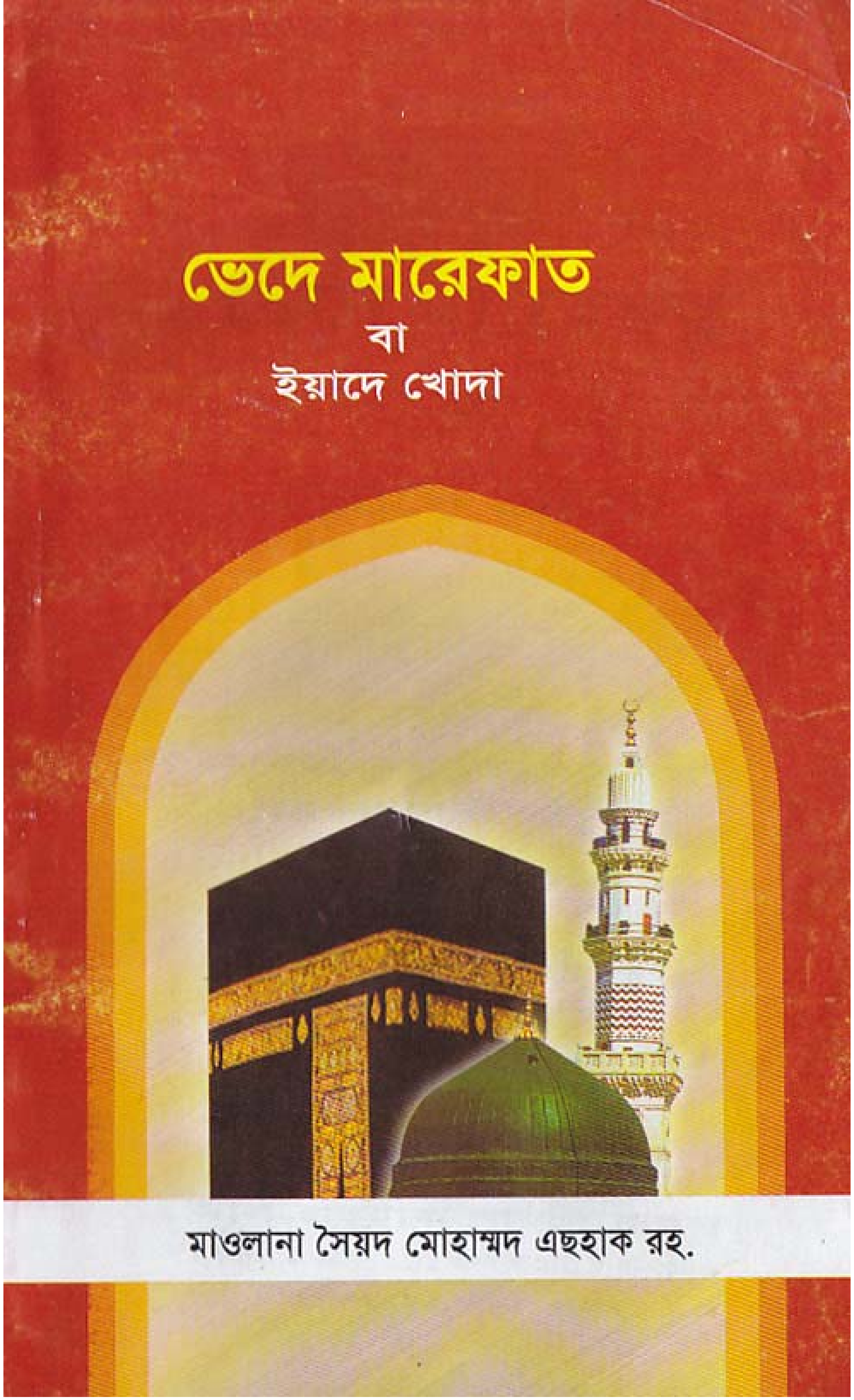


Vhede Marefot
Ba
Yade Khoda

স্বত্বাধিকারীগণ ঃ
মাওলানা সৈয়দ রশীদ আহমদ ফেরদাউস
মাওলানা সৈয়দ নাছির আহমদ কাওছার
মাওলানা সৈয়দ খোরশেদ আহমদ রেদওয়ান
(সাহেবজাদা ত্রয় মরহুম পীর সাহেব কেবলা)
চরমোনাই, বরিশাল

প্রকাশক ঃ
মাওলানা মাহমুদ হোসাইন সেলিম
আল-এছহাক পাবলিকেশন্স
ইসলামী টাওয়ার
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

সংশোধিত ও পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ ঃ
নভেম্বর, ২০০৬ ইং

পরিবেশক

মাহমুদ পাবলিকেশন্স	মুজাহিদ প্রকাশনী
কম্পিউটার কমপ্লেক্স	বাংলাদেশ মুজাহিদ কমিটি
৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০	আল-মদিনা প্লাজা
ফোন ঃ ৭১২৩৯২৪	৫/১/৩, সিমসন রোড, পাটুয়াটুলী,
০১৭১৫-৪৪১৫৫৭	সদরঘাট, ঢাকা-১১০০

হাদিয়া ঃ ৩৫.০০ (পঁয়ত্রিশ) টাকা

মুদ্রণ ঃ
পি. এ. প্রিন্টার্স
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

ভূমিকা

শ্রদ্ধেয় মরহুম ওয়ালেদ হযরত মাওলানা সৈয়দ মোঃ ইছহাক সাহেব (রহঃ)-এর লিখিত সাতাশ খানা কিতাব নতুন উদ্যমে মনোরম ভাবে প্রকাশ করার পদক্ষেপ নিতে পেরে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া আদায় করছি। এ ক্ষেত্রে যারা আমাকে প্রেরণা ও সহায়তা দান করেছেন তাদেরকে জানাই আন্তরীক মোবারকবাদ। বিশেষ করে মোহতারাম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চরমোনাই-র বর্তমান হযরত পীর সাহেব মাওলানা সৈয়দ মোঃ ফজলুল করীম (আল্লাহ তাহাকে দীর্ঘ জীবি করুন) পরম শ্রদ্ধা ভাজন জনাব ব্যারিষ্টার মাওলানা মোঃ কোরবান আলী সাহেব ও মান্যবর ভগ্নীপতি চরমোনাই মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল জনাব মাওলানা মোঃ ইউসুফ আলী খানের পতি রইল কৃতজ্ঞতা সূচক আন্তরিক অভিনন্দন। কারণ পীর সাহেব কেবলার প্রেরণা দান, প্রকাশনা ও পরিচালনা ক্ষেত্রে ব্যারিষ্টার সাহেবের সহায়তা ও উদ্যম সৃষ্টি এবং ভাইস প্রিন্সিপ্যাল সাহেব কর্তৃক দীর্ঘ দিনের লালিত এ কেতাবসমূহের প্রকাশনার দায়িত্ব আমার হাতে ন্যস্ত করা বর্তমান পদক্ষেপ গ্রহণের মূল উৎস। আল্লাহ তাঁদের উত্তম পুরস্কার দিন।

মরহুম ওয়ালেদ সাহেবের লিখিত কিতাবসমূহ হেদায়াতের অনন্য উপাদান হিসেবে স্বীকৃত। আমাদের জানা মতে বহুলোক তাঁর কিতাব অধ্যয়ন করে সত্যের পথ ধরেছে। আর এ কারণে তাঁর কিতাবসমূহ ইসলামী সাহিত্যের গুরুত্বের দাবীদার। তাঁর লিখা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সহজ-সরল যা শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের জন্য উপাদেয় ও সুখ পাঠ্য। তিনি যে কোন বক্তব্য সকল গ্রন্থে উদাহরণ বিশিষ্ট ও বোধগম্য যুক্তি ভিত্তিক করে তুলে ধরেছেন, যার ফলে হৃদয়ের গোপন প্রশ্নসমূহের সমাধার হতে বর্ণিত বক্তব্যের প্রতি আস্থা সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেহেতু তাঁর গোটা জেন্দেগী ছিল খুলুছিয়াত ও নিষ্ঠাপূর্ণ, তাই তাঁর লিখা থেকেও নিষ্ঠার পরিস্ফুটন ঘটবে এটাই স্বাভাবিক। এ কারণেই পাঠকদের কাছে তাঁর গ্রন্থসমূহ অতীব আকর্ষণীয় ও চিত্ত কর্মের পরিবর্তন আনয়নকারী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এ পর্যন্ত তার কোন কোন কিতাব ষোল-সতেরো বার পর্যন্ত ছাপানো হয়েছে। তিনি কোরআন ও হাদীসকেই মূলতঃ সাহিত্য রচনার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন, যার ফলে সকল বক্তব্য-ই নির্ভেজাল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আশা করি পাঠকগণ তাঁর যে কোন বই অধ্যয়ন শেষে আমার বক্তব্যের সাথে একমত হবেন। আল্লাহ আমাদের লেখকের অমূল্য লিখা থেকে হেদায়াতের পথে উপকৃত হবার তৌফিক দিন।

দুনিয়ার সকল আদর্শের জন্যই দুটো বিষয় অবশ্যই প্রয়োজন। এক– আগ্রহ সৃষ্টিকরণ, দুই– আদর্শের বাস্তবায়ন। যদি আগ্রহ সৃষ্টি না হয় তবে যেমন আদর্শের বাস্তবায়ন সম্ভব নয় তেমনি যে আগ্রহ আদর্শ বাস্তবায়নের সহায়ক নয় তার কোন মূল্য নেই। ইসলামী আদর্শ উক্ত দুটি বিষয়ের সমন্বিত রূপ। যদি মানুষ আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর ক্ষমতা ও অহদানিয়াত, নবী ও রাসূলদের সত্যতা, পরকাল ও পরকালের সুখ-দুঃখের সত্যতার উপর আশ্বস্ত না হতে পারে তবে তাদের পক্ষে হৃদয়ের অনুভূতি সহকারে ইসলামী শরীয়ত অনুসারে জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। সুতরাং পরকাল কেন্দ্রিক বক্তব্যকে উপেক্ষা করা ইসলামের সাথে ধৃষ্টতা প্রদর্শন বৈ কিছু নয়, অবশ্য ইহাকেই লক্ষ্য বানিয়ে নিয়ে ইসলামের সঠিক বিধান থেকে বন্ধন শিথিল করা আরেকটি বিভ্রান্তি-ই বটে। আল্লাহ আমাদের এই দুই প্রান্তিকতা থেকে মুক্ত রেখে ইসলামে যথার্থ অনুসারী হবার তৌফিক দিন।

এ গ্রন্থে আল্লাহর বন্ধু মহান লেখক কবরের আজাবকে অত্যন্ত যুক্তি ভিত্তিক করে তুলে ধরেছেন, পাঠকগণ-ই এর যথার্থ বিচার করবেন। যদি বাংলা ভাষা-ভাষীগণ এ গ্রন্থ থেকে কবরের আযাবের সত্যতা উপলব্ধি করেন ও ইসলামী অনুশাসনের প্রতি ঝুঁকে পড়েন তাহলে-ই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে ইনশাআল্লাহ।

এ মহা মূল্যবান গ্রন্থ দীর্ঘদিন প্রুফবিহীন ও অমনোযোগিতার সাথে প্রকাশ করার ক্ষতি অসামান্য। আমরা এর প্রতিকারে হাত বাড়িয়েছি, বর্তমান সংস্করণটি সংশোধন ও পরিমার্জন করে আমাদের মাদরাসার প্রাক্তন ছাত্র মাওলানা মাহমুদ হোসাইন সেলিম বইটি উন্নত মানের সাদা কাগজ ও নতুন কভার করে উন্নত সংস্করণ করেছেন। পাঠক শুভানুধ্যায়ীগণ সংশোধনী ও ক্রমাগ্রসরতার মনোভাব নিয়ে পরামর্শ দিলে কৃতার্থ হব। কাগজের দুর্মূল্য ও ছাপানোর মান উন্নত করণের পরও মূল্য বাড়ানো হয়নি, আশা করি পাঠকগণ ইহা বিবেচনার দৃষ্টিতে দেখবেন।

সর্বশেষে হযরত মাওলানা সৈয়দ মোঃ ফজলুল করীম (পীর সাহেব চরমোনাই), জনাব ব্যারিস্টার মাওলানা মোঃ কোরবান আলী সাহেব ও জনাব মাওলানা মোঃ ইউসুফ আলী খান সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমার বক্তব্যের ইতি টানছি। আল্লাহ আমাদের তাঁর দ্বীনের জন্য কবুল করুন। আমীন।

স্বত্বাধিকারীগণের পক্ষে
সৈয়দ রশীদ আহমদ ফেরদাউছসূচিপত্র

সূচিপত্র

চিশতিয়া ছাবেরিয়া তরিকার প্রথম ছবক

আমার প্রিয় বন্ধুগণ! জানিয়া রাখিবেন, দোযখের আযাবের পথ বন্ধ করিয়া বেহেশতে যাইবার জন্য কেতাবে ১২৬ তরিকা বয়ান করিয়াছে। তন্মধ্যে চিশতিয়া ছাবেরিয়া তরিকা একেবারে শর্টকাট এই তরিকার প্রথম ছবকখানা লিখিয়া এজাজত দিলাম। মাগরিবের ফরজ, ছুন্নত পড়িয়া ৬ রাকাত আউয়াবিন পড়িবেন। যে কোন সূরা দিয়া পড়েন ইচ্ছা। নফল বা ছুন্নত উভয় রকম নিয়ত করা দুরস্ত আছে। প্রথম দিন একবার আলহামদু তিনবার সূরা এখলাছ দিয়া দুই রাকাত শুকরানা নামাজ আদায় করিবেন। স্ত্রীগণ নামাজের কায়দায়, পুরুষগণ আসন করিয়া বসিবেন। প্রথমে ৫ বার দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া আস্তাগফিরুল্লাহ ১১ বার পড়িবেন। পরে ছোবহানাল্লাহ ১০ বার, আলহামদুলিল্লাহ ১০০ ও আল্লাহু আকবার ১০০ বার পড়িবেন। এই সময় খেয়াল রাখিবেন সামনের দিকে– মা'বুদ আমার দিকে চাহিয়া আছেন। পরে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ৫০০ বার, সময় না পাইলে কমপক্ষে ২০০ বার পড়িবেন। অর্থ খেয়াল করিবেন আল্লাহ্ বাদে কেহ মা'বুদ নাই। চক্ষু মুদিয়া জিকির শুরু করিবেন। আবার (মোনাজাতের পূর্বে) ৫ বার দরূদ শরীফ পড়িয়া মোনাজাত দিবেন।

এই ছবক আদায় করিতে যদি মজা পান, তবে আমার কিতাব থেকে পরের ছবক নিবেন। পুরুষ জোরে, স্ত্রীগণ আস্তে জিকির করিবেন। আমার রচিত ২৭ খানা কিতাব পড়িবেন। শুধু আখেরাতের বয়ান, যে খরচই যাইবে তা আখেরাতের নেকের পাল্লায় উঠিবে।

সৈয়দ মোঃ ফজলুল করীম
(পীর সাহেব, চরমোনাই, বরিশাল)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মোকাদ্দামাহ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ

প্রাণপ্রিয় আশেকীন ও মোহেব্বীন! মনে চায় মৃত্যুদম পর্যন্ত উপদেশমূলক কিছু কথা লিখিয়া মোমেনদের থেকে খাছ দোআ নেই। খুব চিন্তা করিয়া দেখুন, দুনিয়া একটি স্বপ্ন মাত্র। স্বপ্নের স্বাদ গ্রহণ করিতে গিয়া কেহ নিজ স্থায়ী বাড়ী বেহেশতকে নিলামে দিবেন না। আল্লাহ পাক কোরআন পাকের ভিতর ফরমাইয়াছেন–

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ۔

(সূরা ত্বোয়াহা : ৫৫)

অর্থাৎ, "তোমাদেরকে আমি মাটি দিয়া সৃষ্টি করিয়াছি এবং মাটির গর্ভেই তোমাদেরকে ফিরাইয়া নিব এবং পুনরায় মাটি হইতে হাশরের মাঠে উঠাইব।"

মাটির শরীর মাটিতে মিশিবে কিন্তু আপনার আমার উপায় কি? মৃত্যুর পরে রূহের জন্য দুইটি জায়গা আছে– ইল্লীন ও ছিজ্জীন। ইল্লীন বেহেশতের টুকরা এবং ছিজ্জীন দোযখের টুকরা। আল্লাহ্ পাক ফরমাইয়াছেন–

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى (৮৭ : ১৪)

"নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি পবিত্র হইয়াছেন, তিনি মুক্তি পাইয়াছেন।" রূহের কেন্দ্র দেল বা কলব। কলবের পবিত্রতা ও অপবিত্রতার উপর রূহের পবিত্র ও অপবিত্রতা নির্ভর করে। হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

اِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلاَ وَهِىَ الْقَلْبُ .

"শরীরের মধ্যে এমন একটি গোশতের টুকরা আছে, যাহা পবিত্র হইলে সমস্ত শরীর পাক হইয়া যায় এবং উহা অপবিত্র হইলে সমস্ত শরীর অপবিত্র হইয়া যায় আর উহা ইহল দেল।" হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ফরমাইয়াছেন ঃ যখন বান্দা কোনো গুনাহের কাজ করে, তখন তাহার দেলের উপর একটি কাল দাগ পড়িয়া যায়। অন্য হাদীসে তিনি ফরমাইয়াছেন– "জিকির দ্বারা কলব পরিষ্কার হয়। হাদীস দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, কলবকে পবিত্র রাখা একান্ত কর্তব্য। শয়তান ও নফ্ছে আম্মারার ওয়াছওয়াছার কেন্দ্রও একমাত্র কলব বা দেল। আল্লাহ্ পাক ফরমান–

يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ (সূরা নাস ঃ ৫)

অর্থাৎ, "মানুষের দেলে শয়তান ধোঁকা দিয়া থাকে।" এখন আমাদেরকে একটি পথ ধরিতে হইবে, যাহার ফলে শয়তানী ওয়াছওয়াছা হইতে বাঁচিয়া পবিত্র আত্মা ও দেল নিয়া আল্লাহ পাকের দরবারে হাজের হইতে পারি। যেমন, আল্লাহ্ পাক ফরমান–

اِلاَّ مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ (২৬ঃ ৮৯)

"যেই ব্যক্তি আল্লাহর সামনে নিষ্কলঙ্ক দেল লইয়া আসিবেন, তিনি ব্যতীত অপর কেহই পরিত্রাণ পাইবে না।"

এই আয়াতের মর্মে দেল ও আত্মাকে পবিত্র করার বিভিন্ন নিয়মাবলী কোরআন ও হাদীস শরীফে বর্ণনা করা হইয়াছে, যাহা হাছেল করা পীরে কামেলের ছোহবৎ ও তাঁহার সম্মুখে নিজকে সোপর্দ বলিয়া ঘোষণা করার উপর নির্ভর করে। এছলাহে নফ্ছ বা দেলের পবিত্রতার জন্য বিভিন্ন তরীকার ভিতর থেকে জিকিরও একটি তরীকা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান–

لِكُلِّ شَيْئٍ صَقَالَةٌ وَصَقَالَةُ الْقُلُوْبِ ذِكْرُ اللّٰهِ .

"প্রত্যেক জিনিসকে পবিত্র করার যন্ত্র আছে, কলব পরিষ্কার করার যন্ত্র

আল্লাহর জিকির।" জিকির যত বেশী করিবেন, কলবের শক্তি তত বাড়িয়া যাইবে। হযরত মাওলানা কারামত আলী মরহুম সাহেব ফরমাইয়াছেন ঃ "মানুষ রূহানী শক্তির বলে ফাওকে – আরশ, লা মাকান পর্যন্ত পৌছিতে পারেন।" নফ্ছে আম্মারার খোরাক গুনাহের কাজ। গুনাহ্ যত বেশী করিবে নাফ্ছে আম্মারার ক্ষমতাও তত বৃদ্ধি পাইবে। মৃত্যুর পর ঐ নাপাক রূহের জন্য ছিজ্জীন ছাড়া উপায় থাকিবে না। এখন মূল কথা হইল এই যে, রূহকে জিকিরের খোরাক দিয়া ইল্লীনে যাওয়ার উপযোগী করিয়া তুলুন, নচেৎ কোন উপায় নাই। প্রিয় আশেকীন! যে কোন কামেল পীরের হাতে হাত দিয়া খুব জিকির করা পূর্বক রূহকে আল্লাহ পাকের সঙ্গে মিলাইয়া আল্লাহ্ পাকের প্রিয় বান্দা হিসাবে তাঁহার দরবারে যান। প্রিয় পাঠকবৃন্দ, ভেদে মা'রেফত নামক কিতাবখানা সমাজে প্রকাশ করিলাম, আশা করি খেয়ালের সহিত পাঠ করিলে বহু ছুয়ালের জওয়াব পাইবেন এবং প্রকৃত মারেফত সম্পর্কে কিছু জ্ঞান অর্জন করিতে পারিবেন। ইহাকে প্রশ্ন ও উত্তর করিয়া লিখিলাম। দোআ করিবেন।

وَمَا تَوْفِيْقِىْ اِلاَّ بِاللّٰهِ .

প্রঃ হুজুর, মারেফত কাহাকে বলে এবং পীরের কাছে মুরীদ হওয়া আবশ্যক কিনা?

উঃ মারেফত অর্থ আল্লাহ্ পাক ছোবহানাহু তায়ালাকে চিনা। ইহা ফরয, ইহাকে এলমে তাছাওউফও বলা হয়। হযরত মাওলানা শায়খুল ইসলাম জাকারিয়া আনছারী (র) নিজ কিতাব রেছালায়ে কোসায়রিয়ার ভিতর তাছাওউফের বর্ণনা এইরূপ দিয়াছেন।

اَلتَّصَوُّفُ هُوَ عِلْمٌ تُعْرَفُ بِهٖ اَحْوَالُ تَزْكِيَةِ النُّفُوْسِ وَتَصْفِيَةِ الْاَخْلَاقِ وَتَعْمِيْرِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ وَتَحْصِيْلُ السَّعَادَةِ الْاَبَدِيَّةِ .

অর্থাৎ "তাসাওউফ ঐ এলেম, যে এলেম দ্বারা সৎ চরিত্র গঠন এবং আত্মশুদ্ধি করা যায়, শরীয়তের আদর্শে নিজের ভিতর ও বাহিরকে সাজান যায় ও চিরস্থায়ী সৌভাগ্য অর্জন করা যায়।" তাজকিয়ায়ে নফ্ছ বা আত্মশুদ্ধি লাভ করা যেহেতু ফরয, সেহেতু এলমে তাছাওউফ শিক্ষা করাও

আবশ্যক। এলমে বাতেন বা এলমে মারেফত শিক্ষা করার জন্য একজন পীরের হাতে হাত দিয়া তাঁহার উপদেশ অনুযায়ী চলাও একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ্ পাক ফরমান–

وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ـ

অর্থাৎ, এমন ব্যক্তির পদানুসরণ কর, যিনি আমার প্রতি রুজু রহিয়াছেন। দুনিয়াতেও দেখা যায় যে, অছিলা ভিন্ন কোন কাজ হয় না।

তাই আল্লাহ্ পাক ফরমান– وَابْتَغُوْا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ

"আল্লাহ্ পাকের মহব্বত অর্জন করার জন্য অছিলা তালাশ কর।" চোর হওয়ার ইচ্ছা করিলে চোরের সাথে চলিতে হয়। ডাকাতের সাথে চলিলে ডাকাত হইতে পারিবে। যদি ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছা থাকে, তবে কোন বিজ্ঞ ডাক্তারের সঙ্গী হইয়া থাক। দুনিয়ার যে কোন কাজ শিখিতে হইলে, যেইরূপ ঐ বিষয়ের বিজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গী হওয়া ছাড়া শিক্ষা করা চলে না, সেইরূপ আল্লাহ পাকের প্রেমিক হইতে ইচ্ছা থাকিলে একজন আল্লাহ্ পাকের প্রেমিকের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া রীতিমত ছবক আদায় করিয়া বেহেশতের রাস্তা পরিষ্কার করিয়া লও। পৃথিবীতে খোঁজ করিয়া দেখ, বিনা পীরে কেহই কামেল মোমেন হইতে পারে নাই। নোয়াখালীর এক বিরাট মাহফিলে মাওলানা এলাহীবক্স ছাহেব প্রশ্ন করিলেন– হুজুর, মূর্খ লোকে যেহেতু কিছু জানে না, সেহেতু তাহাদের মুরীদ হওয়া আবশ্যক কিন্তু যাহারা আলেম তাহারা সব জানেন, কাজেই তাহাদের মুরীদ হওয়ার আবশ্যক কি? উত্তরে আমি বলিলাম, হজ্জের আরকান– আহ্‌কাম সকল আলেম জানেন, যেমন আল্লাহ্ পাক ফরমান–

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى ـ

তিনি আরও ফরমাইয়াছেন–

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ ـ

মোট কথা কোরআন, হাদীস ও ফেকার কিতাবে হজ্জের পূর্ণ বিবরণ থাকা সত্ত্বেও ছাফা, মারওয়া, মিনা, মোজদালেফা এবং আরাফা ইত্যাদি চেনার জন্য ও হজ্জকার্য সমাধা করার জন্য যদি একজন মোয়াল্লেমের

দরকার হইতে পারে, তবে আল্লাহ পাক ছোবহানাহু তাআলার মহব্বত অর্জন করার জন্য কি একজন পীরে কামেল লাগিবে না? বিবাহের জন্য একজন উকিলের আবশ্যক, পুল পার হইতে ধরণীর দরকার, আল্লাহ্‌কে চিনতে কেন একজন পথ প্রদর্শক লাগিবে না? জনাব, খুব খেয়াল করুন, আমাদের পীরানে পীর দস্তগীর হযরত মাওলানা কারামত আলী সাহেব (র) জৈনপুরী এত বড় আলেম হওয়া সত্ত্বেও কেন হযরত মাওলানা সৈয়দ আহম্মদ সাহেব (র)-এর কাছে মুরীদ হইলেন? হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) এত বড় আলেম হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজ হস্তে হাজারের উপরে কিতাব লিখিয়াছেন, তিনিও হযরত হাজী সাহেবের (র) কাছে কেন মুরীদ হইলেন? এই বয়ান দ্বারা ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এতবড় আলেমগণই যখন মুরীদ হওয়া ব্যতীত আল্লাহ্ পাকের মহব্বত অর্জন করিতে পারিলেন না, তখন আপনি আর আমি কি মুরীদ হওয়া ছাড়াই আল্লাহ্ পাকের মহব্বত অর্জন করিতে পারিব? মাওলানা সাহেব তখন বলিলেন, এখন আমার বুঝ হইয়াছে। হযরত মাওলানা কারামত আলী (র) নিজ কিতাব যখীরায়ে কারামতের হেচ্ছায়ে দুয়মের ২৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন–

حدیث میں ایا ہے : العلماء ورثة الانبیاء ۔ عالم لوگ جو ہیں وہ انبیاء کرام کے علم کے وارثین ہیں ۔ جو علم کہ انبیاء علیہم الصلوة والسلام سے باقی رہا ہے وہ دو نوع پرہے ۔ ایک علم احکام دوسرا علم اسرار جن کا انتساب فقہ اور تصوف سے ہے اس سے معلوم ہوا کہ جسکو دونوں علم نہیں وہ عالم نہیں۔

"অর্থাৎ, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান যে, আলেমগণ নবীদের ওয়ারেছ এবং যাহারা আলেম তাহারা নবীদের থেকে এলেমের অধিকারী হইয়াছেন। আম্বিয়া আলাইহিমুচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামগণ দুনিয়াতে দুই প্রকারে এলেম রাখিয়া গিয়াছেনঃ এলমে ফেকাহ ও এলমে তাছাওউফ। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা

যাইতেছে যে, যাহার ভিতর উভয় প্রকার এলেম নাই, তিনি আলেম নহেন এবং এই ধরনের ব্যক্তিগণ নবীগণের ওয়ারেছ হওয়া থেকে বঞ্চিত থাকিবেন। তাহাদের নছীহতে লোকের দেলে কোনই আছর পয়দা হইবে না। হযরত বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী (র) ফরমাইয়াছেন—

خود عمل نه کر کے دوسرے کو وعظ کرنا بیهوده بك بك کرنا هے

অর্থাৎ, নিজে আমল না করিয়া অপরকে নছিহত করা বেকার বকবক করা ছাড়া আর কিছুই নহে। আফসোস, আমাদের উপর যে,

مسلمانی در کتاب مسلماتان در گور

অর্থাৎ ঃ ইসলামের নীতি কিতাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে এবং কামেল মুসলমান আজ কবরে। মারেফত ছাড়া ওয়াজ ধারশূন্য দায়ের মত। ঐ দা দ্বারা কাটিতে চেষ্টা করিবে বটে, কিন্তু কাটিবে না। উপরোক্ত কথার জন্য অসংখ্য প্রমাণ রহিয়াছে, যাহাতে কোনরূপ সন্দেহ করার অবকাশ নাই। এখন খুব চিন্তা করিয়া দেখুন।

প্রশ্ন ঃ হুজুর, পীর কাহাকে ধরিতে হইবে এবং কামেল পীরের পরিচয় কি?

উত্তর ঃ বাবা সর্বদা হুশিয়ার থাকিবে, বহু ধোঁকাবাজ পীর বর্তমানে দেখা যায়, তাহারা মেছমারিজম শিক্ষা করিয়া লোকের কলবের প্রতি তাওয়াজ্জুহ করিয়া নিজের দিকে খিঁচিয়া, সেজদা ইত্যাদি দ্বারা কাফের পর্যন্ত বানাইয়া ফেলে।

মাওলানা রুমী (র) ফরমাইয়াছেন—

ای بسا ابلیس آدم روئی است
پس بهر دستے نباید داد دست.

অর্থাৎ, "বহু মানুষরূপী শয়তান দুনিয়াতে পীর সাজিয়া লোকদিগকে মুরীদ করিয়া জাহান্নামে পৌঁছাইয়া দেয়। বহু পীর দুনিয়া অর্জন করার জন্য নিজে ত কাফের হয়-ই, লোকদেরকেও কাফের বানায়, তাই পরীক্ষা ছাড়া কেউর হাতে হাত দিতে নাই। হযরত মাওলানা আশ্রাফ আলী থানবী (র)

ফরমাইয়াছেন, আমার কাছে এক মাওলানা সাহেব মুরিদ হন, তিনি বলেন যে, আমার বাবা একজন পীর ছিলেন এবং তাহার জীবিতকালে নানা প্রকার হাদিয়া, ফল-মূল, মোরগ, বকরী ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে আসিত। তাহার ইন্তেকালের পর আমার কাছেও তদ্রূপ টাকা-পয়সা ইত্যাদি আসিতে আরম্ভ করে, অথচ লোকদিগকে কোন ছবকও দেই না। হযরত ফরমান, তোমার বাবা তোমাকে কি বাতাইয়াছেন? তিনি উত্তর করিলেন, বাবা কোন কালাম বা অজিফা বাতান নাই, বলিয়াছেন, আমার পায়খানায় তুমি সর্বদা পায়খানা করিবে এবং তালা বন্ধ করিয়া রাখিবে, যাহাতে অন্য কেহ ঐ পায়খানায় যাইতে না পারে। হুজুর বলিলেন, ঐ পায়খানায় যাওয়া বন্ধ কর। তখন থেকে তিনি ঐ পায়খানায় যাওয়া বন্ধ করিলেন। সেই হইতে তাহার কাছে হাদিয়া, তোহফাও কম আসিতে আরম্ভ করিল। হুজুরকে ইহা জানান হইল, তিনি পায়খানার মাটি খুঁড়িতে আদেশ দিলেন। মাটি খোঁড়ার পরে একটি পাকা গম্বুজ দেখা গেল। গম্বুজ ভাঙ্গিলে পর দেখা গেল, এক জেলদ্ খোলা কোরআনে পাকের উপর বিভিন্ন নক্সা অংকিত তাবিজ। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। আখেরাত বিসর্জন দিয়া দুনিয়া অর্জনের জন্য এহেন ঘৃণিত কাজ কি মানুষ করিতে পারে? বর্তমানে যত বেদয়াতী ফকীর দেখা যায়, তাহাদের ভিতরেও এইরূপ আপত্তিকর বহু শয়তানী রহিয়াছে। সাবধান! স্বরণ রাখিবেন, যাহার ভিতরে শরীআত নাই, তাহার ভিতরে মারেফতও নাই।

شریعت را مقدم دار اکنوں
معرفت از شریعة نسیت بیروں -

অর্থাৎ শরীআতের হুকুম আগে পালন করিয়া লও, মারেফত শরীঅত ছাড়া নহে।

শরীঅতকে মজবুত করার জন্যই মারেফত; অতএব যাহার ভিতর শরীঅত নাই, তহার ভিতর মারেফত কিরূপে থাকিতে পারে?

শরীঅতকে প্রথম স্থান দিও, কারণ মারেফত শরীয়ত ভিন্ন নহে। মারেফত একমাত্র শরীয়াতকে কামেল করার জন্য। তাই দেখিবেন, যাহার ভিতর মারেফত নাই, তাহার ভিতর শরীঅতও পূর্ণভাবে নাই। একটি উদাহরণ দ্বারা ইহা বুঝাইতেছি।

মাওলানা রূমী সাহেব লিখিয়াছেন ঃ

علم باطن همچوں مسکه علم ظاهر همچوں شیر
کئی بود بے شیر مسکه کئی بود بے پیر پیر

অর্থাৎ–"এলমে মারেফত মাখন তুল্য, এলমে শরীয়ত দুধ তুল্য। মাখন যেইরূপ দুধ ছাড়া হইতে পারে না, তদ্রুপ এলমে মারেফতও এলমে শরীয়ত ভিন্ন হইতে পারে না। দুনিয়ার মাশুক স্ত্রীর দ্বারাও কিছুটা বুঝিতে পারেন যে, তাহার প্রকাশ্য সৌন্দর্য শরীঅত তুল্য, জেওর পোশাক সুন্নত তুল্য এবং তাহার সহিত গুপ্ত মিলন মারেফত তুল্য। যে স্ত্রীর প্রকাশ্য সৌন্দর্য নাই, তাহার সঙ্গে গুপ্ত মিলনও হওয়া সম্ভব নহে। অর্থাৎ, সে যদি সুবাসিত তৈল ও স্নোর পরিবর্তে কেরোসিন ও মুখে আলকাতরা ব্যবহার করিয়া থাকে, তবে তাহার সঙ্গ লাভ করা কি সম্ভব? তদ্রুপ শরীঅত ঠিক না থাকিলে তাহার সঙ্গে আল্লাহ পাকের নূরের মিলনও হওয়া সম্ভব নহে। স্ত্রীর যদি মাসিক দেখা দেয়, তখন যদি নাপাক হওয়ার অজুহাতে তাহার সঙ্গে মিলিত হওয়া থেকে বিরত থাকিতে পারেন, তবে গুনাহের দ্বারা আপনার কলব নাপাক করিয়া রাখিলে আল্লাহর নূর আপনার কলবে মিলিত হওয়ার আশা কিরূপে করিতে পারেন? দুনিয়ার মহব্বতে পড়িয়া মা'বূদের জন্য একদিনও আপনার কান্না আসিতেছে না। অতএব লক্ষ্য করিয়া দেখুন যে, এখন আপনার অবস্থা কি? হক্কানী পীরের কাছে গিয়া সংযোগ স্থাপন করুন, আল্লাহর ফজলে মা'বূদের জন্য কান্না আসিতে থাকিবে, সন্দেহ নাই।

হযরত শামছুত তাব্‌রিজী (র)-এর নকল

প্রাণের বন্ধুগণ! এই প্রসঙ্গে আপনার খেদমতে শামছুত তাবরিজী (র)-এর একটি ঘটনা বর্ণনা করিতেছি– লক্ষ্য করিয়া শুনুন। মছনবী –এ রূমীর ভিতর বর্ণিত আছে, একদা হযরত তাবরিজীর পীর সাহেব কেবলা, তাহাকে বলিলেনঃ বাবা, রোম শহরে একটি সুন্দর পাত্র আছে উহাকে তুমি গরম করিতে পার? তিনি উত্তর করিলেন, হুজুরের দোআ থাকিলে আল্লাহর ফজলে পারিব। পীরের আদেশ নিয়া তিনি তখনই রোম শহরের দিকে রওয়ানা হইলেন। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর পথিমধ্যে ঝুপড়ির ভিতর এক অন্ধ বৃদ্ধকে একটি লাশ সম্মুখে নিয়া কাঁদিতে দেখিলেন। হুজুর বৃদ্ধকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, হুজুর, এই পৃথিবীতে আমার খোঁজ-খবর নেওয়ার মত আর কেহ নাই। একটি পুত্র ছিল, সে আমার যথেষ্ট খেদমত করিত। তাহার এন্তেকালের পর সে একটি নাতি রাখিয়া যায়, ঐ ১২ বৎসর বয়স্ক নাতি একটি গাভী পালিয়া আমাকে দুগ্ধ খাওয়াইত এবং আমার খেদমত করিত। সেই নাতির লাশ এখন সম্মুখে দেখিতেছেন। এখন উপায় না দেখিয়া কাঁদিতেছি। হুজুর বলিলেন, এই ঘটনা কি সত্য? বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, সত্য হওয়াতে কোন সন্দেহ নাই। তখন হুজুর বলিলেন– হে ছেলে, তুমি আমার হুকুমে দাঁড়াও! * (১) তখনই ছেলে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল, আমার দাদু কোথায়? দাদা স্নেহভরে কোলে জড়াইয়া বলিল, দাদা তুমি মরিয়াছিলে, এখন কিরূপে জীবিত হইলে? নাতি বলিল, আল্লাহর ওলী আমাকে জেন্দা করিয়াছেন। এই ঘটনা প্রকাশ হওয়ার পরে খাঁটি মুসলমান বাদশাহর কাছে এই খবর পৌছান হইল। বাদশাহ কুতুব সাহেবকে দরবারে হাজির করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হুজুর, আপনি কি বলিয়া বৃদ্ধের নাতিকে জেন্দা করিয়াছেন? তিনি বলিলেন যে আমি বলিয়াছি, হে ছেলে! আমার আদেশে জীবিত হইয়া যাও।

বাদশাহ বলিলেন, আফসোস যদি আল্লাহর আদেশে জেন্দা হইতে বলিতেন। কুতুব সাহেব উত্তর করিলেন, মা'বুদের কাছে আবার কি জিজ্ঞাসা করিব– তাঁহার আন্দাজ নাই? * (২) এই বৃদ্ধার একটি মাত্র পুত্র ছিল তাহাও নিয়াছে। বাকী ছিল এই নাতিটি, যে গাভী পালন করিয়া কোনরূপ জিন্দেগী গুজরান করিত, এখন এটিও নিয়া গেল। তাই আমি

আল্লাহ্ পাকের দরবার থেকে জোরপূর্বক রূহ্ নিয়া আসিয়াছি। * (৩) বাদশাহ্ বলিলেন আপনি শরীঅত মানেন কিনা? তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই, শরীঅত না মানিলে ভীষণ কেয়ামতের দিন হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের শাফায়াত কিছুতেই পাওয়া যাইবে না। আমি শরীআত সম্পূর্ণভাবে মানি। বাদশাহ্ বলিলেন, আপনি শেরেক করিয়াছেন, সেই অপরাধে আপনার শরীরের সমস্ত চামড়া খসাইয়া ফেলিতে হইবে। আল্লাহ্র কুতুব কথা শুনা মাত্র দুই হাতের আঙ্গুলি দ্বারা পায়ের নীচ থেকে আরম্ভ করিয়া গায়ের সমস্ত চামড়া খসাইয়া বাদশাহ্র সম্মুখে ফেলিয়া জঙ্গলে চলিয়া গেলেন। জঙ্গলে বসিয়া আল্লাহ্র জেকেরে মশগুল হইয়া গেলেন। ভোরবেলা সূর্যের তাপ চর্মহীন শরীরে লাগামাত্র কষ্ট পাইলেন এবং সূর্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে সূর্য! আমি শরীঅত মানিয়াছি, কাজেই তুমি আমাকে কষ্ট দিও না। ইহা বলা মাত্র ঐ দেশের জন্য সূর্য অন্ধকার হইয়া গেল। দেশের ভিতর একটা সোরগোল পড়িয়া গেল, বাদশাহ্ অস্থির হইয়া ঐ হুজুরকে তালাশ করিতে লাগিলেন। বহু চেষ্টার পর এক জঙ্গলে গিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন এবং আরজ করিলেন হুজুর, শরীঅত জারী করিতে গিয়া আমরা কি অন্যায় করিলাম, যাহার জন্য আমাদের এই মুছীবত আনিয়া দিয়াছেন? হুজুর তখন সূর্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে সূর্য তোমাকে বলিয়াছি আমাকে কষ্ট দিও না, কিন্তু দেশবাসীকে কষ্ট দেও কেন? ইহা বলামাত্র সূর্য আলোকিত হইয়া গেল। আল্লাহ্ পাক তাঁহার ওলীর শরীর ভালো করিয়া দিলেন। এখন হুজুর রোম শহরের দিকে রওয়ানা করিলেন। সেখানে গিয়া এক স্বর্ণকারের ঘরে বসিলেন। ঐ সময় মাওলানা রূমী ঘোড়ায় ছওয়ার হইয়া হুজুরের সম্মুখ দিয়া রওয়ানা করিলেন, বহু শাগরিদ তাহার পিছনে আসিতেছিল।

টিকা : (১) (২) (৩) এ ধরনের কথা বলা আমাদের মত সাধারণ লোকদের জন্য পরিস্কার কুফরী গণ্য হইবে। কিন্তু আল্লাহ্ পাকের দেওয়ানা বান্দাগণ এশকের চরম হালতে অন্তরের ভারসাম্য হারাইয়া এক প্রকার বেহুঁশ অবস্থায় কদাচিৎ এরূপ বলিয়া ফেলেন।

মাওঃ রূমী (রঃ) বলিয়াছেন– আল্লাহ্ পাকের আশেকদের এ ধরনের উক্তি এশ্‌কের জোশ বশতঃ ঘটিয়া যায়, তাই আল্লাহ্ পাকের নিকট তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না। যেরূপ শিশু যদি পিতার মুখে থাপ্পড় মারে কিংবা দাড়ি ছিড়িয়া ফেলে, পিতার নিকট তাহা পীড়াদায়ক হয় না বরং তাহাতে আরও মহব্বতের জোয়াড় উঠে।

হুজুর জলদি করিয়া মাওলানা সাহেবের ঘোড়ার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি ঘোড়ার সম্মুখে দাঁড়াইবা মাত্র ঘোড়া থামিয়া গেল, হুজুর মাওলানা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কি মাওলানা রূমী? উত্তর করিলেন, হাঁ হুজুর। প্রশ্ন করিলেন, বলুন তো এলেম কাহাকে বলে? উত্তর করিলেন, যাহা দ্বারা শরীঅতের বিধান নামায, রোজা ইত্যাদির নিয়মাবলী জানা যায়। হুজুর বলিলেন, ইহা ত সবাই জানে। প্রকৃত ব্যাখ্যা আমার কাছে শুনুন–

علمیکه ترانا بستاند جهل زاں علم به بود بسیار ۔

অর্থাৎ "যেই এলেম তোমাকে তোমা হইতে পৃথক করিতে না পারে; সেই এলেম শিক্ষা করার চেয়ে জাহেল থাকা ভালো।" হুজুর ইহা বলার সঙ্গে কলবি তাওয়াজ্জুহ মাওলানা সাহেবের কলবের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মাওলানা সাহেব তখন ঘোড়ার পৃষ্ঠ হইতে নামিয়া আরজ করিলেন, হুজুর আমাকে মুরীদ করুন। হুজুর তাহাকে মুরিদ করিলেন। মাওলানা সাহেব তখনই জঙ্গলে চলিয়া গেলেন। ১২ বৎসর পর্যন্ত জঙ্গলে বসিয়া আল্লাহ্ পাকের ইবাদত করিতে থাকেন। পরে দেশে ফিরিয়া আসেন এবং অজদের হালাতে দিন কাটাইতে লাগিলেন। এই অবস্থায় তিনি প্রায় সাত হাজার বয়াৎ আল্লাহ্র তরফ হইতে এখিয়ার করিয়াছিলেন। মাওলানা রূমী নিজে বলেন–

خود بخود مولانا روم هرگز نه شد

تا غلام شمس التبریزی نه شد ۔

অর্থাৎ "আমি মাওলানা রূমী যতক্ষণ পর্যন্ত শামস্তুত তাবরিজীর হাতে হাত না দিয়াছি, ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই ছিলাম না।" আল্লাহ্ পাককেও চিনিতে পারি নাই। প্রিয় মোমেনগণ, খুব চিন্তা করিয়া দেখুন, মাওলানা রূমীর মত ব্যক্তি যদি মুরিদ হওয়া ব্যতীত আল্লাহ্ পাকের মহব্বত হাছেল করিতে না পারিয়া থাকেন তবে আমাদের অবস্থা কি?

প্রশ্ন ঃ হুজুর! দুই তিন পীরের কাছে মুরীদ হওয়া জায়েয আছে কি না? জায়েয থাকিলে তাহাতে ফায়দা কি?

উত্তর ঃ জায়েয আছে। যেইরূপ কেহ এক ওস্তাদের কাছে এক পারা কোরআন শরীফ পড়ার পরে অন্য ওস্তাদ গ্রহণ করায় দোষ নাই এবং প্রথম ওস্তাদ বাতেলও হয় না– ইহাও তেমনি মনে করিবেন। কোরআনে পাক যদি বিভিন্ন ওস্তাদের কাছে শিক্ষা করা যায়, তবে আল্লাহ্ পাকের মহব্বত লাভের জন্য একাধিক পীরের কাছে কেন শিক্ষা করা যাইবে না? যে কোন হক্কানী পীরের কাছে আপনার রূহের উন্নতির সম্ভাবনা দেখিলে বিনা দ্বিধায় তাহার কাছে মুরীদ হইয়া আল্লাহ্ পাকের মহব্বত হাছেল করুন' কিন্তু সাবধান! এক পীরের মুরিদ অন্য পীরের মুরীদকে হিংসা করিবেন না, তাহা হইলে ধ্বংস অনিবার্য। এক মাদ্রাসার তালেবে এলেম সেইরূপ অন্য মাদ্রাসার তালেবে এলেমকে হিংসা করে না, সবাই দ্বীন শিখিতে থাকে, তদ্রুপ আপনারা এলমে মা'রেফত শিখিতেছেন, তাই অপরকে হিংসা করিতে নিজের মাথায় বিপদ টানিয়া আনিবেন না, সাবধান থাকিবেন। আমাদের দেশে চারিটি তরীকা মশহুরঃ ১। চিশতিয়া ২। কাদেরিয়া ৩। নক্সবন্দিয়া ৪। মুজাদ্দেদিয়া।

মরহুম হযরত মাওলানা সৈয়দ আহাম্মদ সাহেব (রঃ)-এর সঙ্গে তিন তরীকার নেছবৎ আছে। আমি খাকছার হুজুর আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম হইতে ৪১ দরজায় উপনীত হইয়াছি, ইহার পূর্ণ বিবরণ শাজরাহসহ আমার প্রণীত 'ম'রেফতে হক' কিতাবের ভিতরে পাইবেন।

মরহুম সৈয়দ আহমদ সাহেব পর্যন্ত তিন তরিকার নেছবৎ নিম্নরূপ ঃ

১। আমার পীর হযরত মাওলানা ক্বারী ইব্রাহীম মরহুম সাহেব, তাঁহার পীর মরহুম হযরত হাজী সাহেব (রঃ), তাঁহার পীর মরহুম নূর মোহাম্মদ ঝানঝানভী সাহেব তাঁহার পীর মরহুম হযরত সৈয়দ আহমদ সাহেব।

২। আওলানা ক্বারী আবদুর রব (জৈনপুরী) মরহুম সাহেব, তাঁহার পীর হযরত মাওলানা কারামত আলী মরহুম সাহেব, তাঁহার পীর ঐ মাওলানা সৈয়দ আহমদ সাহেব।

৩। শর্ষিনার পীর হযরত মাওলানা নেছার উদ্দিন আহমদ মরহুম সাহেব, তাঁহার পীর ফুরফুরার হযরত মাওলানা আবুবকর মরহুম সাহেব,

তাঁহার পীর মরহুম ছুফী ফতেহ আলী সাহেব, তাঁহার পীর হযরত মাওলানা নূর মোহাম্মদ মরহুম সাহেব, তাঁহার পীর ঐ মাওলানা সৈয়দ আহমদ সাহেব। এই তিন ছেলছেলার লোকদেরকে কেয়ামতে ইন্‌শাআল্লাহ্ একই স্থানে জমা হইতে হইবে। এখন প্রশ্ন করিতে পারেন, যখন আমাদের গোড়া একই স্থানে এখন এক এক হুজুর এক এক প্রকার ছবক বাতান কেন? তাহার উত্তর এই যে, এক এক তরীকায় এক এক বরকত ও এক এক ধরনের বৈশিষ্ট্য। হযরত মাওলানা কারামত আলী মরহুম সাহেব নক্‌শাবন্দিয়া তরীকার এজাযত ও এই তরিকার খুছুছিয়াৎ পাইয়াছেন, তাই তিনি নক্‌শাবন্দিয়া তরীকার ছবক বাতাইয়াছেন এবং তাহার বংশধর ঐ তরীকাই বাতাইতেছেন। এমনিভাবে পুর মোহাম্মদ ঝানঝানভী সাহেব চিশতিয়া তরিকার এজাজত ও খুছুছিয়াৎ পাইয়াছেন এবং সুফী নূর মোহাম্মদ সাহেব মোজাদ্দেদিয়া তরীকার এজাজত ও খুছুছিয়াৎ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাই এক এক হযরত এক এক প্রকার ছবক বাতাইয়াছেন।

هرگلے را رنگ و بوئے دیگر است۔

এই কারণেই প্রত্যেক তরীকার ছবক ও নিয়ম বিভিন্ন। কিন্তু আফসোসের বিষয় এই যে, বর্তমানে চিশতিয়া তরীকার মধ্যে বেদায়াত ঢুকিয়াছে। আল্লাহ্‌র রহমতে চিশতিয়া ছাবেরিয়া তরীকা এখনও পবিত্র আছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকে যে, চিশতিয়া ছাবেরিয়া তরীকা কোন কিতাবে নাই। দরছি কিতাব পড়িয়া ইহার খোঁজ কোথায় পাইবেন? তাছাওউফের কিতাবসমূহ পাঠ করিলে ভুল ধারণা ইনশাআল্লাহ্ ভাঙ্গিয়া যাইবে। শাজরাতুত তৈয়্যেবা, তাজকেরাতুর রশিদিয়া, জিয়াউল কুলূব ইত্যাদি কিতাবে ইহার বিস্তারিত বিবরণ পাইবেন। আমি চিশতিয়া ছাবেরিয়া তরীকা বাতাইয়া থাকি। আল্লাহ্‌র বহু প্রেমিক এই তরিকার ছবক নিয়া উপকৃত হইতেছেন। কারণ, এ তরীকার ছবকে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাহারা তাছির পাইয়া থাকেন। এই ছবক আদায় করাও বড় সহজ। কারণ, ইহাতে লতিফা ঘুরাইতে হয় না। একদা আমার পীর হযরত ক্বারী ইব্রাহীম মরহুম সাহেবের কাছে জিজ্ঞাসা করিলাম, হুজুর! প্রায় পীর সাহেবান খফি, আখফা, নফছ, রূহ, আব, আতশ, খাক ও বাদ ইত্যাদি লতিফা বাতাইয়া থাকেন। কিন্তু হুজুরের না বাতাইবার কারণ কি?

হুজুর কেবলা উত্তর দিলেন, বাবা! লতিফা সম্বন্ধে কোরআন শরীফ বা হাদীস শরীফে কিছুই উল্লেখ নাই, অবশ্য আউলিয়ায়ে কেরামগণ নিজে থেকে ইহা করিয়াছেন। কোরআন পাকে কলবের বিষয়ে উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে–

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ (রাদ ঃ ২৮)

"নিশ্চয়ই আল্লাহর জিকিরে দেল সান্ত্বনা পায়।" অর্থাৎ দুনিয়াতে কাহারো শান্তি লাভ করার ইচ্ছা থাকিলে একমাত্র আল্লাহ্র জিকির করাই তাহার জন্য উত্তম পন্থা। আল্লাহ্ পাকের জিকিরে যেই শান্তি লাভ হয়, তাহা আর কিছুতে লাভ হওয়া সম্ভব নহে।

হাদীস শরীফে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

إِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلَا وَهِىَ الْقَلْبُ.

অর্থাৎ, "শরীরের ভিতরে এমন একটি গোশতের টুকরা আছে যাহা পবিত্র হইলে সমস্ত শরীর পবিত্র হইয়া যায় এবং উহা অপবিত্র হইলে সমস্ত শরীর অপবিত্র হইয়া যায়, আর ইহা হইল কলব।" মোটকথা হইল যাহার অন্তর পবিত্র, তাহার ছুরাত ছিরাত অর্থাৎ কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা, মোয়ামেলাত (লেন-দেন) ইত্যাদি সবই পবিত্র ও ভালো, আর কলব যাহার অপবিত্র, তাহার সবই অপবিত্র। কলবের বয়ান বহু কিতাবে পাইবেন। আমার পীর কেবলা আরও বলিলেনঃ বাবা কলব সাগর তুল্য, লতীফা নদী ও খাল তুল্য। সাগরে যেইরূপ জোয়ার আসিলে নদী নালা ভরিয়া যায়, তদ্রূপ কলবে নূর আসিলে সমস্ত লতীফা নূরে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, তাই শুধু বাম স্কন্ধ (কাঁধ) হইতে অর্থ খেয়ালসহ কলবে ধাক্কা দিয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুর জিকির করিতে থাকিলে ইনশাআল্লাহ্ নূরে সব উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। আল্লাহ্ পাকের কুদরতি অজুদ কলব ভিন্ন কোথাও ঠাই হইতে পারে না। তাই মাওলানা রুমী সাহেব ফরমাইয়াছেন–

من نہ گنجم در زمین و آسمان
لیکے گنجم در قلوب مؤمنان

অর্থাৎ "আমি জমিন ও আসমানে সামাই হই না একমাত্র মোমেনের কলবে সামাই হই।" আমার বিবি একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আল্লাহ পাক এক মুহূর্তে বিভিন্ন আশেক মোমেনের কলবে কেমনে স্থান প্রাপ্ত করেন? কেহবা মক্কা শরীফ বসিয়া আল্লাহকে স্মরণ করিতেছেন, তিনি খেয়াল করেন, আমার কলবে আল্লাহ আছেন, আবার কেহবা রবিশাল বসিয়া খেয়াল করিতেছে, আমার এ কলবে আল্লাহ আছে– ইহা কি প্রকারে হইতে পারে, তাহা আমাদের পূর্ণ বুঝে আসে না? আমি তাহাকে বলিলাম, যদি কেহ এক হাজার ক্ষুদ্র আয়না বিভিন্ন স্থানে রাখেন, তবে দ্বিপ্রহরের সময় প্রতিটি আয়নার ভিতরে দুনিয়ার চেয়ে লক্ষাধিক গুণ বড় সূর্যকে দেখা যাইবে কিনা? বলিলেন হাঁ! দেখা যাইবে। আমি বলিলাম, তবে কেন আল্লাহ পাক একই সময় বিভিন্ন মোমেনের কলবে স্থান নিতে পারিবেন না? মাওলানা রুমী ফরমাইয়াছেন–

دل پذیرفت انچه گردوں بر نیافت
دل بدانست انچه عرش اندر نیافت

অর্থাৎ, দেলে যাহা কবুল করে, আসমান তাহা কবুল করিতে পারে না এবং দেলে যাহা জানে আরশও তাহা জানে না। তিনি আরও ফরমাইয়াছেন

گرنور افگند در زمین واسماں
زهره شان اب گردد یك زماں

"মোমেনদের কলব যখন মাওলার প্রেমে মত্ত হয়, তখন যতটুকু নূর ঐ কলবে প্রবেশ করে, যাহার কারণে তখন অজদ হাল ও কান্নাকাটি আসিতে থাকে, ততটুকু নূর আসমান ও জমীনে পতিত হইলে আসমান ও জমীন পানি হইয়া যাইত।" আসমান! –জমীনের কোন শক্তি থাকিত না, সব লয় হইয়া যাইত। হুশিয়ার! কখনও কাহারও অজদ হাল হইলে তাহাকে এনকার বা হিংসা করিয়া নিজের উপর আল্লাহর গজব টানিয়া আনিবেন না। তাহার হাল নিয়া সে থাকুক তাহাতে আপনার ক্ষতি কি? যদি তাহার শরীয়ত ঠিক থাকে, তবে এই হালের ভেদ আপনি কিছুই বুঝিবেন না। হযরত মাওলানা কারামত আলী মরহুম ও আমার পীর কেবলা মরহুম

সাহেব ফরমাইয়াছেন, যদি কেহ লোককে দেখাইবার জন্য নিজ ইচ্ছায় চিখ মারে বা হাত-পা আছড়ায়, তবে সে কমপক্ষে ৭ হাজার বৎসর জাহান্নামে থাকার উপযোগী হইবে এবং যদি কেহ মাওলার প্রেমে মত্ত হইয়া বেলা এখতিয়ার (অনিচ্ছাকৃতভাবে) চিখ দেয় অথবা হাত-পা আছড়ায়, তবে সে আল্লাহর ওলী- তাহাকে কেহ এনকার বা ঠাট্টা করিলে তাহার উপর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাকের গজব অবতীর্ণ হইবে। আল্লাহর ফজলে মোমেনকে মৃত্যুর পরে কবরে রাখা মাত্র তাহার কলব হইতে এক প্রকার নূর প্রকাশ হইয়া কবর আলোকিত হইয়া যাইবে এবং কবর একটি ফল-ফুলের বাগানে পরিণত হইয়া যাইবে। যেমন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান-

اَلْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ -

অর্থাৎ "মোমেনের জন্য কবর একটি বেহেশতের টুকরা, বাগান মাত্র।

ওহে মোমেনগণ, যদি শান্তি লাভ করিতে চান, তবে চারি তরীকার মধ্যে যে কোন তরীকার অন্তর্ভুক্ত হইয়া আল্লাহর মহব্বত অর্জন করিয়া কবরে যান। যাহারা দ্বীন ইসলামী জারী করার জন্য কাফেরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া যুদ্ধের ময়দানে শাহাদাত বরণ করেন এবং যেই সকল তালেবে এলেম দ্বীন শিক্ষা করার অবস্থায় এন্তেকাল করেন এবং যেই ব্যক্তি হক্কানী পীরের কাছে মুরীদ হইয়া মারেফত অর্জন করার জন্য আখেরী মোশাহাদার ছবক নেওয়ার আশায় ছবক রপ্ত করিতে করিতে এন্তেকাল করেন। আমার পীর সাহেব কেবলা ফরমাইয়াছেন, এই তিন সম্প্রদায় শহীদী দরজা পাইবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আল্লাহ্ পাক ফরমান-

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ۔ بَلْ اَحْيَاءٌ
وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ۔

"যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুবরণ করে, তাহাকে মুর্দা বলিও না, বরং সে জীবিত, কিন্তু তোমরা তাহা অনুভব করিতে পার না।" এই জামানায় তিন দরজা বাকী রহিয়াছে, অর্থাৎ- কুফরের সঙ্গে জেহাদ করা ও হক্কানী পীরের কাছে মুরীদ হইয়া এলমে মারেফত শিক্ষা করা এবং মাদ্রাসায় গিয়া এলমে দ্বীন শিক্ষা করা। খুব চিন্তা করিয়া দেখুন, তালেবে

এলেমগণ ওস্তাদের ছোহবতে থাকিয়া ইসলামী তরীকা মতে চলিতে পারে, কিন্তু আওয়াম (সাধারণ) লোক তাহাদের উপায় কি? তাহারা পীরের অনুকরণ করিয়া চলার সুযোগ পাইতেছেন। যেই আওয়ামের হক্কানী-কামেল পীর নাই বা কোন হক্কানী আলেমের সংস্রবে যায় না, তাহার পীর একমাত্র শয়তান। তাহার অবস্থা কি হইবে তাহা চিন্তা করিলেই কিছু বুঝা যায়। কোন বুজুর্গ বলিয়াছেন-

مَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْخٌ فَشَيْخُهُ الشَّيْطَانُ

"যেই ব্যক্তির পীর নাই তাহার পীর শয়তান।" আফসোস সুপথ ছাড়িয়া কুপথগামী হইয়া কবরে যাওয়ার চাইতে বদ নছিব আর কি হইতে পারে? হযরত বড় পীর কুতবে রব্বানী সাহেব ফরমান-

گر ہوائے ایں سفر داری دلا
دامن راہبر بگیر وپس بیا

অর্থাৎ- যদি তুমি আল্লাহ্ পাকের প্রেমের রাস্তায় অগ্রসর হইতে চাও, তবে এই পথের এক পথিকের দামান ধরিয়া চলিতে থাক।

আরও ফরমাইয়াছেন-

بے رفیقے ہر کہ شد در راہ عشق
عمر بگذاشت ونشد اگاہ عشق

"যেই ব্যক্তি সাথী (পথ প্রদর্শক) ছাড়া এশকের রাস্তায় চলিবে, সে জীবন শেষ করিয়া দিবে, কিন্তু এশক হাছেল করা তো দূরের কথা, এশকের সন্ধানও পাইবে না।"

টীকা : আসলে উপরের এই ছন্দ দু'টি বাবা ফরীদুদ্দীন আত্তার (র)-এর ছন্দ।

মাওলানা রুমী সাহেব ফরমাইয়াছেন-

خود بخود مولانا روم ہرگز نہ شد
تاغلام شمس التبریزی نہ شد

"আমি মাওলানা রুমী যতক্ষণ পর্যন্ত শামছুত্তাবরীজীর গোলাম না হইয়াছি, ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই ছিলাম না এবং আমার এলেম বেকার

ছিল।" যেমন, সোনায় সোহাগা না দেওয়া পর্যন্ত আগুনে দিলেও তাহা গলে না, তেমনি পীরে কামেলের দোয়া ও তাওয়াজ্জুহ কলবে না পড়িলে ঐ কলব গলে না। পীরের তাওয়াজ্জুহ কলবে পড়ামাত্র দেল মোমের মত গলিয়া যায়, ফলে ঐ কলব হইতে দুনিয়ার সমস্ত লোক উপকৃত হইতে পারে। ওগো আল্লাহর প্রেমিকগণ, পূর্ব জমানার লোক আল্লাহ্ পাকের মহব্বত অর্জন করার জন্য বহু পীরের কাছে মুরিদ হইতেন। মাওলানা কারামত আলী মরহুম সাহেব "নূরুন-আলা-নূর" কিতাবে লিখিয়াছেন, আমাদের ইমাম সাহেব যাহার অসংখ্য হাদীস মুখস্থ ছিল, তাঁহার চারি হাজার এলমে শরীঅত ও এলমে মারেফতের ওস্তাদ ছিলেন। একাধিক পীর গ্রহণ করা সম্পর্কে তিনি "জখিরায়ে কারামত" কিতাবের হিস্‌ছায়ে দুয়মের ৩০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছে—

اس طریق میں پیری اور مریدی طریقہ سکھلانے اور سیکھنے سے ہوتی ہے کلاہ اور شجرہ سے نہیں جیسا کہ اکثر مشائخ کے طریقہ میں رسم ہو گئی ہے ۔ یہانتک کہ ان لوگوں میں سے جو متاخرین ہیں سوانہوں نے پیری اور مریدی کو شجرہ اور کلاہ پر منحصر کر لیا ہے اس سبب سے وہ لوگ کے پیرکا ہونا تجویز نہیں کرتی ہیں ۔

এলমে মারেফতের মধ্যে পীর মুরীদী শুধু তরীকা শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষা নেওয়ার দ্বারাই হইতে থাকে, (অর্থাৎ, যিনি তরীকা শিক্ষা দিবেন, তিনি পীর এবং যিনি তরীকা শিক্ষা করিবেন তাহাকেই মুরীদ বলা হয়) শুধু টুপি এবং শাজরাহ প্রাপ্ত হইলেই পীর নহেন এবং তিনি কেতাব মতে পীর হইতে পারেন না। কিতাব মতে পীর হইতে হইলে তাহার মধ্যে যোগ্যতা থাকিতে হইবে এবং তাহার উছিলায় বহু লোক হেদায়েত পাইতে হইবে। শুধু পীর বাবার টুপি ও খেলাফত দ্বারাই পীর হওয়া চলে না। এমন কি শেষ জামানায় অর্থাৎ, এখনকার সময় পীরগণ পীর মুরীদীকে খেলাফতনামা এবং টুপির উপর সীমাবদ্ধ করিয়াছেন এবং এজন্যই তাহারা একাধিক পীরের হাতে বয়াত হওয়াকে নাজায়েয বলিয়া থাকেন।" কারণ,

একাধিক পীরের কাছে মুরিদ হওয়া জায়েয থাকিলে তাহাদের ধোঁকার জালে আটক করিয়া দুনিয়া অর্জন করা সম্ভব হইবে না। মোটকথা, একাধিক পীরের কাছে মুরীদ হওয়া জায়েয থাকা সত্ত্বেও টাল বাহানা করিয়া তাহারা লোককে ফাঁকি দিতেছে, যাহাতে তাহার রাজত্ব ছুটিয়া না যায়। মাওলানা সাহেব উক্ত কিতাবের ৩০ পৃষ্ঠায় আরও লিখিয়াছেন

بلکہ پہلے پیر کے حین حیات میں اگر کوئی طالب اپنی رشد اور ہدایت کو دوسری جگہ دیکھے تو اسکے واسطے درست ہے کہ پہلے پیر سے انکار نہ کرکے دو سرے پیر کو اختیار کرے ۔

"যদি কোন মুরীদ তাহার পীরের জীবিত অবস্থায় নিজের হেদায়াতের উজ্জ্বল আলো অন্য কোথাও দেখেন, তবে তাহার জন্য ইহা দুরস্ত আছে যে, প্রথম পীরকে এনকার না করিয়া অন্য পীরের বয়াত হইয়া তাহার তরীকা মশ্‌ক করিতে থাকিবেন।" উক্ত কিতাবের ৩১ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন—

اور حضرت مرشد برحق سے ایك شخص نے کہا دو تین پیر سے جو لوگ بیعت کرتے ہیں تو قیامت کے روز پیر لوگ اسکو اپنی اپنی طرف کھینچ کرکے مرید کو چیر پھاڑ دینگے ؟ تب حضرت نے فرمایا کہ قیامت کے روز پاؤں پھسلنے کا وقت ہے چیر پھاڑ کرنے کا وقت نہیں ہے اور جب کسی کا پاؤں پھسلتا ہے تب اگر ایك ادمی اسکا ہاتھ تھام لیتا ہے تو اسکو بڑی قوت ہو جاتی ہے اور اگر دو تین ادمی اسکا ہاتہ تھام لیتے ہیں تو اور بھی زیادہ قوت ہو جاتی ہے ۔ سبحان اللہ کیا خوب جواب دلچسپ فرمایا ۔ سچ ہے قیامت کے روز ایسا ہی ہے اور مرشدوں سے بلاشبہ دستگیری کی امید ہے اللہ تعالی کے حکم سے ۔ اللہ تعالی

مریدونکا اعتقاد پیروں سے درست رکھے (امین)

অর্থাৎ, "হযরত মাওলানা সাহেব একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, "একদা আমার পীর মাওলানা সৈয়দ আহমদ সাহেব–এর কাছে কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হুজুর! যে সব লোক দুই তিন পীরের কাছে মুরীদ হন, কেয়ামতের দিন পীরগণ ঐ মুরীদকে আপন আপন দিকে টানাটানি করিয়া ছিড়িয়া ফেলিবে নাকি? তখন হযরত উত্তর করিলেন, কেয়ামতের দিন পা পিছলাইয়া যাওয়ার দিন, টানাটানি করিয়া ছিড়িয়া ফাড়িয়া ফেলিবার দিন নহে। যখন কোন ব্যক্তির পা পিছলাইয়া যায়, তখন একা এক ব্যক্তি হাত ধরিয়া তাহাকে সাহায্য করিলে তাহার খুব শক্তি হয়, কিন্তু যখন দুই-তিন ব্যক্তি তাহার হাত ধরে, তখন তাহার শক্তি আরও বাড়িয়া যায়। মাওলানা কারামত আলী মরহুম সাহেব এই কথার উত্তরে বলেন, ছোবাহানাল্লাহ! কি সুন্দর দেল আকর্ষণীয় উত্তর দিয়াছেন। সত্যই কেয়ামতের অবস্থা এইরূপই হইবে এবং আল্লাহ্‌র হুকুমে সেই দিন নিঃসন্দেহে পীরগণ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশা করা যায় এবং তিনি দোয়া করিয়া বলেন, আল্লাহ পাক হক্কানী পীরদের উপর মুরীদদের এতেকাদ ঠিক রাখুন।" শর্ষিণার মরহুম পীর শাহ্‌ছুফি মাওলানা নেছার উদ্দীন সাহেবের এজাযতে ১৩৩০ সনের ২৫ শে ফাল্গুনে ছাপান "পীর-মুরীদ" নামক কিতাবে একের অধিক পীর ধরা যায় কিনা এই সম্পর্কে লিখা হইয়াছে–

যত ইচ্ছা তত পীর পারিবা ধরিতে।
এসব মুরীদের ইচ্ছা, ক্ষতি কি কাহার?
শাগরেদ-ওস্তাদ কত পারে বদলিতে?
কারো কোন ক্ষতি নাই দেখ এ ভবেতে।

প্রাণের বন্ধুগণ, যদি হক্কানী পীর পাইয়া তাহার ছবক নিয়া থাকেন এবং পীর হইতে মুরীদগণ যে ফয়েজ পায় তাহাও যদি পাইয়া থাকেন, তবে আপনার জন্য অন্য পীরের কাছে মুরীদ হওয়ার দরকার করে না। অবশ্য ইহাকে নাজায়েয বলার কাহারও সাধ্য নাই। (ফয়েজ কাহাকে বলে তাহা লেখা হইবে ইনশাআল্লাহ্)।

পীরের কাছে মুরীদ হওয়ার উপকারিতা কি?

হযরত থানবী (র) সাহেব লিখিয়াছেন, কোন এক দেশে একজন কাফন চোর ছিল। (মুর্দারের কাফন কবর থেকে নেওয়াকে কাফন চুরি বলে)। ঐ দেশে একজন কামেল ওলিআল্লাহ্ বাস করিতেন। একদা কাফন চোর তাহার সম্মুখ দিয়া রওয়ানা করিলে হুজুর তাহাকে ডাকিয়া একশত টাকা তাহার হাতে দিলেন। চোরা জিজ্ঞাসা করিল, হুজুর ইহা কিসের? হুজুর উত্তর দিলেন, বাবা তোমার অভ্যাস কাফন চুরি করা তাই আমি তোমাকে অগ্রিম একশত টাকা দিলাম এই জন্য যে, তুমি আমাকে যেন কবরে উলঙ্গ করিয়া না ফেল। কারণ, দুনিয়াতে বসিয়া কখনও ফরয তরক করি নাই। আমার লজ্জাবোধ হইতেছে যে, তুমি যদি আমাকে কবরে উলঙ্গ করিয়া রাখ এবং ফেরেশতাগণ আমাকে এই অবস্থায় দেখিতে পায়, তবে ইহা আমার সহ্য হইবে না তাই– তোমাকে এহেন কাজ হইতে বিরত থাকার জন্য নগদ একশত টাকা দিলাম। এই টাকার কথা স্মরণ করিয়া আমাকে উলঙ্গ করিবা না। চোর বলিল, হুজুর কি বলেন? অন্যদের সাথে যাহা ইচ্ছা তাহাই করি বলিয়া কি আপনার সঙ্গেও বেয়াদবি করিব? দরবেশ সাহেব বলিলেন– বাবা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যদি পাহাড় এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরিয়া যাওয়ার কথা শুনিলে তাহা বিশ্বাস করিও কিন্তু একটি দুষ্ট লোকের চরিত্র সংশোধনের কথা শুনিলে তাহা বিশ্বাস করিও না– তাই বাবা, তোমাকে এই টাকা দিলাম, তুমি আমাকে উলঙ্গ করিবা না। দরবেশ সাহেব এন্তেকাল করিলেন। রাত্রে কাফন চোরা আর ঘুমাইতেছে না। স্ত্রী কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর করিল, দরবেশ সাহেব-এর কাফন না আনা পর্যন্ত আমার স্বস্তি নাই, ঐ কাপড় বেহুদা নষ্ট হইয়া যাইবে। স্ত্রী ঐ টাকার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলেন, এহেন কাজ থেকে বিরত থাকার জন্যই তো ঐ টাকা দিয়াছিলেন, তাহার পরও আপনি ফিরিবেন না? চোরা স্ত্রীর কথা না মানিয়া খোন্তা-কোদাল নিয়া রওয়ানা হইল। অতঃপর কবর খুড়িয়া কাফন খুলিতে আরম্ভ করিল। ছিনা পর্যন্ত খোলা মাত্রই দরবেশ সাহেব চোরের হাত ধরিয়া বসিলেন। গভীর অন্ধকার রাত্রে মুর্দার হাত ধরিয়া বসার ফলে ঐ ব্যক্তি ভয়ের চোটে চিৎকার মারিয়া বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া

মারা যায়। দরবেশ সাহেব ঐ রাত্রে তাহার এক খলীফাকে স্বপ্নযোগে বলিলেন যে, আমার কবরে শায়িত চোরকে তুমি গোসল দিয়া আমার পার্শ্বে দাফন দাও। স্বপ্নের ভিতরে খলীফা সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, হুজুর! আপনি টাকা দেয়া সত্ত্বেও যখন চোর এই কাজ থেকে ফিরে নাই তখন তাহাকে এত সম্মান করার আবশ্যক কি? দরবেশ সাহেব বলিলেন– বাবা, আমার বড় চিন্তা হইল যে, কাফন চোরের হাত আমার হাতের সঙ্গে লাগিয়াছে, এখন কেয়ামতের দিবস ওকে ছাড়িয়া আমি কেমনে পুলছেরাত পার হইয়া যাইব? ওগো প্রাণের বন্ধুগণ, আল্লাহর ওলীর হাতের সঙ্গে হাত লাগার কারণে যদি একটি চোরের মুক্তি হওয়ার আশা করা যায়, তবে হক্কানী পীরের কাছে মুরীদ হইলে আপনাদের জন্য কতদূর ফায়দা হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিয়া দেখুন। মাওলানা রুমী (র) ফরমাইয়াছেন–

اگر خواهی هم نشینی با خدا

گو نشیند در حضور اولیاء۔

"ওহে প্রেমিক! তুমি যদি চাও যে, মাওলার সঙ্গে বসিবে, তবে তুমি যে কোন এক আল্লাহর ওলীর সম্মুখে বসিয়া যাও। যতক্ষণ আল্লাহর ওলীর কাছে থাকিবে, ততক্ষণ ইয়াকীন করিবে যে, তুমি আল্লাহর সঙ্গে বসা আছ।" মাওলানা রুমী (র) আরও ফরমান–

در حقیقت گشتی دور از خدا

گر شوی دور از صحبت اولیاء۔

"হে প্রেমিক! জানিয়া রাখিও, যখন তুমি কোন ওলীর মজলিস থেকে জুদা হইবে, তখন তুমি আল্লাহ থেকে জুদা হইবে।" প্রেমিকগণ, খুব চিন্তা করিয়া দেখুন, দুনিয়া থেকে চলিয়া গেলে তখন দুনিয়ার কেহই সঙ্গী হইবে না। যদি আল্লাহর পাকও তখন সঙ্গী না হন, তবে উপায় কি? তাই সর্বদা আল্লাহর সঙ্গী হইবার চেষ্টা করিবেন। অর্থাৎ, ওলীদের ছোহবতে থাকিয়া তাঁহার মহব্বত অর্জন করিবার চেষ্টায় থাকিবেন। কারণ, ওলী লোকের ছোহবত ছাড়া আল্লাহ পাকের মহব্বত হাছেল করা খুবই কঠিন। তবে ইহা বলি না যে, দুনিয়ার কাজ-কর্ম, সংসার ইত্যাদি সব ছাড়িয়া দিয়া আল্লাহর

মহব্বত অর্জন করুন। কেননা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান–

لِىْ مَعَ اللّٰهِ وَقْتٌ لَا يَسْتَغْنِىْ فِيْهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِىٌّ مُرْسَلٌ

অর্থাৎ, "আল্লাহ পাকের সঙ্গে যখন আমি মিলিত হই তখন কোন সম্মানিত ফেরেশতা বা প্রেরিত নবীও আমার কাছে আসিতে পারে না। প্রেমিক যখন আল্লাহর মহব্বতে গরক হইয়া যান তখন তাহার অবস্থা কিরূপ হয়, সেই সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান–

لِسَانُهٗ لِسَانُ اللّٰهِ وَعَيْنُهٗ عَيْنُ اللّٰهِ وَقَلْبُهٗ قَلْبُ اللّٰهِ۔

"প্রেমিক যখন আল্লাহর নূরে ফানা হইয়া যায়, তখন তাহার মুখ আল্লাহর মুখ এবং তাহার দৃষ্টি আল্লাহর দৃষ্টি এবং তাহার দেল আল্লাহর দেল হইয়া যায়। মোদ্দাকথা, আল্লাহর প্রেমিকগণ যখন জিকির করিতে করিতে আল্লাহর নূরের মধ্যে গরক হইয়া যায়, অর্থাৎ, রূহ নূরের মধ্যে মিলিয়া যায়, তখন তাহার জিহ্বা তাহার অধীনে থাকে না, বরং আল্লাহ পাক যাহা পছন্দ করেন, তাহাই তিনি বলেন। অনুরূপ তাহার চক্ষুও তাহার অধীনে থাকে না আল্লাহ পাক যেই জিনিস দেখা পছন্দ করেন তাহাই ঐ চক্ষে দেখে এবং আল্লাহ পাকের কুদরতের দিকেই তাকাইতে থাকে। এমনিভাবে, তাহার কলবও মা'বুদের দিকে ফিরিয়াই থাকে। ঐ সময়ই সাধারণতঃ অজদ, গালাবা ইত্যাদি হালাত হইতে থাকে। হযরত মাওলানা থানভী (র) ফরমাইয়াছেন– যখন আল্লাহর প্রেমিকগণ আল্লাহর নূরের মধ্যে গরক হন, তখন তাহাদের মধ্যে ২১ প্রকার হালাত হইতে পারে। দুনিয়ার শারীরিক মানুষকে দেখিয়া যদি শরীরের ভিতর বিভিন্ন হালাত সৃষ্টি হইতে পারে, তবে রূহের মাশুক আল্লাহ পাকের নূরের আবির্ভাবে রূহের ভিতর বিভিন্ন হালাত হইতে পারিবে না কেন? যদি কোন ব্যক্তির শরীঅত ঠিক থাকে আর সেই ব্যক্তিকে নামাযে বা ওয়াজের মাহফিলে অথবা জিকিরের অবস্থায় চিৎ মারিতে দেখেন অথবা হাত পা আছড়াইতে দেখেন, তবে নিশ্চয়ই মনে করিবেন যে, তাহার রূহ মাশুকের সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলিতেছে। তাহাকে কেহ হিংসা করিবেন না, করিলে ভীষণ বিপদে পড়িয়া যাইবেন। হযরত ইমাম গাজ্জালী (র) ফরমাইয়াছেন, যদি তোমার কোন

হালাত না হয়, তবে যাহার হইতেছে তাহার কাছে বসিয়া যাও। কারণ, ঐ অবস্থায় মাবুদ ঐ ব্যক্তির প্রতি খাছ নজরে তাকাইয়া থাকেন। তাই হয়ত ঐ নজরের অংশ তোমার প্রতিও পড়িতে পারে। হযরত মাওলানা কারামত আলী মরহুম সাহেব ফরমাইয়াছেন, এই সব হালাত সত্যিই যাহার হয়, তিনি আল্লাহর অলী। তাহাদেরকে কেহ হিংসা, ঠাট্টা করিবেন না। কেননা, হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ পাক ফরমান–

مَنْ عَادٰى لِىْ وَلِيًّا اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ

অর্থাৎ, "আমার ওলীদের সঙ্গে যে ব্যক্তি দুশমনী করিবে, তাহাকে আমার সঙ্গে যুদ্ধ কারার আদেশ দিতেছি।" এই দলিলখানা যাদোত্তাকওয়া কিতাব হইতে লওয়া হইয়াছে। আমার পীর ক্বারী ইব্রাহীম সাহেব ফরমাইয়াছেন– যদি কেহ লোককে দেখাইবার জন্য উক্ত হালের ভান করে তবে, তাহার জন্য কমপক্ষে সাত হাজার বৎসর জাহান্নাম। আর যদি কাহারও বে-এখতিয়ারীতে খোদার মহব্বতে ইহা হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি আল্লাহর ওলী"। প্রেমিকগণ খুব লক্ষ্য করিয়া দেখুন, প্রত্যেক জিনিসের একটি তাছির আছে, যেমন পানির তাছির ঠান্ডা, অগ্নির তাছির গরম। অগ্নির ভিতরে হাত দিলে যদি গরম অনুভব করেন অস্থির হইতে পারেন, তবে আল্লাহর প্রেমিকগণ যখন আল্লাহর নূরের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন তাহাদের অজদ হাল কেন হইতে পারিবে না? মাওলানা মোছলেহ উদ্দীন সিরাজী ফরমাইয়াছেন–

مکن عیب درویش حیران ومست
که غرقست ازاں میزنند پا و دست

তোমরা কখনও এমন দরবেশগণকে দোষারোপ করিও না, যাহারা আল্লাহ্ পাকের নূরের মধ্যে গরক হইয়া হয়রান ও পেরেশান অবস্থায় হাত পা আছড়াইতেছেন। তিনি আরও ফরমান–

شتر را چوں شور وطرب دو سرست
اگر آں کمیں را نباشد خرست

"মরুভূমির বুকে উট চালকগণ আরবী ভাষায় আল্লাহর প্রেমের বয়ান করিতে করিতে উট চালাইতে থাকে এবং উট সকল ঐ প্রেমের বয়ান শুনিয়া অতি জযবার সহিত চলিতে থাকে। এই মেছাল দ্বারা শায়ের ইহাই বুঝাইতে চান যে, উট যদি মাওলা পাকের এশ্কের বয়ান শুনিয়া জোশের সহিত পা চলিতে পারে, তবে যেই মানুষের মধ্যে এশকের নূর শুনিয়া জোশ পয়দা না হয় সে তো মানুষ নয় বরং গাধার সমান।

نه طفل زآتش ندارد خبر
نگاه دار رمزش مادر سرور

অর্থাৎ, শিশু সন্তান যেইরূপ আগুন-পানির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া শুধু খেলিতে থাকে এবং মা সর্বদা তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখে, তদ্রূপ আল্লাহ্ পাক তাহার প্রেমিক বান্দাদের প্রতি সর্বদা চাহিয়া থাকেন।

হযরত ইমাম ফখরুদ্দীন (র)-এর একটি নকল

বন্ধুগণ! মাওলানা রূমী (র)-এর বর্ণিত নিম্নলিখিত একটি নকল সর্বদা স্মরণ রাখিবেন। ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী নামে এক ব্যক্তি বড় আলেম ছিলেন। একদা তাহার মনে মুরীদ হওয়ার ইচ্ছা হইল, কিন্তু মনঃপূত কামেল পীর পাইতেছিলেন না। পরে বহুদূরে এক পীর সাহেবের সন্ধান পাইয়া তাহার দরবারে হাজির হইলেন। তাহার অবস্থা দেখিয়া খাঁটি পীর বলিয়া তাহার নিকট পছন্দ হইল। মাওলানা সাহেব খাছ সময়ে হুজুরের দরবারে উপস্থিত হইয়া মুরীদ হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। হুজুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমার নাম ফখরুদ্দীন রাজী। পীর সাহেব বলিলেন, আপনি কি ইমাম ফখরুদ্দীন? যাহার সমকক্ষ কোন আলেম বর্তমানে নাই। তিনি বলিলেন, জি হাঁ, আমিই সেই অধম। পীর সাহেব বলিলেন– "বাবা! এক কাজ করুন, এক বৎসর যাবৎ কিতাব দেখা বন্ধ করিয়া দেন, তাহাতে যতটুকু জায়গা খালি হইবে, ঐখানে কিছু এলেমে মারেফত রাখিতে চেষ্টা করিবে। অতঃপর মাওলানা সাহেব জঙ্গলের ভিতর গিয়া কয়েকটি পুরাতন মসজিদে বসিয়া কাগজ কলম লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন। পীরের আদেশ মতে কোন কিতাব দেখিলেন না। এক বৎসর

পরে পীর সাহেবের দরবারে হাজির হইয়া তিনি বলিলেন, "আপনার আদেশ অনুযায়ী কোন কিতাব দেখি নাই। হুজুর বলিলেন, তবে এত দীর্ঘদিন কি করিয়াছেন। বলিলেন, হুজুর কিছু লিখিয়াছি। হুজুর বলিলেন– কি লিখিয়াছেন, আমাকে দেখান। হুজুরের কথামত সেই লেখা হুজুরের সম্মুখে লওয়া হইলে উহা দেখিয়া তিনি অবাক হইয়া বলিলেন, "বাবা! এত বড় তাফসীর কিতাব না দেখিয়া লিখিয়াছেন, ইহাতে আপনার এলেম আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাই আপনাকে আমি মুরীদ করিতে পারিব না, আপনাকে আমি দোআ করি। প্রকাশ থাকে যে, মাওলানা সাহেব যেই কিতাব লিখিয়াছেন, তাহার নাম তাফসীরে কবীর, যাহার মূল্য এখন দুই তিন হাজার টাকার কম নহে। ইহা মাওলানা সাহেবের গভীর এলেমেরই পরিচায়ক। মাওলানা সাহেব এই কথা শুনিয়া দুঃখিত মন নিয়া রওয়ানা করিলেন এবং চিন্তা করিলেন যে, মৃত্যুর সময় যখন শয়তান ঈমান লুটিবার জন্য আসিবে, তখন পীর ছাড়া উপায় নাই, পীর সাহেব তো আমাকে মুরীদ করিলেন না– এখন আমার উপায় কি? এ কথা ভাবিয়া তিনি শয়তানের সঙ্গে তর্ক করার জন্য এক হাজার দলিল যোগার করিলেন এই বিষয়ের উপর যে, আল্লাহ এক। ইমাম সাহেবের মৃত্যুর সময় শয়তান আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইমাম সাহেব, আল্লাহ কয়জন? ইমাম সাহেব বলিলেন, একজন। শয়তান বলিল, না, বরং দুইজন–জমীনে একজন এবং আসমানে একজন। ইমাম সাহেব বলিলেন–

(আম্বিয়া : ২২) لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا

"আসমান -জমিনে দুই আল্লাহ হইলে সব কিছুতে ঝগড়া বাঁধিয়া সমস্ত কিছু বিনষ্ট হইয়া যাইত। এইরূপ দুইজনের মধ্যে তর্ক বিনিময় হইতে থাকে। অবশেষে মাওলানা সাহেবের এক এক করিয়া এক হাজার দলিল শেষ হইয়া গেল। এখন ইমাম সাহেব এমন বিপদে পড়িলেন যে, বাধ্য হইয়া শয়তানের কাছে পরাজয় স্বীকার করিয়া ঈমান হারানোর সম্ভাবনা দেখা দিল। এই সময় ঐ পীর সাহেব বদনা হাতে নিয়া ওজু করিতেছিলেন। তিনি ইমাম সাহেবের এই ভয়ানক অবস্থা দেখিতে পাইলেন। অতঃপর পীর সাহেব ইমাম সাহেবের বাড়ীর দিকে কিছু পানি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী, তুমি শয়তানকে বলিয়া দাও, বিনা দলিলে আল্লাহ

পাক এক, তিনি এক হইবার জন্য কোন দলিলের দরকার হয় না। কয়েক মাসের রাস্তা দূর হইতে আল্লাহ পাকের রহমতে ঐ আওয়াজ ইমাম সাহেবের কর্ণে পৌছিবামাত্র ইমাম সাহেব বলিলেন, শয়তান এখান থেকে ভাগ এবং জানিয়া রাখ, বিনা দলিলে আল্লাহ এক। শয়তান এই কথা শুনিয়া এই বলিয়া চলিয়া গেল, তোমার ভাগ্য ভালো যে, একদিন কামেল পীরের কাছে গিয়া দোয়া নিয়াছিলা, নচেৎ তোমাকে বেঈমান করিয়া আমার সঙ্গে জাহান্নামে নিয়া যাইতাম। আল্লাহ পাকের রহমতে ইমাম সাহেব পীরের দোয়ার বরকতে কালেমা তাইয়্যেবা পড়িয়া ইহজগৎ ত্যাগ করিয়া আপন দেশে চলিয়া গেলেন। প্রিয় মোমেনগণ। এখন চিন্তা করিয়া দেখুন যে, পীরে কামেল ছাড়া ঈমান নিয়া যাওয়া কতটুকু সম্ভব! পীর বিহনে শুধু এলমে জাহের শিক্ষা করিয়া ঈমান নিয়া যাওয়া যে অসম্ভব– ইহার উপরই মাওলানা রুমী (র) এই মেছাল দিয়াছেন এবং বলিয়াছেনঃ

گر باستدلال کار دین بودے

فخر رازی راز دار دین بودے

অর্থাৎ, "যদি শুধু এলমে জাহিরী দ্বারা ঈমান নিয়া কবরে যাওয়া সম্ভব হইত, তবে ইমাম রাজীই পারিতেন।" যখন তিনিই পারিলেন না, তখন আমাদের অবস্থা কি? খুব স্মরণ রাখিবেন, পীর বিহনে শুধু এলমে জাহের শিখিলে চলিবে না।

আল্লাহ পাক ফরমান–

(তাওবা : ১৯৯) وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

অর্থাৎ, "হে আমার বান্দারা! তোমরা সাচ্চা বান্দাগণের সঙ্গী হইয়া যাও।" যে ব্যক্তি হক্কানী পীরের কাছে মুরীদ হইয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই সাচ্চা লোকের সঙ্গী হইয়াছেন এবং কিয়ামতের দিন তাহার সঙ্গী হইয়া উঠিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

আল্লাহ পাক আরও ফরমান–

(লোকমানঃ ১৫) وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ

অর্থাৎ, এমন ব্যক্তির অনুকরণ কর, যে আমার দিকে রুজু হইয়াছে।

পীর মুরীদ সম্পর্কে প্রশ্ন ও জওয়াব

প্রশ্ন ঃ হুজুর! কেহ কেহ বলেন যে, মুরীদ হওয়ার অর্থ পীরের নিকট নিজেকে নিজে বিক্রি করা। একটা গরুকে যেইরূপ বিক্রি করার পরে দ্বিতীয়বার বিক্রি করার অধিকার থাকে না, তদ্রূপ এক পীরের কাছে মুরীদ হওয়ার পরে দ্বিতীয় পীরের মুরীদ হওয়া যায় না। ইহা যেমন গরুর রশি ছাড়িয়া যাওয়া? কিতাবে এইরূপ কিছু লিখা আছে কিনা? এবং খাঁটি দেলে কামেল পীরের কাছে মুরীদ হইলে আল্লাহ পাকের কতটুকু রহমতের আশা করা যায়?

উত্তর ঃ এ প্রশ্নের জওয়াব পূর্ববর্তী ছুয়ালের জবাবেই হইয়াছে। তবে এখানে এতটুকু বলা আবশ্যক যে, মানুষ মানুষের কাছে বিক্রি হইতে পারে না। পূর্বে গোলাম খরিদ করার প্রথা ছিল, কিন্তু এখন কোন শহরেই এই প্রথা নাই। তাই মানুষের কাছে মানুষের বিক্রি হওয়া হারাম। পীরের কাছে মুরীদ হওয়ার অর্থ আল্লাহ পাকের কাছে মানুষের বিক্রি হইয়া যাওয়া। পীর সাহেব শুধু উছিলা মাত্র। বান্দা অসংখ্য গুনাহ করার ফলে আল্লাহ পাক তাহাকে কবুল করিতে চান না। পীর সাহেব আল্লাহ পাকের দরবারে অনুনয় বিনয় করিয়া ঐ বান্দার জন্য দোয়া করিবেন, যাহাতে তিনি কবুল করিয়া নেন। ঐ দোয়ার বরকতে আল্লাহ পাক তাহাকে কবুল করিয়া নেন। ঐ দোয়ার বরকতে আল্লাহ পাক তাহাকে কবুল করিয়া নিবেন বলিয়া আশা করা যায়। যদি আপনার ফসল আপনার গরুতে খায়, তখন উহাকে খোয়াড়ে না নিয়া দুই একটি পিটান দিয়া জমিনে বাধিয়া রাখেন। তদ্রূপ, যদি আল্লাহ পাক কাউকে কবুল করিয়া নেন, তবে ঐ বান্দা কোন গুনাহ করিলে তিনি তাহা মাফ করিয়া দেন। আল্লাহ তায়ালা আপন কালামে পাকের ভিতরে ফরমাইয়াছেন—

إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ . يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ . فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ وَمَنْ أَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهِ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ أَجْرًا عَظِيْمًا .

(ফাতাহ ঃ ১০)

অর্থাৎ ঃ "যাহারা আপনার হাতে বয়াত হইতেছে, নিশ্চয়ই তাহারা আল্লাহর কাছে বয়াত হইতেছে। তাহাদের হাতের উপর আল্লাহ পাকের হাত। এই বয়াতের পরে যাহারা ওয়াদা ভাঙ্গিবে, তাহাদের উপর এই ওয়াদা বঙ্গের পরিণাম (মুছীবত) পড়িবে, এবং যাহারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত ওয়াদা পূরণ করিবে, তাহাদেরকে আল্লাহ পাক শীঘ্রই উত্তম পুরস্কার দিবেন।"

এই আয়াতের মর্মে ইহাই বুঝা যায় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের আদেশ অনুযায়ী মুসলমানদেরকে বয়াত করিয়াছিলেন— নচেৎ আল্লাহ পাকের হাত তাহাদের হাতের উপর এই কথা কেন বলিবেন? প্রেমিকগণ, যখন হক্কানী পীরের হাতে বয়াত হইবেন, তখন ইয়াকীন করিবেন, আমি আল্লাহর হাতে বয়াত হইতেছি এবং আল্লাহ পাকের কাছে গুনাহর কাজ না করার ওয়াদা করিতেছি এবং যত গুনাহ করিয়াছি তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। জীবনে আর কখনও গুনাহের কাজ করিব না— এই নিয়তে হক্কানী পীরের হাতে বয়াত হইয়া রীতিমত ছবক আদায় করিতে থাকুন, ইনশাআল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতের বালা হইতে মুক্তি পাইবেন। অনেক মুসলমান ভাইগণ এই ভয় করিয়া মুরীদ হন না যে, ঠিক থাকিতে পারিব কিনা। কিন্তু কিতাবে লিখিত আছে যে, ইহাও শয়তানের ধোঁকা। কারণ, ঠিক থাকা আপনার কাজ নহে। বান্দার কাজ বান্দায় করিবে, মাওলার কাজ মাওলায় করিবেন। বান্দার কাজ, পীরের কাছে মুরীদ হইয়া রীতিমত ছবক আদায় করিতে থাকা। আল্লাহ পাককে ডাকিতে ডাকিতে যখন তিনি দেখিবেন যে, বান্দা আমাকে ছাড়িতেছে না, তখন দয়া করিয়া তিনি বান্দার গুনাহ খাতা মাফ করিয়া দুনিয়া আখেরাতে তাহার শান্তির বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন।

একদা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করিলেন, হে যাতে পাক! আমার মৃত্যুর পর আমার এতীম উম্মতের কি উপায় হইবে এবং আপনি তাহাদের উপর কতটুকু মহব্বত রাখিবেন? আল্লাহ পাক বলিলেন, আপনার এতীম উম্মতের জামিন আমি নিজে। আপন মা সন্তানের প্রতি যতটুকু মহব্বত রাখেন তাহার চাইতে ৭০ গুণ মহব্বত আমি আপনার এতীম উম্মতের উপরে রাখিব। আল হামদুলিল্লাহ। এখন আমাদের নিরাশ হওয়ার কারণ নাই, যদিও আমরা গুনাহ বহুত

করিয়াছি, তথাপিও খালেছ তওবা করিতে পারিলে আল্লাহ পাক তাহা নিশ্চয়ই মাফ করিয়া দিবেন। আমরা যদি এবাদত বেশী নাও করিতে পারি তবুও অন্ততঃ মাগরিব বাদ, না পারিলে এশার বাদ এবং ফজর বাদ যদি কমপক্ষে ২০ মিনিটও আল্লাহ্ পাককে ডাকিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক আমাদের উপর রহমতের নজর করিয়া হেদায়াত দান করিবেন। কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ্ পাক জিজ্ঞাসা করিবেন যে, বান্দা! তোমার স্ত্রী, পুত্র, ভাই- বন্ধু সবাইকে নিয়া বসিয়াছ, তাহাদের সহিত আলাপ করিয়া শান্তি অনুভব করিয়াছ কিন্তু আমি এত নেয়ামত দেওয়া সত্ত্বেও আমাকে নিয়া কখনও বস নাই। এখন আমাকে ডাকিও না, বরং তোমার স্ত্রী, পুত্র এবং বন্ধু-বান্ধবকে ডাক, তাহারা আজকে বিপদ থেকে তোমাকে রক্ষা করুক। তখন আমরা কি জওয়াব দিব? যেই ব্যক্তি ফরয, ওয়াজেব আদায় করার পরও দুই বেলা আল্লাহ্ পাকের স্মরণে লিপ্ত থাকেন, আল্লাহ্ পাক নিশ্চয়ই তাহাকে মাফ করিয়া দিবেন বলিয়া আশা করা যায়। কারণ, আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত দয়ালু, যাহা মানুষের বুঝে আসা সম্ভব না।

খাছ তওবার বয়ান

(ক) বনী ইসরাঈলের এক ডাকাতের ঘটনা

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন (যাহার মর্ম এই)- বনী ইসরাঈলের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল ডাকাত। এমন কোন গুনাহ বাকী ছিল না যাহা সে করে নাই, প্রায় একশত খুন সে করিয়াছে। একদা তাহার অন্তরে আখেরাতের ভয় জাগিয়া উঠিল এবং নিজের মুক্তির উপায় খুঁজিতে লাগিল। তাই একদিন এক আলেম সাহেবের কাছে গিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, হুজুর না করিয়াছি এমন কোন গুনাহ নাই। খুন বহু করিয়াছি, এখন আমার মুক্তির কোন উপায় আছে কিনা? আলেম সাহেব বলিলেন, তোমার দোযখ ছাড়া উপায় নাই। ইহা শুনামাত্র ঐ ব্যক্তি তলোয়ার বাহির করিয়া মাওলানা সাহেবকে কতল করিয়া ফেলিল এবং এই বলিতে বলিতে চলিয়া গেল যে, যদি দোযখে যাইতেই হয়, তবে আরও পাপ করিয়া লই। কিন্তু আল্লাহর মর্জি কিছুদিন পরে তাহার খেয়াল আসিল যে, এমন একজন আলেমের কাছে যাই, যাহার বিতর এলমে মারেফত আছে, দেখি তিনি কি বলেন? বহু খোঁজ করার পর একজন আলেমের (বা-আমলের) সংবাদ পাইয়া সেখানে সে উপস্থিত হইল এবং নিজের অবস্থা জানাইয়া বলিল, হুজুর! এখন আমার কোন উপায় আছে কি? আমার মত পাপীকে আল্লাহ পাক কি মাফ করিবেন? হুজুর বলিলেন, বাবা! তোমার কোন ভয় নাই, খাছ তওবা কর, আল্লাহ্ পাক তোমার সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দিবেন। ঐ ব্যক্তি তখনই বলিল, হুজুর আমাকে তওবা করান। হুজুর তাহাকে তওবা করাইয়া নিজ দলের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবা! শরীঅতের মাছয়ালা মাছায়েল কিছু কি জান? সে বলিল, হুজুর আমি কিছুই জানি না। হুজুর বলিলেন, তোমার বাড়ীর কাছে কোন আলেম আছে কিনা? সে বলিল, কিছু দূরে অন্য গ্রামে একজন আলেম আছেন। হুজুর বলিলেনঃ বাবা! তুমি তাহার কাছে গিয়া কিছু মাছয়ালা- মাছায়েল শিক্ষা কর, পরে আমার কাছে আসিও। ঐ ব্যক্তি বাড়ি গিয়া কিছু খাওয়া-দাওয়া করিয়া আলেম সাহেবের কাছে যাওয়ার

জন্য রওয়ানা হইল। পথিমধ্যে আজরাঈল আলাইহিচ্ছালাম, আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, তোমার হায়াত শেষ হইয়াছে, এখন এক মুহূর্তও অপেক্ষা করা যাইবে না। ইহা বলিয়া আজরাঈল (আ) তাহার জান কবজ করিয়া নিলেন। অতঃপর ঐ ব্যক্তির রূহ দোজখে নেওয়া হইবে, না বেহেশতে নেওয়া হইবে ইহা নিয়া বেহেশতের ও দোযখের ফেরেশতাদের মধ্যে ঝগড়া বাঁধিল। দোযখের ফেরেশতাগণ বলিতে লাগিলেন, এই ব্যক্তি পাপ ছাড়া নেক কখনও করে নাই, অতএব সে দোযখের উপযোগী। বেহেশতের ফেরেশতাগণ দাবী করিলেন যে, এই ব্যক্তি তাওবা করিয়া এলেম শিক্ষা করার জন্য রওয়ানা হইয়াছে, তাই তাহার রূহ আমরা বেহেশতে নিয়া যাইব। এইরূপ ঝগড়া চলিতে লাগিল।

শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হইল যে, আল্লাহ পাকের কাছে জিজ্ঞাসা করা হউক। আল্লাহ পাকের কাছে জিজ্ঞাসা করিলে, আল্লাহ পাক জিব্রাঈল (আ)-কে আদেশ দিলেন যে, মাপিয়া দেখ, ঐ ব্যক্তি যেইখানে এন্তেকাল করিয়াছে সেইখান থেকে তাহার নিজ বাড়ী দূরে, না আলেম সাহেবের বাড়ী দূরে। যদি আলেম সাহেবের বাড়ী তাহার বাড়ীর চাইতে দূরে হয়, তবে তাহাকে দোযখে নিবা, নচেৎ বেহেশতে নিবা।

আসলে ঐ ব্যক্তি যেইখানে এন্তেকাল করিয়াছিলেন, সেইখান থেকে নিজ বাড়ী অপেক্ষা আলেম সাহেবের বাড়ী দূরে ছিল। আল্লাহ পাকের রহমতের প্রতি লক্ষ্য করুন– আল্লাহ পাক একদল ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিলেন যে, ঐ বাড়ীর দিকের জমি লম্বা করিয়া দাও। ফলে জিব্রাঈল (আ) আল্লাহ পাকের আদেশ অনুযায়ী জমিন মাপিয়া দেখিলেন যে, তাহার বাড়ীর তুলনায় আলেম সাহেবের বাড়ী কাছে। তাই তিনি আরজ করিলেন, হে পরওয়ারদেগার ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর জায়গা হইতে আলেম সাহেবের বাড়ী অপেক্ষা নিজ বাড়ী দূরে। অতঃপর আল্লাহ পাক ফয়সালা দিলেন যে, এই বান্দা আমার পথের দিকে বেশী অগ্রসর হইয়াছে, তাই বেহেশতের ফেরেশতাগণ এই বান্দাকে বেহেশতের টুকরা ইল্লীনে নিয়া যাও।

বন্ধুগণ লক্ষ্য করুন! আল্লাহ পাকের রহমত কত বেশী। যদি আমরা খাছ তওবা করিয়া আল্লাহ পাকের দরবারে রুজু হইতে পারি, তবে নিশ্চয়ই এইরূপ রহমত পাওয়ার আশা করিতে পারিব। তওবাকারী ও তালেবে

এলমের উপর আল্লাহ তাআলার কতটুকু দয়া ও মহব্বাত তাহা এই ঘটনা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়। সমস্ত জীবন গুনাহ করা সত্ত্বেও তিনি এই ব্যক্তিকে তওবা করার কারণে বেহেশতে দাখেল করিয়া দিলেন। আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ۔ عَسٰى رَبُّكُمْ
اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ ۔

(তাহরীম ঃ ৮)

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমারা আল্লাহ্‌র কাছে খালেছ তওবা কর। তবে অতি শীঘ্রই তোমাদের রব তোমাদের গুনাহ মাফ করিয়া দিবেন, আর তোমাদিগকে জান্নাতে দাখেল করিবেন।

(খ) নছুহার কেচ্ছা

আমার পীর সাহেব কেবলা নিম্নলিখিত কেচ্ছা বয়ান করিয়া ফরমাইয়াছেনঃ দেখ, খাছ তওবা করিলে আল্লাহ পাক কত বড় গুনাহ মাফ করিয়া দেন। কেচ্ছাটি হইল এই যে, কোন এক বাদশাহ এলান করিয়া দিলেন যে, আমার স্ত্রী ও কন্যাকে গোছল করাইবার জন্য একজন বান্দীর আবশ্যক। এই সংবাদ পাইয়া নছুহা নামক এক ব্যক্তি তাহার দাড়ি, মোচ কিছুই ছিল না, দেখিতে মেয়েদের মতই, সে বাদশাহর দরবারে আসিয়া উক্ত চাকরীর জন্য দরখাস্ত করিল। বাদশাহ তাহার কথা শুনিয়া তাহাকে বাদশাহর স্ত্রী ও বালেগা কন্যাকে গোছল করাইবার কাজে নিযুক্ত করিলেন। সে বাদশাহের স্ত্রী এবং কন্যার সমস্ত শরীর স্পর্শ করিয়া গোছল করাইতেছে এহেন পাপ আল্লাহ পাকের দরবারে সহ্য হইল না। আল্লাহর কি লীলা খেলা। একদিন বাদশাহর কন্যার হার হারানো যাওয়ায় সমস্ত বান্দীগণকে গুপ্তস্থানে নিয়া উলঙ্গ অবস্থায় তল্লাশি করার নির্দেশ দেওয়া হইল। নছুহা এখন ভাবিতেছে– যদি আমায় তল্লাশি করা হয়, তবে আমি পুরুষ প্রমাণিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে কতল করা হইবে, তাহাতে ভুল নাই।

এই চিন্তা করিয়া মনে মনে সে কান্দিতেছে এবং খাছ তওবা করিতেছে যে, হে আল্লাহ! এই বিপদ হইতে তুমিই আমাকে উদ্ধার করিতে পার। আমি আমার গুনাহ হইতে তোমার দরবারে খাছ তওবা করিতেছি। তুমি

মাফ কর। এইরূপ আর কখনও করিব না। আল্লাহ পাক তওবা কবুল করিলেন এবং একজন ফেরেশতাকে আদেশ দিলেন যে, তুমি পাখীর ছুরাত ধরিয়া যাও এবং বাদশাহর মেয়ে খেলিবার সময় ছাদের উপরে যে হার ফেলিয়াছে, তাহা তুমি মুখে করিয়া বাদশাহর সম্মুখে ফেলিয়া দাও, যাহাতে নছূহা এই বিপদ হইতে মুক্তি পায়। যখন পাখী বাদশাহর সম্মুখে হার ফেলিয়া দিল, তখনই বাদশাহ তল্লাশি নিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন যে, হার পাওয়া গিয়াছে। সেই সময় মাত্র এক বান্দীর পরই নছূহার পালা ছিল। যখন নছূহা আল্লাহর এই অপূর্ব মেহেরবানী দেখিতে পাইল, তখনই বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, হুজুর, আমি আর চাকরী করিব না। ঐখান হইতে সে বিদায় নিয়া জঙ্গলে চলিয়া গেল এবং নফ্ছকে বুঝাইল দেখ নফ্ছ, এখনই তুমি বেঈমান হইয়া ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিতা, যেই মাবুদ তোমাকে এক কাত্‌রা পানি দিয়া এত সুন্দর করিয়া বানাইয়াছেন শুধু তাহার এবাদত করার জন্য, সেই মাবুদের নামেই তোমার শহীদ হইয়া যাওয়া উচিত। বহু নেয়ামত খাইয়াছ, এখন গাছের পাতা খাও। বহু আরাম করিয়াছ, এখন মাবুদকে তালাশ করার জন্য একটু কষ্ট কর। এই অবস্থায় তিনি মাওলা পাকের নামের উপর শহীদ হইয়া গেলেন। নছূহা যেমন খাছ তওবা করিয়া তাহার উপর ঠিক থাকিয়া এন্তেকাল করিয়াছেন, আমাদেরও ঐরূপ তওবা করা আবশ্যক। কোন ব্যক্তি খাছ তওবা করিয়া আল্লাহ পাকের দরবারে গেলে তাহার ভয়ের কোন আশংকা নাই। কারণ আল্লাহ পাক ফরমান—

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ـ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ـ

(সূরা আয যুমারঃ ৫৩)

অর্থাৎ, "হে আমার হাবিব! আপনি বলিয়া দেন। (আল্লাহ বলেন) ওহে আমার গুনাহগার বান্দারা! তোমরা আল্লাহ পাকের রহমত হইতে নিরাশ হইও না, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দিবেন। তওবা করিয়া ঠিক থাকিতে পারিলে নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক মাফ করিয়া দিবেন বলিয়া আশা করা যায়। যদি ঠিক থাকিতে চাহেন, তবে

খাঁটি পীরের হাতে হাত দিয়া সর্বদা আল্লাহর জিকিরে মশগুল হইয়া যান। বিশেষ করিয়া মাগরেব বাদ, না পারিলে এশা বাদ এবং ফজর বাদ এশরাক পর্যন্ত কমপক্ষে ২১ মিনিট জিকির ও ওজিফা আদায় করিতে ভুল করিবেন না। ইনশাআল্লাহ শয়তান ধোঁকা দিয়া দোযখে নিতে পারিবে না। পীর সাহেব তো জিকির বাতাইবেন। যদি জিকির আদায় না করেন, তবে শত শত পীরের কাছে মুরিদ হইলেও কোন কাজ হইবে না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—

اَلشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلٰى قَلْبِ اِبْنِ اٰدَمَ فَاِذَا ذَكَرَ اللّٰهَ خَنَسَ وَاِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ ـ

অর্থৎ, শয়তান মানুষের কলবের উপর জড়াইয়া বসিয়া আছে। মানুষ যখন জিকির করে, তখন ধোঁকা দিতে পারে না বরং সরিয়া যায়। আর যখন আল্লাহর জেকের বন্ধ করে, তখন ওছওয়াছা দিতে থাকে। মোমেন ব্যক্তির জন্য এক মুহূর্তও জিকির থেকে গাফেল থাকা উচিৎ নহে। খুব ইয়াদ রাখিবেন, যেই ব্যক্তি কখনও জেকের থেকে গাফেল না থাকিবেন, মৃত্যুর সময় তাহার রূহ জিকির করিতে করিতে বাহির হইয়া যাইবে। আমার পীর কেবলা ফরমাইয়াছেন—

دل جو خالی یاد حق سے اے جواں
خانہ شیطاں ہے وہ دل بے گماں

অর্থাৎ, "যেই দেলের মধ্যে আল্লাহর জেকের নাই, সেই দেলের মধ্যে শয়তান বসবাস করে।" এখন চিন্তা করিয়া দেখুন এই ধরনের ব্যক্তি কতদূর পোড়া কপালের যে, তাহার কলব ছিল আল্লাহ পাকের নূর থাকার স্থান, আর এখন একমাত্র জিকির না করার ফলে উহা শয়তান থাকার স্থানে পরিণত হইয়াছে। "নাউযুবিল্লাহে মিনহা।" যেই ব্যক্তি নিজ কলবে শয়তানকে স্থান দিয়াছে, তাহার কাছে উহাই পছন্দ লাগিবে যাহা কখনও তাহার কাছে পছন্দ লাগিবে না। এখন এই শয়তানকে দূর করার একমাত্র উপায় হইল পীরে কামেলের কাছে মুরীদ হইয়া তাহার উপদেশ মানিয়া চলা।

যাহার পীর নাই তাহার পীর শয়তান

* বুজুর্গদের উক্তি

مَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْخٌ فَشَيْخُهُ الشَّيْطَانُ۔

অর্থাৎ, যেই ব্যক্তির পীর নাই তাহার পীর শয়তান।

একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝিয়া নিবেন। যদি কোন সুশিক্ষিতা, চরিত্রবতী, ভদ্রমহিলাকে ভূতে পায়, তবে সে তাহার স্বামী বা শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার করে, যাহা পাগল ছাড়া কেহ আর করিতে পারে না। তাহাদেরকে সে গালি দিতে থাকে। সবাই তাহাকে বলে ইহাকে ভূতে পাইয়াছে নচেৎ এই বধু এইরূপ করিতে ও বলিতে পারে না। যেইরূপ এই ভদ্র মহিলার মধ্যে শয়তান আছর করিয়া তাহার আকল নষ্ট করিয়া দিয়াছে এবং শয়তান যাহা বলে তাহাই সে বলে ও করে। তদ্রুপ মনে করিবেন যে, আপনাকে আল্লাহ পাক এক ফোঁটা পানি দিয়া এত সুন্দর করিয়া সৃষ্টি করার পরে নিজ রহমতেই মুসলমানদের ঘরে পাঠান সত্ত্বেও যে আপনার নিকট নামায, রোযা এবং আল্লাহর এবাদতের পরিবর্তে তাস, জুয়া গান-বাজনা ইত্যাদি হারাম ও অবৈধ কাজ করিতে মজা লাগে, ইহার একমাত্র কারণ হইল, আপনাকেও ঐ স্ত্রীর মত এক গুপ্ত শয়তানে আছর করিয়াছে। প্রিয় বন্ধুগণ, এমতাবস্থায় আল্লাহ না করুন, কেহ দুনিয়া ত্যাগ করিলে তাহার অবস্থা কি ঘটিবে তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায়। তবে ইহা থেকে বাঁচার উপায় কি? মনে রাখিবেন, যেইরূপ ঐ স্ত্রীর জন্য একজন ফকির-দরবেশ খোঁজ করিয়া তদবীর দিতে হয়, তদ্রুপ আপনাকেও একজন পীরে কামেলের কাছে গিয়া দেলের শয়তান দূর করিতে হইবে। স্ত্রীর ভূত নামিয়া গেলে যেইরূপ তাহার স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরিয়া আসে এবং ঠিক মতই কথা ও কাজ করিতে পারে, সেইরূপ আপনার দেলের শয়তান পীরের উছিলায় নামিয়া গেলে আপনার বুদ্ধিও ঠিক হইয়া যাইবে ও নেক কাজ করিতে ভালো লাগিবে এবং আফসোস করিবেন যে, এত দিন আমাকে কে গোমরাহ করিয়া রাখিয়াছিল?

টীকা ঃ বুজুর্গের উক্তি হিসাবে ঠিক আছে। উক্তিটি সকল মানুষের বেলায় নহে, তবে অধিকাংশ মানুষের বেলায় প্রযোজ্য।

শেখ সাদী (র) বলিয়াছেন ঃ

مکن عمر ضائع بتحصیل مال
که هم نرخ گوهر نباشد سفال

অর্থাৎ, "মাল কামাই করিতে গিয়া আপন মূল্যবান জীবনকে বরবাদ করিও না। কারণ, মাটির বরতন এবং মূল্যবান মোতির কীমত কখনও সমান নহে।" শেখ সাদী (র) এখানে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে মূল্যবান জাওহারের সঙ্গে তুলনা দিয়াছেন এবং মালকে মাটির বাসনের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। কারণ, মাটির বাসনের যেইরূপ স্থায়িত্ব নাই, তদ্রুপ মালেরও কোন ভরসা নাই এবং জাওহার দ্বারা যেইরূপ মূল্যবান জিনিসপত্র খরিদ করা যায়, তদ্রুপ সময়ের দ্বারা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের গুনাহ মাফ করাইয়া বেহেশত খরিদ করা যায়। এই বয়াতের অর্থ এই নয় যে, দুনিয়া ছাড়িয়া জঙ্গলে যাইতে হইবে, বরং ইহার অর্থ এই যে, সর্বদা আখেরাতকে দুনিয়ার অগ্রে রাখিবেন এবং এমন অবস্থায় কবরে যাইবেন, যেন কখনও দুনিয়া আপনার আখেরাতের কাজে ক্ষতি করিতে না পারে।

প্রশ্ন ঃ হুজুর! পীর সাহেব মুরীদকে ফয়েজ দিয়া থাকেন তাহার ভিতর কি রহস্য আছে এবং তাওয়াজ্জুহ কাহাকে বলে?

উত্তর ঃ ফয়েজ অর্থ বিশেষ দান, কিন্তু সাধারণভাবে ইহার অর্থ হইবে– পীর সাহেব কর্তৃক মুরীদকে খাছ দোয়া করা ও দয়ার দৃষ্টি মুরীদের প্রতি রাখা। তাওয়াজ্জুহ শব্দের অর্থ কোন ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য ও দৃষ্টি করা, পীর সাহেব মুরীদের প্রতি খাছ দৃষ্টি দিলে তাহাকেই তাওয়াজ্জুহ বলা হইবে। দোয়া করা ও অতি দয়ার দৃষ্টি দেওয়াই বড় জিনিস। মা সন্তানকে যেইরূপ দুধ পান করান, তদ্রুপ পীর সাহেবও মুরীদকে এলমে মারেফতের সুধা পান করাইয়া থাকেন। মায়ের স্তনে দুধ না থাকিলে বাচ্চা যেইরূপ সমস্ত দিন চেষ্টা করিয়াও দুধ পান করিতে পারিবে না, তদ্রুপ পীরের ভিতরে আল্লাহ - প্রদত্ত জিনিস না থাকিলে মুরীদ মাহরূমই থাকিবে। কিতাবে পীর দুই প্রকার বলিয়া উল্লেখ আছে পীরে কামেল ও পীরে মোকাম্মেল। পীরে কামেল ঐ ব্যক্তি, যিনি নিজে কামেল কিন্তু অপরকে কামেল বানাইতে সক্ষম নহেন। কিন্তু যিনি পীরে মোকাম্মেল, তিনি নিজে

তো কামেল আছেনই, অপরকেও কামেল বানাইতে সক্ষম। যেইরূপ একজন বড় আলেম, তাঁহার নিজের ভিতরে এলেম আছে কিন্তু লোককে বুঝাইতে পারে না এবং আর এক ব্যক্তি নিজেও আলেম ও অন্যকেও আলেম বানাইতে সক্ষম– পীরে কামেল ও পীরে মোকাম্মেল এইরূপ বুঝিবেন। একটি মেয়ে শুধু বালেগা হইলেই তাহার সন্তান হইবে না, যদিও সন্তান হওয়ার উপযুক্ততা তাহার ভিতরে আছে। সন্তান হওয়ার জন্য স্বামীর সঙ্গ তাহার লাভ করিতেই হইবে। সেইরূপ বুঝিবেন– আপনার কলব থাকিলে চলিবে না, উহার ভিতর জেকের ও নূর প্রবেশ করাইবার জন্য পীরে মোকাম্মেলের দরকার। কলবে আল্লাহর জিকির জারি ও নূর প্রবেশ একমাত্র পীরের তাওয়াজ্জুহ দ্বারাই হইয়া থাকে। প্রত্যেকটি জমীনের ক্ষমতা আছে স্বর্ণ পয়দা করার, কিন্তু ঐ জমিনেই স্বর্ণ পয়দা হইবে, যেই জমিনের প্রতি ঐ তারকার দৃষ্টি পড়িয়াছে, যেই তারকার দৃষ্টিতে স্বর্ণ পয়দা হয়। তাই আপনার ভিতরেও জিকির জারি হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলেই চলিবে না, পীরে কামেলের দৃষ্টি একান্ত আবশ্যক রহিয়াছে। এক পীরের বহু মুরীদ থাকে, কিন্তু আল্লাহর কৃপায় যেই মুরীদের প্রতি পীরের তাওয়াজ্জুহ পড়ে, সেই মুরীদের কলবে নূর জ্বলন্ত হইয়া কামেল হইয়া যায়। পীরের তাওয়াজ্জুহর বরকতে কি হইতে পারে, একটি ঘটনার দ্বারা ইনশাআল্লাহ তাহা বুঝিতে পারিবেন–

ইমাম বাকী বিল্লাহ (র) সমস্ত রাত্র জিকির করিতেন। একদিন ভোরে ক্ষুধা নিবারণ করার জন্য হুজরা থেকে বাহির হইয়া রুটির দোকানে গেলেন। রুটিওয়ালা বলিলেন, হুজুর রুটি প্রস্তুত নাই। হুজুর তখন নানাবাইর দোকানে গেলেন এবং রুটি আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। নানাভাই বলিলেন হুজুর তশরীফ রাখুন, গরম রুটি আছে। হুজুর সেইখানে বসিয়া মন পুরিয়া রুটি খাইলেন এবং অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, নানাভাই! তুমি আমার কাছে কি চাও? উত্তরে নানাভাই বলিলেন, হুজুর! আমি যাহা চাইব তাহাই কি দিবেন? হুজুর বলিলেন, হাঁ। নানাভাই এইভাবে তিনবার জিজ্ঞাসা করিলেন। হুজুর বলিলেন, তুমি যদি আমার কাছে দুনিয়ার বাদশাহী চাও, তবে আল্লাহর ইচ্ছায় তাহাই দিব। যদি স্বর্ণ চাও তবে তাহার খনি দেখাইয়া দিব। তুম যাহা চাও, ইনশাআল্লাহ তাহাই দিব।

নানাভাই আরজ করিলেন, হুজুর আমি আখেরাত চাই, আমাকে আপনার মত বানাইয়া দিতে হইবে। হুজুর বলিলেন, ইহা অসম্ভব, তুমি দুনিয়ার যাহাই চাও তাহাই দিব। কিন্তু নানাভাই ছাড়িলেন না এবং বলিলেন হুজুর! দুনিয়ার যাহা কিছু দিবেন, তাহা শেষ হইয়া যাইবে, মৃত্যুর সময় কিছু সঙ্গে যাইবে না। আমাকে আপনার মত বানাইতে হইবে। হুজুর বলিলেন, বাবা! উহা সহ্য করিতে পারিবা না, হয়ত মরিয়াও যাইতে পার। নানাভাই বলিলেন হুজুর! আপনার মত হইয়া মরিতে পারিলেও সার্থক হইবে। হুজুর তখন নিজের ওয়াদার কথা ভাবিয়া নানাভাইকে তাহার সঙ্গে চলিতে আদেশ করিলেন। বাড়ী পৌছিয়া নানাভাইকে বলিলেন, অজু করে দুই রাকআত নামায পড় এবং আমার সঙ্গে হুজরায় আস।

ভোরবেলা নানাভাইসহ ইমাম সাহেব হুজরায় ঢুকিবার কালে লোকদেরকে বলিলেন, আমাকে কেহ ডাকিবা না, কপাট খুলিবা না। ভোরে দাখেল হইয়া দুপুরের পূর্বে যখন নানাভাই একই কপাট দিয়া বাহির হইলেন, তখন লোকে দেখিয়া হয়রান হইয়া গেল। কারণ, হুজুর নানাভাইকে এমন ফয়েজ দিলেন, যাহার ফলে নানাভাইর জাহিরী ছুরাতও পরিবর্তন হইয়া ইমাম বাকী বিল্লাহ (র) ছুরাত হইয়া গিয়াছে। কে ইমাম এবং কে নানাভাই, চেহারার দ্বারা কেহই ঠিক করিতে পারিল না। ইহাকে ফয়েজে ইত্তেহাদী বলা হয়। একই সঙ্গে এত নূরের চাপ সহ্য করিতে না পারিয়া নানাভাই দুই এক দিন পরে এন্তেকাল করেন।

কোন কোন মুরীদ পীরের কাছে এই অভিযোগ করিয়া থাকেন যে, হুজুর! পরবর্তী ছবক দেন না কেন? কিন্তু স্মরণ রাখিবেন, আল্লাহ পাকের নামের মধ্যে নূর ভরা রহিয়াছে। যাহারা পীরে কামেল, তাহারা আপন মুরীদকে আস্তে আস্তে ছবক দিয়া উপযুক্ত বানাইতে থাকেন। আমার মোর্শেদ পীরে কামেল হযরত ক্বারী সাহেব হুজুরের দরবারে এক বৃদ্ধ উপস্থিত হইয়া মুরীদ হইলেন এবং আরজ করিলেন যে, হুজুর! আমাকে যাহা দেওয়ার একবারেই দিবেন, বার বার আসিতে পারিব না। উত্তরে হুজুর বলিলেন, বাবা! তাহা সহ্য করিতে পারিবা না। কিন্তু বৃদ্ধ হুজুরের নিষেধের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া বার বার বলিল– হুজুর, আমাকে একত্রেই দিতে হইবে, আমি সহ্য করিতে পারিব। এই কথায় হুজর বিরক্ত হইয়া

তাহার ছিনার প্রতি অঙ্গুলির ঈশারা করিয়া বলিলেন, এতই পার? এই কথা বলামাত্র ঐ ব্যক্তি চিৎ মারিয়া জমিনে পড়িয়া আছাড় খাইতে লাগিল। বহু সময় পর হুশ ফিরিয়া আসিলে কাঁদিতে লাগিল। হুজুর তখন দোয়া করিয়া ঐ ব্যক্তিকে বিদায় দিলেন। কুম্ভির ওম্ দেওয়ার পরিবর্তে নিজ ডিমের প্রতি শুধু নজর করিয়া থাকে। যদি কুম্ভিরের নজরে ডিম থেকে বাচ্চা হইতে পারে এবং আল্লাহ পাক ওর নজরে এত তাছির রাখিতে পারেন, তবে তিনি কি নিজ ওলীর নজরের ভিতর তাছির রাখেন নাই? নিশ্চয় রাখিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পীরে কামেলের নজরের ফলে ইনশাআল্লাহ মুরীদের কলবেও নিশ্চয়ই নূর জ্বলিয়া উঠিবে।

কোন কোন পীরের কথা শুনা যায়, মুরীদকে সম্মুখে বসাইয়া ফয়েজ দেয় এবং তাহার ফলে মুরীদ গড়াগড়ি দেয় বা বেহুশ হইয়া পড়ে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাহার আমলের কোন পরিবর্তন হয় না বা তাহার আত্মশুদ্ধি লাভ হয় না। এই প্রকার ফয়েজের কথা থানভী (র) বেহুদা বলিয়া লিখিয়াছেন। খাঁটি তাওয়াজ্জুহ হইল– পীর সাহেব মুরীদকে মনযোগ দিয়া ছবক আদায় করিতে বলিবেন, আল্লাহর নামের তাছিরে ও পীরের দোয়ার বরকতে মুরীদের পাষাণ দেল গলিয়া যাইবে। দোযখের ভয় এবং বেহেশতের আশায় ও নিজ গুনাহের জন্য কান্না আসিতে থাকিবে। নেক কাজের জন্য আগ্রহ জন্মিবে। কাহারো বা অজদ হাল হইতে থাকিবে। আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহব্বতে অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। ইহাকেই খাঁটি তাওয়াজ্জুহ বলা হয়।

প্রিয় আশেক, আপনার মধ্যে জিকিরের তাছির ও পীরের তাওয়াজ্জুহ পৌঁছিয়াছে কিনা, তাহা বুঝিবার একমাত্র উপায় হইল এই যে, যখন দেখিবেন পর স্ত্রীর প্রতি নজর করিতে আপনার মন চায় না, পাপ কাজ দেখা মাত্র প্রাণ কাঁপিয়া উঠে ও বিরক্তি আসে এবং নেক কাজ করিতে আগ্রহ জন্মে, নামাজ সুন্দররূপে আদায় করিতে মন চায়, সুন্নতি পোশাক পরিধান করিতে ইচ্ছা হয়, টুপি ও মেছওয়াক ইত্যাদি সুন্নত এমন কি মোস্তাহাব পর্যন্ত আদায় করিতেও মন পাগল হইয়া যায়, তখন বুঝিবেন নিশ্চয়ই আল্লাহ পাকের ফজল ও করমে তাহার নামের তাছির ও পীরের তাওয়াজ্জুহ আপনার দেলের উপর পড়িয়াছে এই পর্যায়ে আপনার মধ্যে

হামেশা জিকির হইতে থাকিবে। চাই দেলে হউক বা জবানে হউক এবং অন্তর তখন খোদার দরবারে ইহাই প্রার্থনা করিতে থাকিবে–

اے خدا رکھ تو مجھے ہر لیل و نہار

عشق میں اپنے مجھے بے صبر و تاب و قرار

উচ্চারণ ঃ আয় আল্লাহ রাখতু মুঝে হার লাইল ও নাহার,

এশ্‌কে আপনে মুঝে বে-ছবর ও তাব ও ক্বারার।

"হে আল্লাহ দয়া করিয়া দিবা-রাত্র সর্বদা আমাকে তোমার এশকে অধৈর্য্য, বেহুশ ও অস্থির রাখ। অর্থাৎ, ধ্যান-ধারণা ও কামনা-বাসনা একমাত্র তোমার প্রেমের যাহাই থাকুক, তাহার-ই ভিতরে রাখ। প্রেমিকগণ যখন আল্লাহ পাকের প্রেমে মত্ত হইয়া যান, তখন যে তাঁহার আল্লাহ পাকের কাছে বহু অনুনয় বিনয় করিতে থাকেন, তাহা দেওয়ানে হাফেজের একটি বয়াৎ দ্বারা বুঝিতে পারিবেন। হাফেজ (র) অজদের হালাতে আল্লাহ পাকের সঙ্গে বলেন ঃ

نام حافظ گر براید بر زبان کلك دوست

از جناب حضرت شاهم همین ست ملتمس

উচ্চারণ ঃ নামে হাফেজ গর বরায়াদ বর জবানে মালেকে দোস্ত,

আয জনাবে হযরত শাহাম হামীনাস্ত মুলতামাছ।

অর্থাৎ ঃ "হে মাবুদ। আপনি আমার বাদশাহ ও প্রভু। আপনার দরবারে আরজ এই যে, আপনার কলমের জবানে হাফেজের নামটা আপনার একজন বান্দা বলিয়া উঠুক। আল্লাহ পাকের সংগে তাহার প্রেমিকগণ শিশুর ন্যায় কথা বলিয়া থাকে। তাই মাওলানা রুমী (র) আল্লাহর প্রেমে মত্ত হইয়া বলিতেছেন ঃ

یابم یا نیابم جستجوئے میکنم

حاصل اید یا نیاید ارزوئے میکنم

উচ্চারণ ঃ আয়াবাম ওয়া ইয়ানায়াবাম জুস্তজুয়ে মীকুনাম,

হাছেল আয়াদ ইয়া নায়াইয়াদ আরজুয়ে মীকুনাম।

"হে প্রভু, আমি আপনাকে পাই আর না-ই পাই, তালাশ করিতেই থাকিব। আপনি জওয়াব দেন আর না-ই দেন, ডাকিতেই থাকিব। অর্থাৎ, আপনার দরবার ভিন্ন কোন দরবার নাই। অতএব, আপনার দরবার ছাড়িয়া কোথায় যাইব? আপনি স্মরণ করুণ আর না-ই করুণ আমি ডাকিতেই থাকিব।

উপরের বয়ানসমূহ পাঠ করিয়াছেন এখন খুব চিন্তা করিয়া দেখুন যে, পীরে কামেলের ফায়েজ ও তাওয়াজ্জুহ ছাড়া এমে মারেফতে কামেল হইয়া আখেরাতের নাজাতের কোন উপায় আছে, কিনা? বড় পীর হযরত আবদুল কাদের জীলানী (র) ফরমাইয়াছেন–

گر ھوائے ایں سفر داری دلا

دامن راھبر بگیر ویس بیا

উচ্চারণ ঃ গর হাওয়ায়ে ইছফর দারী দিলা,
দামানে রাহবর বগীরো পছ বিয়া।

"ওহে প্রেমিকগণ, তোমরা যদি মাওলা পাকের এশকের রাস্তায় ছফর করিতে চাও, তবে একজন পথ প্রদর্শকের আঁচল ধরিয়া চল, কারণ, তুমি তো এ রাস্তায় কখনও চল নাই।

بے رفیقے ھر کہ شد در راہ عشق

عمر بگذاشت ونشد اگاہ عشق

উচ্চারণ ঃ বে রফীকে হার কেহ শোদ দর রাহে এশ্‌ক,
ওমর বগোযাশত ও নাশোদ আগাহে এশ্‌ক।

অথাৎ, যেই ব্যক্তি এশ্‌কের রাস্তায় একা চলিবে, সে জীবন শেষ করিয়া ফেলিলেও কিছু অর্জন করিতে পারিবে না। এমন কি এশ্‌কের ঘ্রাণও পাইবে না।

টীকা ঃ আসলে ইহা বাবা ফরীদ উদ্দীন আত্তার (রঃ)এর ছন্দ। বে- যেখানে বড় পীর সাহেবের নাম বলা হইয়াছে।

লতীফা ও সহজ তরীকার প্রশ্ন ও জওয়াব

প্রশ্ন ঃ হুজুর, আমরা সর্বদা দুনিয়ার কাজ কর্মে ব্যস্ত থাকি। পীর সাহেব কেবলা যদি ছবক দিয়া বলেন যে, দুই হাজার বা তিন হাজার বার ইহা আদায় করিবে, তবে এত জিকির করার সময় করিয়া উঠিতে পারি না। প্রথমেই যদি পীরের আদেশ অমান্য করি তবে নিশ্চয়ই মাহরুম হইতে হইবে। ইহা ছাড়া ছয় লতীফা, ছের, খফি, আখফা, নফ্‌ছ, রূহ, কলব ইত্যাদি যাহা বাতাইয়া থাকেন, তাহা আমাদের জন্য বোঝা বা আদায় করা কঠিন হইয়া পড়ে। এখন আমরা কি করিব এবং মাওলার সঙ্গে প্রেম করিয়া দুনিয়া হইতে বিদায় নেওয়ার উপায় কি?

উত্তর ঃ ওগো প্রাণ প্রিয় প্রেমিকগণ, আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন–

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ۔ (সূরা হাজ্জ ঃ ৭৮)

অর্থাৎ, আমাকে পাইবার নিমিত্ত পূর্ণভাবে চেষ্টা কর। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম প্রচার করিবার জন্য জীবন শেষ করিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও তিনি রাত্রি জাগরণ করিয়া এবাদত করিতেন এবং উম্মতের মাগফেরাত চাইতেন। দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে পড়িতে পা মোবারক ফুলিয়া উঠিত। দিনে তাবলীগ এশায়াতের পরিশ্রম ও জেহাদ ইত্যাদি করা সত্ত্বেও রাত্রে এত এবাদত করিতেন, যাহার ফলে তাঁহার পা মোবারক ফুলিয়া যাইত।

ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই কোন কবি বলিয়াছেন যে–

ظَلَمْتُ سُنَّةَ مَنْ اَحْيٰى الظَّلَامَ اِلٰى

اِنِ اشْتَكَتْ قَدَمَاهُ بَعْدَ عَفْوِ الْخَطَايَا

অর্থাৎ, "নবী পাকের সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও তিনি এত এবাদত করিতেন যে, অতিরিক্ত দাঁড়াইয়া থাকার ফলে তাঁহার পা মোবারক ফুলিয়া উঠিত, কিন্তু সেই নবীর সুন্নতের উপর অত্যাচার করিয়া তাঁহার সুন্নত পালন করি নাই। নবী পাকের অধিক এবাদত দেখিয়া আল্লাহ পাক তাঁহাকে লক্ষ করিয়া ফরমাইয়াছেন–

يٰاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا (সূরা মুজ্জাম্মিল ঃ ১২)

(আল্লাহ পাক অতি মহব্বতের সহিত আপন হাবিবকে খেতাব করিয়া ফরমান), "হে কম্বলওয়ালা! রাত্রে অধিক দাঁড়াইবেন না। অর্ধেক অথবা অর্ধেকের কিছু কম-বেশী সময় আমার এবাদতে দাঁড়াইবেন। বন্ধুগণ, এখন লক্ষ্য করিয়া দেখুন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত কষ্ট করিতেন যে, আল্লাহ পাক স্বয়ং এত কষ্ট করিতে নিষেধ করিয়াছেন। বন্ধুগণ! আপনার পীর কেবলা যতবার জিকির করিতে বলিবেন, ততবারই আদায় করিবেন। বিবাহের মজলিসে যেইরূপ শেষ পর্যন্ত না থাকিলে মিঠাই থেকে বঞ্চিত থাকিতে হয়, তদ্রূপ পীরের ছবক শেষ পর্যন্ত আদায় না করিলেও দোয়া হইতে বঞ্চিত থকিবেন, পীরের ফয়েজও পাইবেন না।

৬ লতিফার কথা কোরআনে পাক ও হাদীস শরীফে নাই, তবে আল্লাহ পাকের ওলীগণ আল্লাহ পাককে পাইবার জন্য একটা রাস্তা হিসাবে ইহা বাহির করিয়াছেন। যদি লতীফার ছবক আদায় করিতে চান, তবে একজন উপযুক্ত পীরের দরবারে থাকিতে হইবে। তিনি সমস্ত লতীফার মোকাম ধরাইয়া দিয়া কোন্ লতীফায় কি রং, তাহা জানাইয়া দিলে আপনার জন্য এই তরীকা শিক্ষা করা সহজ হইয়া যাইবে। পীর ছাহেব নিজ অঙ্গুলি দিয়া প্রত্যেক লতিফার নূর জাগাইয়া দিবেন এবং মুরীদ ইহার প্রতি খুব লক্ষ্য রাখিয়া আস্তে আস্তে জিকির করিতে থাকিবে। লতিফার ছবক শিক্ষা দিতে পীর সাহেবকে মুরীদ নিয়া খুব কষ্ট করিতে হয়। চলাফেরার অবস্থায় লতীফার ছবক আদায় করা খুবই কঠিন। "এরশাদে মোর্শেদ" কিতাবের মধ্যে লতীফাসমূহের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখিয়া দিলাম। উহা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, লতীফা কত কঠিন এবং উহা হাছেল করার জন্য কতদূর চেষ্টা ও পরিশ্রমের আবশ্যক।

اول لطیفہ قلبی ہے کہ مقام اسکا دو انگشت نیچے
پستان چپ کے واقع ہے اور نور اسکا سرخ ہے ۔

টীকা ঃ তবে, রোগ দুর্বলতা ও ওযর থাকলে সম্ভব পরিমাণের বেশী জিকির করা উচিত হইবে না। তখন যতটুকু কুলাইতে পারেন ততটুকুই আদায় করিবেন, স্বাস্থ্য ও শরীরের দিকে খেয়াল রাখাও কর্তব্য।

প্রথম লতীফার নাম কলবী, যাহা বাম দুধের দুই অঙ্গুলি নীচে অবস্থিত, উহার নূর লাল।

دوسرا لطیفہ روحی ہے ۔ جگہ اسکی دو انگشت نیچے
پستان راست کے واقع ہے اور نور اسکا سفید ہے ۔

দ্বিতীয় লতীফার নাম রূহী, যাহার স্থান ডান দুধের দুই অঙ্গুলি নীচে, উহার নূর সাদা।

تیسرا لطیفہ نفسی ہے کہ مقام اسکا زیر ناف ہے اور
نور اسکا زرد ہے ۔

তৃতীয় লতীফার নাম নফ্ছ, উহার স্থান নাভীর নীচে এবং এর নূর হলুদ।

چوتھا لطیفہ سری ہے کہ جگہ اسکی مابین سینہ کے
ہے اور نور اسکا سبز ہے ۔

চতুর্থ লতীফার নাম ছেররী, উহার স্থান ছিনার মধ্যস্থলে এবং উহার নূর সবুজ।

پانچواں لطیفہ خفی ٹھکانہ اسکا پیشانی ہے نور اسکا
نیلگوں ہے ۔

পঞ্চম লতীফাকে খফি বলা হয়, উহা কপালে অবস্থিত। খফির নূর নীল।

چھٹواں لطیفہ خفی ہے ہے موضع اسکا ام الدماغ ہے نور
اسکا سیاہی مثل سیاہی چشم ہے ۔

ষষ্ঠ লতীফার নাম আখফা, উহার স্থান মস্তিষ্কের মূলে। উহার নূর চক্ষুর রং এর ন্যায় কালো।

বন্ধুগণ! আপনাদের সুবিধার জন্য ছয় লতীফার স্থান ও নূরের রং বয়ান করিয়া দিলাম। খুব পরিশ্রম করিয়া নূরের রং লাগাইয়া যদি ছবক আদায় করেন, তবে বহুত ফজীলত ও স্বাদ পাইবেন। সাগরে বড় বড় মাছ আছে, কিন্তু ধরিতে না পারিলে কোন স্বাদ পাইবেন না, সাগরের মাছ ধরিতে হইলে সেইরূপ জালের আবশ্যক। ছোট জাল নিয়া ছোট খালে চেষ্টা করিলে কিছু না কিছু পাওয়ার আশা করা যায়। কিন্তু ছোট জাল নিয়া সাগরে চেষ্টা করিলে অনর্থক কষ্ট করিবেন, শেষ পর্যন্ত খালি হাতেই

ফিরিতে হইবে। আপনি একজন বড় পীর সাহেব থেকে লতীফার ছবক নিয়া আসিলেন কিন্তু পীর ছাহেবের নিকট থাকিয়া ছবক ঠিক করিয়া আসিলেন না। বাড়ী আসিয়া বলিলেন, আমি একজন নামজাদা, বংশীয় ও বড় পীরের কাছে মুরীদ হইয়া আসিয়াছি। কিন্তু এই মুরীদ হওয়ায় আপনার কি লাভ হইল? বড় পীরের কাছে মুরীদ হওয়ায় আপনার আখেরাতেই বা কি উপকার হইবে? ভক্তি রাখিয়া কোন কাজ না করিলে এই ভক্তির সাথে মুরীদ হওয়ায় কোন কাজ হইবে না। আল্লাহ পাক শুধু ভক্তি ও মুরীদ হওয়াকেই দেখিবেন না বরং তিনি দেখিবেন আমল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ফাতেমা (রা) কে বলিলেন, মা! তুমি যদি কবরে আমার পরিচয় দাও তাহাতেই তোমার পরিত্রাণ হইবে না, বরং সেইখানে নিজ আমল দ্বারাই পরিত্রাণ পাইতে পারিবে। বন্ধুগণ! এখন চিন্তা করিয়া দেখুন, যদি কেয়ামতের দিন আমল ছাড়া শুধু বড় পীরের পরিচয় দেন তাহাতে আপনার কোন কাজ হইবে কিনা? নিশ্চয়ই না। আমলের পরিচয় দিতেই হইবে।

বন্ধুগণ, স্মরণ রাখিবেন, পীর ধরা কোন মকছুদ না, মকছুদ আল্লাহকে পাওয়া। আমাদের খুবই সৌভাগ্য যে, আল্লাহর রহমতে আমার পীর সাহেব কেবলার উছিলায় বাংলার ঘরে ঘরে ছহীহভাবে কোরআন শরীফ পাঠ সুন্দর লহিজার সহিত পৌছিয়াছে এবং চিশতিয়া ছাবেরিয়া নামক অতি সহজ সরল তরীকা এই বাংলার বুকে জারী হইয়াছে। হুজুর কেবলার কাছে একদিন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হুজুর! অনেক পীর সাহেবগণ লতীফার ছবক বাতাইয়া থাকেন, আপনি বাতান না কেন? হুজুর উত্তর দিলেন, বাবা, লতিফার ছবক খুবই কঠিন। শেষ জামানার লোকদের দুনিয়ার ঝামেলা খুব বেশী, তাই লতীফার ছবক পূর্ণমাত্রায় আদায় করা তাহাদের জন্য খুব কঠিন। হুজুর আরও বলিলেন, বাবা! কলব হইল সাগরস্বরূপ, সাগরে যেইরূপ জোয়ার আসিলে নদী-নালা সব পূর্ণ হইয়া যায়, তদ্রুপ কলবে আল্লাহ পাকের নূর আসিলে সমস্ত লতীফা নূরে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। মানুষের মধ্যে ৩৬ কোটি লতীফা আছে, কলবে জিকির আরম্ভ হইলে সমস্ত লতীফায় ও পশমে পশমে জিকির হইতে থাকে। হুজুর আরও বলিলেন, বাবা! মানুষ যে পথে তাড়াতাড়ি আল্লাহর প্রেম হাছেল করিয়া মাওলা পাকের দরবারে যাইতে পারে, সেই পথ দেখান দরকার। এই তরীকার মধ্যে ১২ শত বারের বেশী কোন ছবক বাতান হয় না। শুধু ১৮/১৯

মিনিটের মধ্যে এই ছবক আদায় করা যায়। যদি কেহ বসিয়া জিকির করার সুযোগ না পায়, তবে সে হাঁটিয়া হাঁটিয়াও ছবক আদায় করিতে পারে। শুধু মানির (অর্থের) দিকে খেয়াল রাখিয়া ছবক আদায় করিলেই চলিবে। এই চিশতিয়া ছাবেরিয়া তরীকার শাজরাহনামা জিয়াউল কুলুব, তাজকেরাতুর রশিদিয়া, তালিমুদ্দীন, শাজরাতুত্তাইয়েবা ইত্যাদি কিতাবে লিখিয়াছে এবং এই তরীকার ছবকও লিখিয়া দিয়াছে। পূর্ণ শাজরাহ আমিও এই কিতাব ও "কবরের আযাব", "মারেফতে হক" এবং "ইয়াছীন শরীফের" তফসীর নামক কিতাবে বয়ান করিয়াছি। বন্ধুগণ! যদি জীবনভর অন্য তরীকার ছবক আদায় করিয়া ফয়েজ না পাইয়া থাকেন, তবে একবার এই তরীকার ছবক আদায় করিয়া দেখুন, ইনশাআল্লাহ আপনার পূর্ণ তৃপ্তি হইয়া যাইবে। দেলের থেকে যদি জেকের না উঠে, তবে জোর করিয়া দেলের থেকে কেমনে জিকির উঠাইবেন? যখন কলব পরিষ্কার হইয়া যাইবে, তখন নিজ থেকে শরীঅতে কামেল হইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নতের জন্য পাগল হইয়া যাইবেন। যতদিন পর্যন্ত পীরে কামেলের হাতে বয়ান হইয়া ছবক আদায় না করিবেন, ততদিন পর্যন্ত নিজে নিজে সুপথ ধরিতে পারিবেন না। তাই মাওলানা রুমী (র) ফরমান–

خود بخود مولانا روم هرگز نه شد

تا غلام شمس التبریزی نه شد

অর্থাৎ, মাওলানা রুমী নিজের কথা বলেন যে, আমি মাওলানা রুমী যতক্ষণ পর্যন্ত শাহছুত্তাবরিজীর গোলাম না হইয়াছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কিছুই ছিলাম না।

বন্ধুগণ, এলমে দ্বীন দুই প্রকার। এলমে শরীঅত ও এলমে মারেফত বা এলমে বাতেন। এখন বলিতে পারেন পীরের কাছে মুরীদ হওয়া কি? যদি কেহ পীর ছাড়া আল্লাহ পাককে চিনিতে পারেন, তাহার জন্য পীরের কাছে মুরীদ হওয়া ফরজ নহে, যেইরূপ ওস্তাদ ভিন্ন এলমে জাহেরী শিখিতে পারিলে তাহার জন্য ওস্তাদের কাছে যাওয়ার দরকার করে না। যেই ব্যক্তি পীর ছাড়া আল্লাহকে চিনিতে পারে না, তাহার জন্য পীর ধরাও ফরয, তাহা পীর ছাড়া হইতেছে না। হযরত মাওলানা থানভী (র) এলমে তাছাওউফ বা এলমে মারেফত শিক্ষাকে তালীমুদ্দীন কিতাবে ফরয ছাবেত করিয়াছেন।

মেয়েলোকদের মুরীদ হওয়ার নিয়ম

প্রশ্ন : হুজুর, মেয়েলোকদের জন্য মুরীদ হওয়া আবশ্যক কিনা? যদি আবশ্যক হয়, তবে তাহাদের জন্য মুরীদ হওয়ার তরীকা ও ছবক আদায় করার নিয়ম কি?

উত্তর : বন্ধুগণ, এলেম শিক্ষা করা যেইরূপ পুরুষের উপর ফরয, তদ্রুপ মেয়েদের উপর ফরয। তবে স্ত্রীগণকে মুরীদ হওয়ার জন্য পীর সাহেবের বাড়ী যাওয়ার দরকার পড়ে না, বরং মহিলাগণ আপন স্বামী বা যে কোন মুহরাম আত্মীয়ের কাছে বলিবেন যে, আমি অমুক পীর সাহেবের কাছে মুরীদ হইতে চাই, আপনি তাহার কাছে আমার দরখাস্ত পৌছান। মুহরাম ব্যক্তি উকিল স্বরূপ পীর সাহেবের কাছে তাহার অনুরোধ পৌছাইলে পীর সাহেবের ইচ্ছা হইলে মুরীদ করিয়া যেইরূপ ছবক বাতাইয়া দেন, অভিভাবক তাহাই মুরিদের কাছে পৌছাইবেন এবং স্ত্রীলোকটি পীরের উপদেশ মত চলিতে থাকিবেন।

যদি কোন মেয়েলোক এ তরীকার ছবক নেন, তবে মাগরেবের ফরজ ও ছুন্নত পড়িয়া তিনি ছয় রাকআত ছালাতে আউয়াবীন পড়িবেন। শুধু এইরূপ নিয়ত করিলেই চলিবে যে, আওয়াবীন দুই রাকআত ছুন্নত নামায কাবার তরফ হইয়া আদায় করিতেছি আল্লাহু আকবার। ছুন্নতের জায়গায় নফল বলাও জায়েয আছে। ইহার জন্য কোন সূরা নির্দিষ্ট নাই, যেই কোন সূরা দিয়া পড়িলে চলিবে। হাদীসে আছে যে, বনী ইসরাঈলের কোন ব্যক্তি এক বৎসর নফল বন্দেগী করিলে যেই ছওয়াব পাইত, এই উম্মতের মধ্যে কোন স্ত্রী বা পুরুষ ছয় রাকাত আউয়াবীন পড়িলে ঐ এক বৎসরের ছওয়াব পাইবেন। পরে দুই রাকআত নামাজে তওবা ও দুই রাকাত নামাজে শুকরানা পড়িয়া ৫ বার দরুদ শরীফ পড়িয়া মুনাজাত দিবেন। নামাযে তওবার নিয়ত এইরূপ বলিবেন – দুই রাকাত নামাযে তওবা আল্লাহর ওয়াস্তে কাবার তরফ হইয়া আদায় করিতেছি, আল্লাহু আকবার। প্রত্যেক রাকাতে তিনবার করিয়া সূরায়ে কুলহু ওয়াল্লাহু পড়িতে পারিলে ভালো। নামাযে শুকরানার নিয়ত এইরূপ করিবেন দুই রাকআত নামাযে শুকরানা আল্লাহর ওয়াস্তে কেবলা তরফ হইয়া আদায় করিতেছি, আল্লাহু আকবার।

ছালাম ফিরাইয়া মোনাজাতের মধ্যে মাবুদকে একেবারে নিকটে মনে করিবেন। খেয়াল করিবেন, মাবূদ আমার দিকে চাহিয়া আছেন। এতদূর বিশ্বাস করিবেন যে, আমি আল্লাহর দিকে তাকাইয়া আছি এবং আল্লাহ পাকও আমার দিকে তাকাইয়া আছেন। আমি যাহা কিছু বলিতেছি, আল্লাহ পাক তাহার উত্তর দিতেছেন। এই খেয়ালের উপর মোনাজাতের মধ্যে বলিবেন ওগো মাবূদ! আপনি আমাকে এক ফোঁটা পানি দিয়া পয়দা করিয়াছেন, এক ফোঁটা পানির মধ্যে আমার চক্ষু, কর্ণ, নাক ইত্যাদি কিছুই ছিল না, আপনি আপন কুদরতে অন্ধকার পেটের দিকে চাহিয়া কি সুন্দর রূপেই না পয়দা করিয়া এ দুনিয়াতে আমাকে পাঠাইয়াছেন। মায়ের পেটের মধ্যে যেইরূপ আপনার সাহায্য ছাড়া কিছুই ছিল না, তদ্রুপ এখনও আপনার সাহায্য ছাড়া কোন উপায় নাই। আমি আপনার একটি অধম বান্দি, জীবনভর বহু পাপ করিয়াছি, আপনার দরবারে মাফ চাহিতেছি। আপনি মাফ না, করিলে আমার উপায় নাই।

জীবনে যত গুনাহ করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া খুব রোনাজারী করিবেন। গুনাহের কথা স্মরণ থাকে কিন্তু নেকের কথা স্মরণ থাকে না ইহাও আল্লাহর অসীম রহমত। যাহারা গুনাহ থেকে তওবা করে এবং নেকের জন্য ফখর না করে, তাহারাই খাছ বান্দা। চোখে পানি না আসা পর্যন্ত মোনাজাত ছাড়িবেন না, যদি কান্না না আসে, তবে কান্নার ভাবে অনুনয় বিনয় করিতে থাকিবেন। যেই মোনাজাতে চোখে পানি আসে একিন করিবেন, ঐ মোনাজাত আল্লাহ পাক কবুল করিয়া নেন। কেননা, আপনার কোন প্রাণের বন্ধুও মরে নাই বা আপনার উপর কোন বিপদও পড়ে নাই, তবে চক্ষে পানি আসার কারণ কি? একিন করিবেন, ইহার কারণ হইল নিশ্চয়ই মাবূদ আপনার প্রতি খাছ নজরে – রহমত দান করিয়াছেন। আরও বলিবেন, হে মাবুদ! আমি অমুক পীরের কাছে তোমাকে পাওয়ার জন্য মুরীদ হইয়াছি, কিন্তু তুমি পর্দা ফরয করিয়া দিয়াছ বলিয়া তাহার কাছে যাইতে পারি না। হে আল্লাহ, আপনি আমার বায়আত কবুল করিয়া নেন। আল্লাহ পাকের দরবারে আরো বলিবেন, হে আল্লাহ, আমার মত গুনাহগারের দেলে আপনি মুরীদ হওয়ার ইচ্ছা জাগাইয়া দিয়াছেন, সেইজন্য আপনার দরবারে হাজার হাজার শুকরিয়া। ওগো

মাওলা, এই তরীকার আখেরী মোরাকাবার ছবক লইয়া কবরে যাওয়ার তওফীক দান করুন।

স্মরণ রাখিবেন, কোন তরীকার আখেরী মোরাকাবার ছবক লইয়া মরিতে পারিলে ইন্‌শাআল্লাহ্ আউলিয়া কেরামের জামাতে দাঁড়াইতে পারিবেন। যদি কোন মেয়েলোক উপরোক্ত নিয়ম অনুযায়ী মুরীদ হয়, তবেই সে কিতাব অনুসারে মুরীদ হইয়া যাইবে। শুকরানা ও তওবার এই চার রাকআত নামায শুধু প্রথম দিনই পড়িতে হইবে ও পরে আর পড়িতে হইবে না। যদি কোন পীর সাহেব মেয়েলোককে সম্মুখে যাইতে বলে, বা তাহার সঙ্গে কথা বলিতে চাহে, তবে মনে করিবেন, এই ব্যক্তি পীর নহে বরং দাজ্জাল। আপনার মূল্যবান ঈমান সম্পদকে লুটিয়া নিবার জন্য ডাকাত পীর সাজিয়া আসিয়াছে। এই প্রকার খবিছ পীরের কাছে মুরীদ হওয়া তো দূরের কথা, দেশ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া ফরয। শেষ জামানায় এই রকম দাজ্জাল–পীর মানুষকে দোযখে নেওয়ার ফন্দি আঁটিয়া বেড়াইতেছে। সাবধান! বেহেশতে যাওয়ার আশায় কেহ দোযখের রাস্তা ধরিবেন না, তাহা হইলে শেষ ফল কি হইবে তাহা চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

মুরীদ হইয়া ছবক আদায় না করা

প্রশ্ন ঃ হুজুর, কোন ব্যক্তি মুরীদ হইয়া কিছুদিন ছবক আদায় করিল, কিন্তু পরে কোন ছবকও লইল না এবং সমস্ত আমল ছাড়িয়া দিয়াছে। ঐ মুরীদ কিতাব মতে কেয়ামতের দিন পীরের সঙ্গে উঠিতে পারিবে কিনা? জওয়াব দানে সুখী করিবেন।

উত্তর ঃ বন্ধুগণ, ঐ ব্যক্তিগণ যখন খাঁটি দেলে পীরের হাতে বয়াৎ হইয়াছে, আল্লাহ্ পাকের দরবারে তাহার নাম তালেবে এলেমের দফতরে উঠিয়াছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

مَنْ خَرَجَ لِطَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ -

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি এলেম তলব করার জন্য ঘর হইতে বাহির হইবে, সেই ব্যক্তি ফিরিয়া আসা পর্যন্ত আল্লাহ পাকের রাস্তায় থাকিবে।" বন্ধুগণ! আমি যখন জামাতে উলা পাশ করিয়া বাড়ীতে আসার জন্য হুজুরদের খেদমতে বিদায় আনার জন্য উপস্থিত হইলাম, তখন মোহাদ্দেছ সাহেব বলিলেন, বাবা! তোমার নাম এখনই আল্লাহ পাকের দফতর হইতে কাটা যাইবে, কিন্তু যদি নছীব ভালো হয় তবে দাওরায়ে হাদীছে পড়িতে পার, তাহা হইলে আরও কিছুদিন নাম থাকিবে। আমি আরজ করিলাম, হুজুর! এখন আমার উপায় কি? হুজুর বলিলেন, একজন পীরের খেদমতে যাও। আমি আরজ করিলাম যে, হুজুর! কোন্ পীর সাহেবের খেদমতে যাইব? উত্তরে হুজুর বলিলেন, বাবা! বর্তমানে যদি কোন হক্কানী পীর থাকে তবে হযরত ক্বারী ইব্রাহীম সাহেবকে দেখা যায় যে, তাহার ভিতরে কোন রিয়া, বোগজ, হাছাদ, কেবের, দুনিয়ার লালসা ইত্যাদি কিছুই নাই এবং তিনি কুতবে আলম হযরত গাঙ্গুহী (র)-এর খাছ খলীফা– তাহার খেদমতে যাইতে পার। আল্লাহ পাকের খাছ রহমতে হুজুরের কথামত পীর সাহেব কেবলার দরবারে হাজির হইয়া বয়াৎ হওয়ার আরজ করিলাম। হুজুর কেবলা শাকছার এ অধমকে কবুল করিয়া নিজ যোমরার মধ্যে সামেল করিয়া খাছ দোআ করিয়া বিদায় দিলেন। আমার মনে হয় যে, হুজুর কেবলা যেই যেই আদেশ দিয়াছেন আল্লাহ পাকের ফজলে ও করমে একটিও বরখেলাফ করি নাই।

হুজুর কেবলা বলিয়াছেন– বাবা, গায়রে মাহরামা মেয়েলোককে দেখা দিবেন না, তাহা হইলে জিকিরের ফয়েজ পাইবেন না। আল্লাহ পাকের

ফজল ও করমে তাহা পালন করিয়াছি। হুজুর বলিয়াছেন, বাবা, দিনে – রাত্রে দুইবার ছবক আদায় করিবেন, বেহুদা কথা বলিবেন না। হাঁটিতে চলিতে সব সময় জবানে হউক বা খেয়ালে হউক, জিকির করিতে থাকিবেন। জিকির ছাড়া থাকিবেন না। আল্লাহর ফজলে তাহাও পালন করিয়াছি। অবশেষে, আল্লাহ্ পাকের খাছ রহমতে তিন বৎসরের মধ্যে হুজুর ছবক শেষ করিয়া দিলেন। পরে একবার যখন হুজুরের দরবারে পৌছিলাম, তখন হুজুর কেবলা দেখিয়া খোশ হইলেন এবং তাহার পুত্র মাওলানা সেরাজুল হক সাহেবকে বলিলেন যে, দুইখানা সনদ লিখিয়া দাও। আমি যখন মৌলভী এছহাকের কোরআন শরীফের এমতেহান নিয়াছি, তখন তাহাকে ছনদ দিতে স্মরণ ছিল না, তাই লিখিয়া দাও যে, সে আমার কাছে কোরআন শরীফ শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত ছব্‌কান ছব্‌কান ৭ বার খতম করিয়াছে। আর একখানা ছনদ লিখিয়া দাও– যেন সে আল্লাহ পাকের বান্দাগণকে আল্লাহ্ পাকের রাস্তায় ডাকিতে পারে। অর্থাৎ লোককে বয়াৎ করাইয়া এই ছেলছেলায় দাখেল করাইতে পারে। আমি কিছুই বুঝিতে পরিলাম না, এই সমস্ত সবই মাবুদের লীলা। আমি খেলাফত পাওয়ার উপযুক্ত না, তবুও কেন যে আমাকে খেলাফত দিয়াছেন, তাহা জানি না। আমার ভালো করিয়া স্মরণ আছে যে, হুজুর কেবলার খেদমতে ৩ বার গিয়া ক্ষমা চাহিয়াছি যে, এ শক্ত কাজের ভার আমার উপর সোপর্দ করিবেন না, কিন্তু হুজুর কেবলা বলিলেন– বাবা এছহাক, কি মনে করিয়াছ? তোমার উপর আল্লাহ্ পাকের হুকুম হইয়াছে, তিনি তোমার দ্বারা কুত্‌বে আলম গঙ্গুহী (র)-এর তরীকার খেদমত নিবেন। হুজুর আরও বলিলেন, আমি ১৮ জনকে খেলাফত দিয়াছি, তন্মধ্যে তুমিই শেষ খলীফা। হুজুর আমাকে আর মাফ করিলেন না। বন্ধুগণ! হুশিয়ার থাকিবেন, যখন পীর কেবলার কাছে মুরীদ হইবেন, তখন মনে করিবেন যে, আল্লাহ্ পাকের হাতে সোপর্দ হইয়া গিয়াছেন। এখন যদি রীতিমত ছবক আদায় না করেন তবে নানা রকম বালা-মুছীবতে গ্রেফতার হইতে পারেন। স্মরণ রাখিবেন, ওস্তাদ ছাত্রকে একমাত্র ভালো করার নিয়তেই মারপিট করিয়া থাকেন। আপনিও যদি আল্লাহর রাস্তায় অগ্রসর হইয়া পিছলাইয়া যান, তবে আপনাকে পথে আনার জন্য আল্লাহ্ পাক বালা-মুছীবত দিতে পারেন। যাহারা মুরীদ হইয়া রীতিমত ছবক আদায় করেন, তাহারা যদি গাফলতি করিয়া একদিনও ছবক কামাই দেন, তবে দেখিবেন কোনরূপ বিপদে পড়িয়া যাইবেন, ঐ দিনটি আপনার পেরেশানীতে কাটিবে, মনে শান্তি

থাকিবে না। আল্লাহ্ পাক ফরমাইয়াছেন–

فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ (সূরা ফাতাহ ঃ ১০)

অর্থাৎ, "যেই ব্যক্তি বয়াতকে ভাঙ্গিয়া দিল, সে যেন নিজেকে নিজে হালাকাতের মধ্যে ফেলিয়া দিল।" এখন চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ঐ ব্যক্তি কি প্রকারে কেয়ামত দিবসে পীর কেবলার সঙ্গী হইয়া উঠিবে? হাশরের দিন পথহারা হইয়া সে নানাদিক দৌড়াইতে থাকিবে। বন্ধুগণ, দুনিয়ার ধোঁকায় পড়িয়া কখনও আখেরাত খুয়াইবেন না। যাহারা দুনিয়ার লোভে পড়িয়া আখেরাত বরবাদ করিয়া দেয়, তাহাদের মেছাল হিসাবে হযরত থানভী (র)-এর একটি নকল পেশ করিয়া দিলাম।

হযরত থানভী (র)-এর একটি নকল

কোন এক ভদ্রলোক এক কলস মিঠাই খরিদ করিয়া কুলি তালাস করিতে লাগিল। হঠাৎ একজন কুলি আসিয়া বলিল, কত দিবেন? সে বলিল, আমার শ্বশুর বাড়ী অতি নিকটে, সেইখানে নিবা, তুমি দুই আনা পাইবা। কুলি রাজী হইয়া বলিল, আচ্ছা চলুন। ভদ্রলোক আগে এবং কুলি পিছনে মিঠাইয়ের হাড়ি নিয়া চলিল এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল– এই দুই আনা দ্বারা ডিম খরিদ করিব, তাহাতে বাচ্চা হইলে তাহার থেকে আরও বহু বাচ্চা হইবে, তখন তাহা বিক্রি করিয়া গরু খরিদ করিব। যখন বহু গরু হইবে, তখন তাহা বিক্রি করিয়া বহু মাল খরিদ করিব এবং দিল্লী হইতে লাখনু পর্যন্ত উহা চালান দিব। ইহাতে বহু টাকা হইবে, তাহা দিয়া বড় বড় দালান উঠাইব। এখনও বিবাহ করি নাই, তখন লাখনুর নওয়াবের মেয়ে বিবাহ করিব। যখন সন্তান হইবে এবং তাহারা একটু বড় হইবে, তখন ছেলের মুখে বিস্কুট দিব, ছেলে আদর করিয়া যখন আমার মুখে বিস্কুট দিবে, আমি বলিব নেহি খায়েঙ্গে। এই কথা বলার সময় যখন সে ঐ বোঝা মাথায় নাড়া দিল, তখন মিঠাইয়ের হাড়ি পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। ইহা দেখিয়া ভদ্রলোক বলিল, "আফসোস তোমনে কেয়া কিয়া"।

কুলি বলিল, হুজুর আপনার গেল মিঠাই কিন্তু আমার তো টাকা, পয়সা, বিবি, সন্তান সব কিছু গিয়াছে। দুনিয়াদারের মেছালও এইরূপ যে, তাহারা শুধু দালান কোঠা ইত্যাদি করার তালে থাকিবে, কিন্তু মৃত্যুর সময় দেখিবে কিছুই নাই। আজরাঈল (আ)-কে দেখিয়া শুধু আফসোস করিতে করিতে দুনিয়া ছাড়িয়া যাইবে। বন্ধুগণ, বিনা সম্বলে পথ চলিবেন না।

পীরের খেলাফত না পাইয়া মুরীদ করিলে কি দোষ

প্রশ্ন ঃ হুজুর পীর সাহেবগণকে দেখা যায় তাহারা ধুম ধামের সহিত মুরীদ করিতেছেন, কিন্তু খোঁজ করিয়া দেখা যায় যে, তিনি তাহার পীর সাহেবের কাছে মুরীদ হইয়াছেন বটে কিন্তু খেলাফত পান নাই। এই পীর সাহেবের উছিলায় কবরে, হাশরে ও পুলছেরাতে মুক্তি পাইবার আশা করা যায় কিনা?

উত্তর ঃ বন্ধুগণ! স্মরণ রাখিবেন, পীর সাহেব হইলেন আখেরাতে উকিল স্বরূপ। অতএব, যে উকিলের সনদ নাই, তিনি অপরের সুপারিশ করিবেন কিরূপে? সুতরাং এইরূপ সনদহীন দাগাবাজ পীরের খপ্পরে না পড়িয়া সনদ প্রাপ্ত কামেল পীর ধরিতে হইবে। মাওলানা রুমী (র) ফরমাইয়াছেন–

سالها تو سنگ بودی دل خراش

ازمود را یك زمانے خاك باش

অর্থাৎ, "বহুদিন পর্যন্ত তুমি পাথর ছিলা, এখন একবার পরীক্ষা করার জন্য (কামেল পীরের কাছে মুরীদ হইয়া) একটু মাটি হইয়া দেখ।" অর্থাৎ পাপ করিতে করিতে দেল পাথর হইয়া যায়। ঐ পাথরের দেল নরম করিতে হইলে খাঁটি পীরের কাছে মুরীদ হইয়া রীতিমত ছবক আদায় করিতে থাক। অন্য জায়গায় মাওলানা রুমী সাহেব ফরমান ঃ

هر گناه زنگ ست یك مرات دل

دل شود از زنگها خار و خجل

অর্থাৎ, "মানুষের দেল একটি আয়নার মত। যখন গুনাহ করে তখন এটিতে কাল দাগ পড়ে। গুনাহ যত বেশী করে, কাল দাগও তত বেশী হইয়া যায়। ক্রমে ক্রমে উহা অধিক কাল হইয়া পাথরের ন্যায় হইয়া যায়।" এই কালিমা দূর করার জন্য এখন কি করা দরকার, সেই বিষয়ে মাওলানা রুমী সাহেব ফরমান–

قال را بگذار و مرد حال شو

پیش مرد کامل پا مال شو

অর্থাৎ, "কথাবার্তা, ছুয়াল-জওয়াব ছাড়িয়া দাও এবং একজন আল্লাহর পাগল সাজিয়া যাও। শুধু পাগল হইলে চলিবে না বরং একজন কামেল পীরের পায়ের নীচে পড়িয়া ফানা হইয়া যাও। অর্থাৎ, তুমি যখন নিজের হাছ্তিকে তাঁহার কদমের উপর ছোপর্দ করিয়া দিবে এবং পীরের মধ্যে ফানা হইয়া যাইবে, তখন পীর সাহেব কেবলা তোমার কলবের দিকে রুহানী কুয়াতে নজর করিয়া দোআ করিয়া দিবেন, তাহাতে তোমার কালিমাযুক্ত দেলখানা নূর হইয়া যাইবে। আমার পীর সাহেব কেবলা এক মাহফিলে বয়ান করিয়াছেন "বদকার মানুষের যখন মৃত্যুর সময় আসিবে, তখন সে দেখিবে– আছমান ফাটিয়া ছুরাখ হইয়া গিয়াছে এবং সে ছুরাখ দিয়া বহু ফেরেশতাগণ ক্রোধের সহিত নামিতেছে, প্রত্যেকের হাতে লোহার গুর্জ তাহাদের নাক মুখ দিয়া আগুনের গোলা বাহির হইতেছে। বদকারের রূহ কবজের সময় আজরাঈল আলাইহিচ্ছালাম মস্ত বড় একটি ছুরাত ধরিবেন– এক হাত মাশরেকে আর এক হাত মাগরেবে, একটি চক্ষু নীল বর্ণের পুকুরের মত। ঐদিকে নজর করা মাত্র তাহার রূহ খাবের মত বেকারার হইয়া যাইবে এবং এইদিক ঐ দিক দৌড়াইতে থাকিবে। পানির পিপাসা এত লাগিবে যে, মনে হইবে ৭ দরিয়ার পানি ছিনায় ঢালিয়া দিলেও পিপাসা বারণ হইবে না। আফসোস মৃত্যুর সময় কত কষ্ট। তাহার ভিতর আবার শয়তান ধোঁকা দিবে। এই ধোঁকা হইতে আল্লাহ না বাঁচাইলে কেহ বাঁচিতে পারিবে না। পীর যদি ছনদবিহীন বা বেদয়াতি হয়, তবে সে মৃত্যুর সময় কোন কাজে আসিবে না। আমার ওস্তাদ মোহাদ্দেস সাহেব ফরমাইয়াছেন বাবা এছহাক! মৃত্যুর পর মানুষকে কবরে রাখা মাত্র যখন মুনকার-নকির আসিয়া জিজ্ঞাসা করিবে ঃ مَنْ رَّبُّكَ তোমার মাবূদ কে?

এবং وَمَا دِيْنُكَ তোমার ধর্ম কি এবং কবর হইতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওজা পর্যন্ত খোলা হইয়া যাওয়া পূর্বক যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিবে, ঐ ব্যক্তি কে? দুনিয়াতে এই ব্যক্তি সম্বন্ধে কি বলিতা? তখন হক্কানী পীর, দ্বীনদার মুরীদ ও নেক বান্দারা বলিবে– ইনি আমাদের নবী। সেই মুহূর্তে আল্লাহ পাকের দরবার থেকে অতি মজার সুরে আওয়াজ আসিবে صَدَقَ عَبْدِىْ صَدَقَ عَبْدِىْ আমার বান্দা সত্য বলিয়াছে, আমার বান্দা সত্য

বলিয়াছে। বন্ধুগণ! এক ব্যক্তি ল' পাশ করিয়াছে এবং খুব ভালো আইন জানে, কিন্তু যদি তাহার ওকালতীর ছনদ বা লাইসেন্স না থাকে, তবে সে কোনো কোর্টে দাঁড়াইয়া আসামীর জন্য সুপারিশ করিতে পারিবে না। সেইরূপ মনে করিবেন– কোন ব্যক্তি কোন পীরে কামেলের খেলাফত না পাইলে তাহার দ্বারা রূহানীয়তের পথে বা দ্বীন–ঈমানের লাইনে সত্যিকার কোন উপকার পাইবার আশা করা যায় না। স্মরণ রাখিবেন– দুনিয়ায় ঠক জিত আছে, কিন্তু আখেরাতে ঠক জিত নাই। দুনিয়ায় মামলার তারিখ আছে, কিন্তু আখেরাতে মামলার তারিখ নাই। দুনিয়ায় মামলার তারিখ বদলানো যায় বা ওজর পেশ করা যায়, কিন্তু আখেরাতে মামলার তারিখ বদলাইবার বা ওজর পেশ করিবার কোন উপায় নাই।

চিশতিয়া ছাবেরিয়া তরীকার শাজরাহ্‌নামা ও এই তরীকা গরম হইবার কারণ

প্রশ্ন ঃ হুজুর! আপনি যেই চিশতিয়া ছাবেরিয়া তরীকার তালিম দেন, উহা কোন কিতাবে আছে কিনা? থাকিলে ইহার শাজরাহ্‌নামা কি? এই তরীকার মোমেনগণকে অতি গরম দেখা যায়, এমন কি অনেক লোক বেকারার হইয়া যায়– ইহারও বা কারণ কি?

উত্তর ঃ আল্লাহর প্রেমিকগণ! এই তরীকার বয়ান প্রায় কিতাবেই পাইবেন। জনাব মাওলানা আবদুল আওয়াল সাহেবের শাজরাতুত্তাইয়েবা নামক কিতাবের মধ্যে এবং তাজকেরাতুর রশীদিয়া ও জিয়াউল কুলুব ইত্যাদি প্রায় কিতাবেই অত্র তরিকার বয়ান আছে। জিয়াউল কুলূবের ৬০ পৃষ্ঠায় এই তরীকার শাজরানামাও লিখিয়া দিয়াছেন, নিম্নে তা বর্ণনা করিলাম–

আমার পীর হযরত মাওলানা ক্বারী ইব্রাহীম সাহেব, তাঁহার পীর কুতুবে আলম হযরত রশীদ আহম্মদ গঙ্গুহী (র) সাহেব। তাঁহার পীর হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (র) সাহেব। তাঁহার পীর মিয়াজী নূর মোহাম্মদ ঝাঞ্ঝানবী (র) সাহেব। তাঁহার পীর হাজী শাহ আবদুর রহীম শহীদ বেলায়েতী সাহেব। তাঁহার পীর শাহ আবদুল বারী আমরোহী সাহেব। তাঁহার পীর আবদুল হাদী আমরোহী। তাঁহার পীর শাহ আজদুদ্দিন। তাঁহার পীর শাহ মোহাম্মদ মক্কী। তাঁহার পীর শায়েখ শাহে

মোহাম্মদী। তাঁহার পীর শায়েখ মোহেবুল্লা এলাহাবাদী। তাঁহার পীর আবু ছাঈদ গঙ্গুহী। তাঁহার পীর শায়েখ নেজামুদ্দিন বলখী। তাঁহার পীর শায়েখ জালাল উদ্দীন থানেশ্বরী। তাঁহার পীর কুতবে আলম শায়েখ আবদুল কুদ্দুছ গঙ্গুহী। তাঁহার পীর শায়েখ মোহাম্মদ ফারুকী। তাঁহার পীর শায়েখ মাখদুম আরেফ ফারুকী। তাঁহার পীর শায়েখ আবদুল হক সাহেব (রঃ)। তাঁহার পীর জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ ওসমানী। তাঁহার পীর শামছ উদ্দীন তুরক পানিপথি। তাঁহার পীর আলাউদ্দীন সাবের। তাঁহার পীর শায়েখ ফরিদ উদ্দীন মাসউদ শাকরগঞ্জী। তাঁহার পীর কুতুব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী। তাঁহার পীর খাজা মাঈন উদ্দীন চিশতী। তাঁহার পীর খাজা ওসমান হারুনী। তাঁহার পীর খাজা শরীফ জেন্দানী। তাঁহার পীর খাজা কুতুব উদ্দীন মৌদুদ চিশতী। তাঁহার পীর খাজা নাছের উদ্দীন আবু ইউছুফ চিশতী। তাঁহার পীর আবু মোহাম্মদ মোহতারাম চিশতী। তাঁহার পীর আহমদ আবদাল চিশতী। তাঁহার পীর আবু ইছহাক শামি। তাঁহার পীর শামশাদ আলূদী নূরি। তাঁহার পীর আমিনুদ্দীন আবু হোরায়রাতুল বছরী। তাঁহার পীর হোজায়ফা মারআশী। তাঁহার পীর সুলতান ইব্রাহীম এবনে আহদাম বলখী। তাঁহার পীর শাহ ফোজায়েল এবনে আয়াজ। তাঁহার পীর খাজা আবদুল ওয়াহেদ। তাঁহার পীর ইমাম হাসান বছরী। তাঁহার পীর হযরত আলী (রা)। তাঁহার পীর হযরত রসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। অত্র শাজরাহ্‌নামা হযরত আশরাফ আলী থানভী (র) সাহেবের তালিমুদ্দীন কিতাবে এবং মোনাজাতে মকবুল কিতাবেও পাইবেন।

বন্ধুগণ! হিন্দুস্থানের বড় বড় ওলামাগণ এই তরীকার ছবক আদায় করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই তরীকার ছবক রীতিমত আদায় করা মাত্রই কুপথ ত্যাগকরতঃ সুপথে চলার জন্য লোকগণ কেন পাগল হয়, তাহা তরিকায়ে চিশত আজলে বেহেশত নামক কিতাব দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। এই তরীকার প্রায় ওলীগণের মধ্যে হাল ও জযবা ছিল। উক্ত কিতাবে আলাউদ্দীন সাবের (রা)-এর একটি ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে। ঘটনাটি শুনিলে বুঝিতে পারিবেন যে, এই তরীকার মধ্যে এত গরমী কেন? নিশ্চয়ই জানিবেন যে, চাউল যখন পাতিলে দিয়া চুলার উপর রাখা হয়, তখন অতি বেগে জ্বাল দিতে থাকে, ভাত উতলাইয়া উঠিলে কাষ্ঠ টানিয়া ফেলে, তখন আস্তে আস্তে ভাত ফুটিতে থাকে। অত্র তরীকার

অবস্থা ঠিক তদ্রূপ– প্রথমে ছবক নিয়া আমল করিতে থাকিলে জযবা ও হাল পয়দা হইতে থাকে এবং আস্তে আস্তে ম্যারেফতে কামেল হইতে থাকে। যাহার মধ্যে কোন প্রকার অজদ ও হাল নাই, তাহার মধ্যে মারেফত নাই। দুনিয়ার আগুন যদি বাড়ী-ঘর জ্বালাইয়া ভস্ম করিতে পারে, তবে আল্লাহর এশকের আগুনে কেন অজদ হাল হইবে না।

বন্ধুগণ! চিশতিয়া তরীকা দুই ভাগে বিভক্ত ঃ চিশতিয়ে ছাবেরিয়া ও চিশতিয়ায়ে নেজামিয়া। হযরত আলাউদ্দীন সাবের রাহমাতুল্লাহি আল্লাইহি হইতে চিশতিয়ায়ে ছাবেরিয়া এবং হযরত নেজাম উদ্দীন আউলিয়া হইতে চিশতীয়ায়ে নেজামিয়া প্রচলিত হইয়াছে।

টীকা ঃ অবশ্য বড় বড় কামেলগণের অনেকে অজদ ও হালকে সহ্য করিয়া সামলাইয়া রাখেন, ফলে, সাধারণতঃ তাহা প্রকাশ পায় না।

হযরত আলাউদ্দীন সাবের (র)-এর একটি ঘটনা

হযরত আলাউদ্দীন (র)-এর জীবনীর ভিতরে লেখা আছে যে, তিনি যখন তাঁহার মাতার গর্ভে তখন তাঁহার পিতার এন্তেকাল হয়। তিনি যখন ভুমিষ্ঠ হন, তখন তাঁহার মাতা বহু কষ্টে তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। যখন তাঁহার বয়স ৭/৮ বৎসর হইল তখন তাঁহার মাতা বাড়ীর নিকটবর্তী একজন মিয়া সাহেবকে ডাকিয়া বলিলেন যে, আমার আলাউদ্দীনকে এমন একজন আলেমের নিকট পড়িতে দিবেন, যাহার মধ্যে এলমে শরীঅত ও মারেফত উভয়ই আছে। মিয়া সাহেব বলিলেন, ইনশাআল্লাহ আমার খোঁজে একজন বড় আলেম আছেন, যিনি এলমে শরীঅত ও মারেফত উভয় এলেম জানেন। আমি আগামী শুক্রবার পবিত্র দিন দেখিয়া তাহার নিকট আলাউদ্দীনকে লইয়া যাইব। ঐ তারিখ মত মিয়া সাহেব আসিলেন। তখন তাঁহার মাতা তাঁহাকে গোসল করাইয়া সুন্দর জামা কাপড় পরাইয়া রওয়ানা করাইয়া দিলেন। মিয়া সাহেব যখন তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া রওয়ানা করিলেন, তখন তাহার সামনে ছুন্নতি পোশাক পরিধানকারী একজন নূরানী চেহারার লোক দাঁড়াইয়া বলিলেন যে, তুমি কি চিন যে কোন্ ব্যক্তির মধ্যে এলমে জাহের ও এলমে বাতেন আছে? এই কথা বলিয়া উক্ত ব্যক্তি আলাউদ্দীন সাবের (র)-এর হাত ধরিয়া পাহাড়ের দিকে নিয়া চলিলেন। মিয়া সাহেব কাঁদিয়া বলিলেন যে,

হুজুর! আমি তাহার মা-জননীর নিকট কি উত্তর দিব? তখন তিনি বলিলেন, তুমিও চল। মিয়া সাহেবও সঙ্গেই চলিলেন। কত দূর যাইয়া একটি পাহাড়ের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানে একজন মস্ত বড় ওলী বসা ছিলেন। ঐ পথিক ব্যক্তি আলাউদ্দিনকে তাহার হাতে উঠাইয়া দিয়া বলিলেন যে, আল্লাহ পাকের হুকুম হইয়াছে– আলাউদ্দীনকে আপনি এলমে জাহের ও এলমে বাতেন শিক্ষা দিবেন।

এই কথা বলিয়া পথিক চলিয়া গেলেন। আল্লাহ পাকের ওলী তাহাকে বলিলেন, বাবা! তোমার মায়ের দোআ আল্লাহ পাক কবুল করিয়াছেন, তাই তোমার জন্য খেযের আলাইহিচ্ছালামকে জামিন করিয়া দিয়াছেন। ঐ পথিক ব্যক্তি-খেযের (আ) ছিলেন। আলাউদ্দীনের মায়ের দোআ কবুল হওয়ার ভেদ এই যে, তিনি প্রতি বৃহস্পতিবার শেষ রাত্রে নিজের গলায় রশি লাগাইয়া তাহা ঘরের আড়ার সঙ্গে বাঁধিয়া আল্লাহর দরবারে বুক ভাসাইয়া রোনাজারী করিতেন ও এই দোআ করিতেন যে, হে মাবূদ! তুমি আমার আলাউদ্দীনকে দুনিয়া ও আখেরাতের এলেম দান কর।

আমার মাতা ছাহেবানীও আবেদা ছিলেন। তিনি একদিন আমার নিকট বলিলেন, বাবা এছহাক! তুমি যখন উজানিতে পড়িতে গিয়াছ, তখন আমি তোমার শোকে বেচাইন হইয়া গলায় দড়ি লাগাইয়া তাহা আড়ার সঙ্গে বাঁধিয়া তোমার জন্য দোআ করিয়াছি, ইহা জায়েয কিনা? আমি উত্তর করিলাম, আমার জন্য হাজার বুলন্দ নছিব, ইহাতে নাজায়েয কিছুই হয় নাই।

আলাউদ্দীন সাবের (র) ঐ আল্লাহর ওলী হইতে এলমে জাহের ও এলমে বাতেন সব এলেম পাইলেন। তৎপর তাঁহার মাতা তাহাকে তাঁহার মামা ফরিদউদ্দীন শাকরগঞ্জের খেদমতে নিয়া গেলেন, আর বলিলেন– ভাই! এই আলাউদ্দিনকে একজন ওলীর নিকট নিয়া গিয়াছিলাম, তিনি খুব দোআ করিয়াছেন। আপনিও আলাউদ্দীনকে কিছু দোআ দিয়া দিন। হযরত ফরিদ উদ্দীন (র) বলিলেন, বাবা আলাউদ্দীন! তুমি আমার বাবুর্চিখানায় থাকিয়া লোকগণকে খাদিম দিয়া খাওয়াইবা। তাঁহার মাতা ছাহেবানী বাড়ী চলিয়া গেলেন এবং এক বৎসর পর আসিয়া দেখিলেন যে, আলাউদ্দীনের (র) শরীরে মাত্রও গোশত নাই।

এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মাতা ছাহেবানী কাঁদিয়া বলিলেন, ভাই! আমার এতিম আলাউদ্দীনকে আপনার নিকট রাখিয়া গেলাম। বড়ই পরিতাপের বিষয়, আপনি তাহার দিকে সামান্যতমও লক্ষ্য করেন নাই, নচেৎ এই অবস্থা হইত না। হযরত ফরিদউদ্দীন আলাউদ্দীনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবা আলাউদ্দীন! এই এক বৎসর যাবৎ তুমি কি খাইয়াছ? উত্তর করিলেন, আল্লাহ পাকের জিকির খাইয়াছি? তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেন খাওয়া দাওয়া কর নাই? তোমাকে বাবুর্চিখানার ম্যানেজার বানাইয়াছি, তবুও তুমি কিছু খাইতে পার নাই কেন? আলাউদ্দীন (র) উত্তর করিলেন, মামুজান! আপনি আমাকে লোকদের খাদিম দিয়া খাওয়াইতে বলিয়াছেন, কিন্তু আমাকে খাইতে অনুমতি দেন নাই। তিনি বলিলেন, খাওয়ার জন্য যদি অনুমতি ভিন্নভাবে দেওয়া দরকার মনে করিয়া থাক, তবে তুমি কেন পুনঃ অনুমতি নেও নাই? আলাউদ্দীন উত্তর করিলেন, আমি এখানে আসিয়াছি আল্লাহ পাকের প্রেম হাছেল করিতে, তাই দুনিয়ার খাওয়ার নিমিত্ত অনুমতি নিতে যাওয়া বেয়াদবী মনে করি।

অতঃপর ফরিদউদ্দীন (র) বলিলেন– যাও বাবা, আমি তোমার জন্য খাছ দোআ করিতেছি, আল্লাহ পাক যেন তোমাকে উভয় জাহানের বাদশাহ করেন। আমার এখানে আর তোমার দরকার নাই। তখন বিদায়ের পূর্বে তাহার মা বলিলেন– ভাইজান! আমার আলাউদ্দীন বড় হইয়াছে, দয়া করিয়া আপনার কন্যাটি তাহার নিকট বিবাহ দেন। তিনি বলিলেন বোন! তোমার আলাউদ্দীন এখন আল্লাহর প্রেমে বেহাল। এই অবস্থা শান্ত না হওয়া পর্যন্ত তাহাকে বিবাহ করানো ঠিক হইবে না। এই কথা শুনিয়া তাহার মা উত্তর করিলেন– ভাই সাহেব, বোধ হয় আমাকে গরীব দেখিয়া আপনার কন্যাটি দিবেন না? তখন বাধ্য হইয়া তিনি আলাউদ্দীন সাহেব (র)-এর নিকট তাহার কন্যাটি বিবাহ দেন। অতঃপর তাহার মাতা সাহেবানী পুত্র ও পুত্রবধু সঙ্গে নিয়া আনন্দচিত্তে বাড়ী ফিরিলেন। আলাউদ্দীন সাবের (র) বাড়ী আসিয়া ভিন্ন গৃহে একা একা মোরাকাবায় থাকিতেন। রাত্রে ঐ বধুকে তাহার গৃহে দেওয়া হইত, প্রাতে বধু চলিয়া আসিতেন। তাহাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর কোন ভাব পাওয়া যাইত না।

একদিন প্রাতে আর বধু আসে না, তাই মাতা সাহেবানী ঐ গৃহের দরওয়াজায় দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন– বাবা আলাউদ্দীন! বধু মা

কোথায়? তিনি উত্তর করিলেন, আমি বধু চিনি না, তবে আজ শেষ রাত্রে আমার কাছে একজন মেয়েলোকের মত অনুভব হইল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি এখানে কি চাও? সে উত্তর করিল– আমি আপনার মাশুক। সেই মুহূর্তে আমার মধ্যে এমন একটি গরম উথলিয়া উঠিল, যাহা আমি সহ্য করিতে পারি নাই। আমি বেহাল অবস্থায় বলিলাম, মাবুদ বিনে আমার কোন মাশুক নাই। এই সময় আমার মুখ হইতে এমন একটি ভীষণ চীৎকার বাহির হইল তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। অতঃপর আর ঐ মেয়েলোকটিকে দেখিতে পাই নাই। ছোবহানাল্লাহ! আল্লাহর নূরে কোহেতূর পাহাড় জ্বলিয়া গেল মানুষ কেন জ্বলিবে না? বন্ধুগণ! এখন বুঝিয়া দেখুন যাহার ভিতরে গরম বা জযবা থাকে যাহার থেকে এই তরীকা জাহের হয়, সেই তরীকাপন্থীদের মধ্যে কেন গরম বা জযবা ও অজদ হাল থাকিবে না? আল্লাহ পাক সূরা আরাফের ১৪৩ আয়াতে ফরমাইয়াছেন–

فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ۔

মূসা (আ) যখন আল্লাহ পাককে কোহেতূর বসিয়া দেখিতে চাহিলেন, তখন আল্লাহ পাক ৭০ হাজার নূরের পর্দা হইতে এক জাররা নূর ঐ পাহাড়ের উপর ছাড়িলেন, সঙ্গে সঙ্গে ঐ পাহাড় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল এবং মূসা (আ) বেহুশ হইয়া পড়িলেন।

বন্ধুগণ! মানুষ মানুষের জন্য পাগল হইয়া যদি জংগলবাসী হইতে পারে যেমন– মজনু লাইলীর জন্য, জোলেখা ইউছুফের জন্য, ফরহাদ শিরীর জন্য পাগল হইয়া বনান্তরে ফিরিয়াছিল, তবে কেন আল্লাহ পাকের প্রেমিকগণ তাহার প্রেমে পাগল হইয়া বেহুশ বেকারারী করিতে পারিবে না? শরীরের মাশুক স্ত্রীর জন্য যদি আশেক হইয়া মানুষ জীবন দান করিতে পারে, তবে রূহের মাশুক মাওলার জন্য কেন তাহাদের অজদ হাল হইবে না? ইহা জ্ঞানী মাত্রই বুঝিতে পারেন। একটু চিন্তা করিয়া দেখুন– কাহারো স্ত্রী যদি খুব সুন্দরী হয়, আর যদি সে খোজা বা ধ্বজভঙ্গ হয়, তবে কিছুতেই সে ঐ বিবির সঙ্গে মিলিতে পারিবে না। ঠিক এইরূপ মনে করিবেন– যাহার রূহ খোজা বা মরা, অর্থাৎ– মাবুদের প্রেম হইতে বঞ্চিত, তাহার রূহ কিছুতেই মাবুদের সঙ্গে মিলিতে পারিবে না। হুজুর

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, মানুষ যখন কোন পাপ কাজ করে, তখন তাহার কলবে একটি কালো দাগ পড়ে। আস্তে আস্তে গুনাহ করিতে করিতে ঐ কলব মরিয়া যায়। তখন ঐ রূহের নিকট তাহার মাশুকে হাকিকী মাবুদের কথা ভালো লাগে না, তাহার হুকুম পালন করিতে ইচ্ছা হয় না। বন্ধুগণ! যাহার সঙ্গে আবহমান কাল থাকিতেই হইবে, তাহার সহিত এখন মিলন না হইলে আখেরাতে কি উপায় হইবে- তাহা না ভাবিয়া কবরে যাইবেন না। এই অবস্থায় গেলে কিন্তু শান্তি পাইবেন না।

ওয়াজ বা জিকিরে চিৎকার, গড়াগড়ি ও কান্নাকাটি জায়েয আছে কিনা?

প্রশ্ন ঃ বহু পীর সাহেবদের দরবারে গিয়াছি। কোন পীর সাহেবদের দরবারে এইরূপ চিৎকার, দৌড়াদৌড়ি, গড়াগড়ি ও কান্নাকাটি দেখি নাই- এইরূপ করা কিতাবে জায়েয আছে কিনা? যদি জায়েয থাকে তবে আমাদের কোন আপত্তি নাই।

উত্তর ঃ বন্ধুগণ! এই প্রশ্নের উত্তর আমার মারেফতে হক কেতাবে সুন্দর করিয়া লিখিয়াছি এবং এই কিতাবের প্রথমেও কিছু বয়ান করিয়াছি। এখন একটু খেয়াল করিয়া শুনুন, উক্ত হাল যদি কেহ নিজ ইচ্ছায় করেন, এই খেয়ালে যে, লোকে আমাকে একজন দরবেশ মনে করিবে, তবে তাহাকে সাত হাজার বৎসর দোযখে থাকিতে হইবে। সাবধান! কেহ নিজ ইচ্ছায় লোককে দেখাইবার জন্য হালের ভান করিয়া জাহান্নামী হইবে না।

হ্যাঁ, বাস্তবিক যদি আল্লাহর প্রেমের যাতনা কেহ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার মধ্য হইতে উক্ত হাল অনিচ্ছা সত্ত্বে আপনা-আপনি বাহির হয়, তবে উহা দূষণীয় নয়, বরং একজন খাছ বান্দা হওয়ার আলামত। বন্ধুগণ! চিন্তা করুন, প্রত্যেক মানুষেরই কিছু না কিছু সম্মান আছে। এত লোকের মধ্যে লজ্জা-শরম ত্যাগ করিয়া নিজ ইচ্ছায় কেহ লোকেজনকে দেখাইতে উক্ত হাল করিতে পারে, তাহা জ্ঞানে আসে না। ধরুন, একজন লোক পেট বেদনায় যদিও তাহার পেট বেদনা দেখেন না, তথাপি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিবেন যে, এই ব্যক্তির পেটে বেদনা আছে, নচেৎ এত চিৎকার

করিবে কেন? এইসব হালসমূহকেও ঠিক তদ্রূপ মনে করিবেন। একজন মুছুল্লী লোক শরীঅতের পূর্ণ পাবন্দ, সে বেহুদা নিজ ইচ্ছায় কেন ঐ রূপ করিয়া লোকের নিকট পাগল সাজিবে এবং ৭ হাজার বৎসর দোজখে থাকিবে? মূলতঃ এই হাল যখন হয়, তখন আশেক ব্যক্তির মধ্যে মাবুদের তরফ হইতে এমন একটি নূর আসে যাহার বয়ান করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। হালওয়ালা নিজেও বলিতে পারে না যে, কোথা হইতে চিৎকার আসিতেছে। মানুষ যখন আল্লাহ পাকের জিকিরে মশগুল হইয়া যায়, তখন তাহার মধ্যে বহু প্রকার হাল হয়। আল্লাহ পাক আপন কালামের মধ্যে উক্ত হালের বয়ান করিয়াছেন ঃ

إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ (আনফাল ঃ ২, হজ্জঃ ৩৫)

অর্থাৎ, "আমার মোমেনগণের নিকট যখন আমার কথা স্মরণ করা হয়, তখন তাহাদের দেল আমার ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠে।" এখন কত প্রকার হাল হইবে, তাহা কিতাব খুলিয়া দেখুন। প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে একটি তাছির আছে। যথা অগ্নির তাছির গরম, পানির তাছির ঠান্ডা। যদি স্ত্রীর গায়ে হাত দিলে শরীর গরম হইয়া উঠে, তবে মাশুকে হাকিকী আল্লাহ পাকের নামে কেন তাছির থাকিবে না? হ্যাঁ, যদি কেহ খোজা হয়, তবে তাহার স্ত্রীর শরীরে হাত দিলে কখনও তাহার মধ্যে এশ্‌ক-মহব্বত পয়দা হইবে না, এমনিভাবে যাহাদের দেল মরা, তাহাদেরও আল্লাহ পাকের নামে কোন তাছির হইবে না। বন্ধুগণ! নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিবার সময় যদি উত্তেজনার সৃষ্টি হইতে পারে, তবে মাবুদের সঙ্গে রূহ মিলিতে কেন উত্তেজনার সৃষ্টি হইবে না? যে কোন ব্যক্তি যে কোন তরীকার হক্কানী পীরের মুরীদ হইয়া রীতিমত ছবক আদায় করিলে তাহারই অজদ - হাল হইবে।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, "যদি কেহ এক ঘন্টা আল্লাহ পাকের মোরাকাবা বা ধ্যানে মশগুল থাকে, তবে তাহার আমলনামায় ৬০ বৎসরের নফল বন্দেগীর চেয়ে অধিক নেক লেখা হয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর এশ্‌কে বে-এখতিয়ার হয়, তাহার নেক কি পরিমাণ হইবে, তাহা আল্লাহ পাকই জানেন। হুশিয়ার! কেহ ঐ রূপ অজদ ও হালওয়ালা লোকগণের উপর বদগুমান করিয়া গোনাহগার হইবেন না।

ইমাম গাজ্জালী (র) বলিয়াছেন, যাহাদের অজদ ও হাল হইয়া থাকে, তাহার নিকট তুমি বস। কেননা, মাবুদের খাছ নজর ঐ বান্দার উপর পতিত হয়, অতএব ঐ নজরের মধ্যে তুমিও শামিল হইয়া যাইতে পার। হ্যাঁ, যাহার মধ্যে পুরাপুরি শরীঅত নাই, যথা– নামাজ, রোযা ঠিকমত করেন না, পর্দা-পুশিদা নাই, তামাক - বিড়ি পান করে ইত্যাদি, তাহার মধ্যে অজদ হাল দেখিলে মনে করিবেন তাহা ফাঁকি, তাহার মধ্যে শয়তান ঢুকিয়াছে। কেননা, যাহার মধ্যে খাঁটি মারেফত থাকিবে, তাহার মধ্যে শরীঅতও পূর্ণভাবে থাকিবে। শরীঅত ভিন্ন মারেফত কখনও হাছেল হইতে পারে না বরং শরীঅতকে কামেল করিতেই মারেফতের দরকার। অতএব, যাহার মধ্যে শরীঅত নাই তাহার অজদ হাল কোথা হইতে আসিবে? অজদ হালের মধ্যে কত মজা, তাহা এই বয়াত দ্বারা বুঝিতে পারিবেন–

پس ازسی سال ایں معنی محقق شد زخاقانی

که یك دم باخدا بودن به از تخت سلیمانی

খাকানী (র) মস্ত বড় একজন ওলী ছিলেন। তিনি বলিলেন, আমি ৩০ বৎসর যাবৎ এবাদত-বন্দেগী করিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে, এক ঘন্টা আল্লাহর খাঁটি ধ্যানে নিমগ্ন থাকা তখতে সোলায়মানী ও সোলায়মান (আ)-এর রাজ সিংহাসনের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। বরিশাল টাউনে পুলিশ লাইনের মসজিদে একদিন ওয়াজ করিতেছি। শেষ মোনাজাতের সময় একজন পুলিশ আমাকে এমনিভাবে জড়াইয়া ধরিল যে, বহু চেষ্টার পর তাহাকে ছাড়ানো হইল। যখন সে শান্ত হইল তখন বলিলাম, আপনি আমাকে এত জোরে কেন ধরিলেন? সে বলিল, "হুজুর! ঐ সময় আমার হাল কি ছিল কিছুই বলিতে পারি না। হুশে আপনার সঙ্গে এইরূপ বেয়াদবী কেন করিব? আমি তাহাকে গোপনে বলিলাম, বাবা! ইহাতে আপনার যথেষ্ট কষ্ট হয় এবং লোকের নিকট লজ্জিত হইতে হয়, তাই আমি আপনাকে এমন দোআ করিব যেন এইরূপ হাল না হয়। সে বলিল, হুজুর আমি আমার বাসায় বসিয়া জিকির করি, সময় সময় এইরূপ হাল হয় যে, জমিনে পড়িয়া হাত পা আছড়াইতে থাকি। একদিন টিনের বেড়ার সঙ্গে আমার পা কাটিয়া রক্ত বাহির হয়, কিন্তু আমি কিছুই টের করিতে পারি নাই। আমার স্ত্রী বহু চেষ্টা করে কিন্তু ধরিয়া রাখিতে পারে না। হুজুর!

আমাকে দোআ করেন যেন এই হাল আরও বেশী হয়, কেননা ঐ সময় যেই মজা পাই, জীবনে কোন কাজে ঐরূপ মজা পাই না, তবে রাত্রে যখন আমি পাহারায় থাকি, তখন সমস্ত রাত্র আসমানের দিকে তাকাইয়া মনে করি আসমানে যত তারকা আছে ঐ পরিমাণ জিকির করিব। এই অবস্থায় কোন কোন সময় রাত্র ভোর হইয়া যায়।

এই অজদ হালের মধ্যে যে কত মজা, তাহা যে পাইয়াছে সে ভিন্ন অন্য কেহ বুঝে না, তাই মাওলানা রুমী সাহেব বলিয়াছেন–

غرقاب دریا بجز دریا ندید

غیردریا هست برو ے ناپدید

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি দরিয়ার মধ্যে ডুবিয়া যায়, সে ব্যক্তি দরিয়ার পানি ভিন্ন আর কিছুই দেখে না। দরিয়া ছাড়া যত কিছু আছে সবই তাহার জন্য অদৃশ্য হইয়া যায়।" ঠিক তদ্রুপ প্রেমিকগণ যখন মাবুদের খেয়ালে ডুবিয়া যায়, তখন দুনিয়ার সব কিছুই তাহার নিকট অদৃশ্য হইয়া যায় এবং সে ভিন্ন আলমে (সৃষ্টিতে) চলিয়া যায়।

বন্ধুগণ! কতিপয় মাবুদের প্রেমিককে দেখিবেন– কথা বলে, পান খায়, মাঝে মাঝে চিৎকার দিয়া উঠে। ইহাতে অনেক লোক অনেক প্রকার সন্দেহ করে। ইহার ভেদ আমার কথা দ্বারা বুঝিতে পারিবেন। উদাহরণস্বরূপ বলিতেছি, একজন মেয়েলোক তাহার স্বামীর সঙ্গে বহু বৎসর আনন্দে দিন কাটাইয়াছে, হঠাৎ ঐ স্বামীর মৃত্যু হইলে তাহার কি অবস্থা হয় তাহা আপনি ভালো করিয়াই বুঝেন– স্বামীর বিচ্ছেদের আগুনে তাহার অন্তর জ্বলিতে থাকে, তবুও সে খানা খায়, ঘুমায়, কথা বলে। হঠাৎ স্বামীর কথা মনে আসিলে অস্থির হইয়া যায়, নয়নের জলে বুক ভাসিয়া যায়। ঠিক এই অবস্থার সঙ্গে উক্ত প্রেমিকের অবস্থা বুঝিয়া লইবেন। আপনার শরীরে খুব জ্বর উঠিয়াছে, পেট বেদনায় ডাক-চিৎকার দিতেছেন, কিন্তু লক্ষ্য করিবেন– বাহিরে এই বেদনার কিছুই দেখিতে পাইবেন না। তদ্রুপ এই হালের যন্ত্রণাও দেখাইবার জিনিস না। পুত্রশোকে মানুষ অস্থির হইয়া যায়, যতই তাহাকে বুঝ দেন কিছুই সে শোনে না, শুধু মাটিতে গড়াগড়ি করে। এখন কি বলিবেন– ঐ লোকটির মাথা খারাপ হইয়াছে? তাহা কখনও না। স্বামীর বিচ্ছেদে স্ত্রী, পুত্রের বিয়োগে

মাতা-পিতা যদি বেহুশ হইতে পারে, তবে মাওলার প্রেমিকগণ মাওলার জন্য বেহুশ বেকারার কেন হইতে পারিবে না?

عاشقاں را ملت ومذهب جداست
عاشقاں را ملت ومذهب خداست

"মাওলানা রূমী সাহেব ফরমাইয়াছেন– প্রেমিক লোকদের জন্য মিল্লাত ও মাজহাব ভিন্ন। তাহাদের মিল্লাত ও মাজহাব শুধু মাবুদ কেন্দ্রিক।" অর্থাৎ, তাহাদের চাল-চলন, হাব-ভাব সব মাবুদের হাতে, ফলে অন্যান্য মানুষের চাল-চলন ও হাব-ভাবের সঙ্গে তাহাদের মিল থাকিবে না। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক ফরমান–

قَلْبُهٗ قَلْبُ اللّٰهِ وَلِسَانُهٗ لِسَانُ اللّٰهِ وَعَيْنُهٗ عَيْنُ اللّٰهِ وَيَدُهٗ يَدُ اللّٰهِ.

"প্রেমিকের দেল যেন আল্লাহ পাকের দেল, তাহার জিহ্বা যেন আল্লাহ পাকের জিহ্বা, তাহার চক্ষু যেন আল্লাহ পাকের চক্ষু এবং তাহার হাত যেন আল্লাহ পাকের হাত।"

অর্থাৎ– তাহার সব কাজ-কাম মাবুদের মর্জির উপর চলে, তাহার কোন অঙ্গই মাওলা পাকের নাফরমানির দিকে চলে না। কেহ বলিতে পারেন, যাহারা সম্পূর্ণ মা'বুদের জন্য হইয়া যায়, তাহারা আবার স্ত্রীর সঙ্গে মিলেন কেন? আর ঘর-সংসারীও বা করেন কেন? তাহাদের তো হামেশা মাবুদের নূরের মধ্যে গরক থাকা উচিৎ? মনে রাখিবেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

لِىْ مَعَ اللّٰهِ وَقْتٌ لَا يَسَعُنِىْ فِيْهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِىٌّ مُرْسَلٌ.

"আমার সঙ্গে যখন মা'বুদের নূর আসিয়া মিলে, সেই সময় আমার নিকট মোকাররম ফেরেশতা অথবা নবীদের মধ্যে যাহারা মোরছাল তাহাদের কেহ-ই আসিতে পারে না।" (আবার যখন আল্লাহ পাকের ঐ খাছ নূর খাছ হালত আমার থেকে চলিয়া যায়, সেই সময় স্ত্রীগণের সঙ্গে মিল-ঝিল করিয়া থাকি।) ইহাকে কবজ বছত বলে।

মাওলানা রূমী ছাহেব ফরমাইয়াছেন–

انبیارا بود دائم ایں دوحال.

"পয়গম্বরগণের মধ্যেও এই দুই অবস্থা ছিল। কবজ অর্থ বন্ধ করিয়া দেওয়া, বছত অর্থ খুলিয়া দেওয়া। কোন সময়ে জিকিরে বসা মাত্র অজদ হালে কান্না আসিতে থাকে, আবার কোন সময় বহু চেষ্টার পরেও কান্না আসে না। বন্ধুগণ! কখনো আল্লাহর রহমতের আশা করিতে হইবে, কখনো ভয়ে অস্থির থাকিতে হইবে। জিকির করিবার সময় যদি কোনদিন খেয়ালকে মৃতগণের দিকে ফিরাইয়া মনকে বুঝান যে, আমিও একদিন মুর্দা হইব, তখন আমার উপায় কি? তাহা হইলে জিকিরে মজা পয়দা হইবে। ভয় এবং আশা এই দুই চিজ মানুষের মধ্যে তৈয়ার না হওয়া পর্যন্ত আখেরাতের কিছুই পয়দা হইবে না। এই বিষয়ে এখানে বিশেষ বয়ান করিলাম না বরং আমার লিখিত ফরিদপুরের বিরাট বহছ এবং মারেফতে হক কিতাব দেখিলে সুন্দররূপে এই বিষয়ে বুঝিতে পারিবেন। এই কারনে কয়েকখানা মোতাবর কেতাবের নাম ও পৃষ্ঠার নম্বর লিখিয়া দিলাম। উপযুক্ত আলেম পাইলে ঐ সকল কিতাবের বর্ণিত পৃষ্ঠা খুলিয়া উহা ভালোরূপে বুঝিয়া লইবেন, দেলে তখন আর কোনো ধোঁকা থাকিবে না।

গায়াতুল আওতার কিতাবের ২৮৬ পৃষ্ঠা হইতে ৬০৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত শামী কিতাবের ৪৫৩-৫০০ পৃষ্ঠা, যাদোত্তাকওয়া কিতাবের ৬১-৮০ পৃষ্ঠা, শামছুল আরেফীন কিতাবের ১৪২-১৪৬ পৃষ্ঠা, ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন কিতাবের জেলদে ছুওমের ৩০৬-৩১৬ পৃষ্ঠা। আলমগীরী কিতাবের ১০৩-১১৬ পৃষ্ঠা। এই সকল কিতাবসমূহের বর্ণিত পৃষ্ঠায় বক্তব্যসমূহ খুব তাহকিক করিয়া দেখিবেন।

জিক্‌রে জলি সম্পর্কীয় প্রশ্ন ও জওয়াব

প্রশ্ন ঃ হুজুর, বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ শরীফ যত জোরে পাঠ করুন না কেন, কোন আলেমই ডাক লয় না, অথবা "ইয়া নবী ছালাম আলাইকা" যত জোরে পাঠ করেন, কেহ কাহাকে বাধা দেয় না। শুধু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু জোরে পড়িলেই অনেক মৌলবী ছাহেবগণ ডাক লইয়া থাকেন, আর বলেন– আস্তে পড়িলেই তো আল্লাহ শোনেন, এত জোরে ডাকিলে রিয়া হয়। হুজুর এই বিষয়ে কিতাবে কি লিখিয়াছে, উত্তর দানে সুখী করুন।

উত্তর ঃ ওহে প্রেমিকগণ শামী কিতাবে উল্লেখ আছে–

اَلذِّكْرُ مَا يَرْفَعُ الدَّرَجَاتُ

"জিকির উহাকে বলে যাহা আদায় করিলে আল্লাহ পাকের দরবারে সম্মান পাওয়া যায়।"

আল্লাহ পাক কোরআন পাকের মধ্যে ফরমাইয়াছেন–

(আলাম নাশরাহ ঃ ৪) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

"হে আমার হাবীব! আপনার জিকিরকে আমি উচ্চ সম্মান দান করিয়াছি", তাই দরূদ শরীফ জিকিরের মধ্যে শামীল। সুতরাং দরূদ শরীফ পাঠ করিলে মা'বূদ আপনাকেও সম্মান দান করিবেন। দরূদ, কলেমা উভয়ই যখন জিকির, অতএব এ কথা কিছুতেই বুঝে আসে না যে, রছুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম যদি জোরে বলা যায়, তবে মা'বুদের নাম কেন জোরে বলা যাইবে না? যদি কেহ বলে, জিকির জলি দুরস্ত নাই, তাহাকে আমার 'মা'রেফতে হক' কিতাবখানা অথবা 'ফরিদপুরের বিরাট বহছ' বইখানা পড়িয়া শুনাইয়া দিবেন, হক্কানী মোমেন হইলে অবশ্যই তিনি বুঝ পাইবেন। একজন মূর্খ লোক জিকির করিতেছে, এমনি মুহূর্তে কেহ যদি তাহাকে বাধা দেন, তাহা হইলে সে মন খারাপ করিয়া জিকির বন্ধ করিয়া দিবে। যাহার উছিলায় সে জিকির বন্ধ করিল, নিশ্চয়ই জানিবেন, তাহার উপর আল্লাহ পাকের গজব পড়িবে। তাহার ইজ্জৎ সম্মান দো-জাহানের জন্য চলিয়া যাইবে।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী (রঃ) মরহূম ছাহেব "কছদুছ ছাবীল ইলা মাওলাল জলীল" কিতাবে লিখিয়াছেন–

مطلقا اگر کوئی ذکر جلی حرام کہے وہ کافر ہے

"যদি কেহ বিনা শর্তে জিকিরে জলি হারাম বলে, সে কাফের।" অর্থাৎ, যদি কেহ বলে নামাযি নামায পড়েন, অথবা শেষ রাত্রে মানুষ নিদ্রায় আছে, এখন এমন আওয়াজে জিকির করিবেন, যাহাতে ঐ ব্যক্তির নামায নষ্ট না হয় বা ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘুম নষ্ট না হয়, তবে উহা দুরস্ত আছে, কিন্তু বিনা শর্তে কেহ জিকিরে জলি হারাম বলিলে, সে কাফের হইবে। কেননা, কিতাবে লেখা আছে, হালালকে হারাম বলিলে মানুষ কাফের হইয়া যায়। আফসোস আল্লাহ পাকের জিকির দুনিয়া হইতে চলিয়া গিয়াছে। গান, বাজনা, থিয়েটার বাইছকোপ ও বেহুদা গল্প গুজারিতে দুনিয়া ভরিয়া গিয়াছে। এই সময় কতিপয় গরীব মুসলমান কিছু কিছু জিকির করে, ইহার উপর যদি বাধা পড়ে তবে আল্লাহ পাকের নাম দুনিয়া হইতে উঠিয়া যাইবে। আমি অধম বহু জেলা ঘুরিয়া দেখিলাম– বাস্তবিক যে সব আলেমগণ জিকির করেন, তাহারা কখনও জেকেরে জলি করিতে নিষেধ করেন না। তাহারা বলেন, শরীঅত ঠিক রাখিয়া যাহার যে প্রকার ইচ্ছা হয় মা'বূদকে বোলাইয়া তাঁহার সঙ্গে প্রেম করিয়া আপন বাড়ী চলিয়া যাইবেন, তাহার মধ্যে আবার কি আপত্তি আছে? মা'বূদের জিকির বান্দায় করিবে, তাহার মধ্যে আবার গণ্ডগোল কেন থাকিবে?

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী মরহূম ছাহেব "ফতুয়ায়ে এমদাদিয়া" কিতাবের জেলদে চাহারমের ২০ পৃষ্ঠার মধ্যে জিকিরে জলির হদ সম্পর্কে লেখেন ঃ

سوال : ذکر جلی کی حد کیا ہے

الجواب : ادنی کی تو حد معین ہے اصطلاح اول پر تو تحریک لسان اور اصطلاح ثانی پر اسماع نفس خود کما صرح بہ الفقہاء۔ لیکن اکثر کی حد نہیں اپنی نشاط پر موقوف ہے مگر اسکے جواز کی یہ شرط ہے کہ کسی مصلی یا نائم کو تشویش وایذاء نہو کما صرح بہ الفقہاء۔ واللہ اعلم۔

প্রশ্ন ঃ জিকিরে জলির হদ কি?

অর্থাৎ, কত দূর আওয়াজে জিকির করিতে হইবে?

উত্তর ঃ জিক্‌রে জলির আদনা বা নিম্ন আওয়াজের হদ নির্দিষ্ট আছে। উহা এক পরিভাষায় জিহ্বাকে হরকত দেওয়া, দ্বিতীয় পরিভাষায় শুধু নিজে শুনা– ফোকাহা ও ওলামা এইরূপ বলিয়াছেন। অর্থাৎ জিকিরে জেহেরের নিম্ন আওয়াজ হইল– জিহ্বাকে নাড়াইয়া এমনভাবে জিকির করিবেন, যাহা নিজের কর্ণে শুনেন। ইহার উপরের দরজার কোন হদ নাই– নিজের তবিয়তে যত দূর চাহে ততদূর আওয়াজে জিকির করা যাইবে, শুধু এই খেয়াল রাখিতে হইবে যে, কোন নামাযির নামাজের ও নিদ্রিত ব্যক্তির ঘুমের ক্ষতি যেন না হয়। জিকিরে জলির উচ্চ সীমা সম্পর্কে এই প্রকারই ফকীহগণ বয়ান করিয়াছেন।" কেহ বলেন, জিকরে জলির মধ্যে রিয়া আসে, জিকিরে খফির মধ্যে আসে না। এই সব বেহুদা কল্পনা মাত্র। আল্লাহর বান্দা আল্লাহকে বোলাইবেন তাহার মধ্যে আবার রিয়া কেন হইবে? কুতুবে আলম ছাহেবের খেদমতে কেহ বলিলেন, হুজুর! জিকরে জলির মধ্যে বড় রিয়া হয় আর খফির মধ্যে মাত্রও রিয়া থাকে না। হুজুর উত্তর করিলেন, জিকরে জলির থেকে খফির মধ্যে রিয়া বেশী। কারণ, এক ব্যক্তি জোরে জোরে জেকের করিতেছে, এমনি মুহূর্তে তাহাকে যিনি-ই দেখেন তিনিই মনে করেন– এই ব্যক্তি শুধু আল্লাহর নাম আদায় করিতেছে, আর যে ব্যক্তি চক্ষু মুদিয়া খফি জিকির করেন, লোকে তাহাকে দেখিলেই বলিবে, এই ব্যক্তি মনে হয় আরশে উঠিয়াছে। হযরত মাওলানা থানভী সাহেব ফরমাইয়াছেন– যখন কাহারও মধ্যে যে কোন নেক কাজে রিয়া আসে, তখন তাহার জন্য এই তদবীর যে, তাহাকে রিয়া আসিবার পথ খুলিয়া দিতে হইবে অবশেষে রিয়া আসিতে আসিতে আহুদা হইয়া যাইবে।

বরিশাল ছারছীনার জনাব মাওলানা নেছার উদ্দিন আহমদ পীর সাহেব কেবলা আমাকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাঁহার কুতুবখানায় বসিয়া আমাকে বলিলেন, ভাই! আপনার মুরীদানকে এত বড় আওয়াজে জিকির কেন বাতান? আমি বলিলাম– হুজুর, সব আলেমগণের মুরব্বি আপনি, যদি আপনি হুকুম দেন, তবে আমি সকলকে আস্তে জিকির করিতে বলিব; কিন্তু হুজুর! আপনার পীর ফুরফুরার হুজুর কেবলা, আর আমার পীর জনাব

ক্বারী সাহেব হুজুর কেবলা। আপনাকে ফুরফুরার হুজুর যেই প্রকার জিকির বাতাইয়াছেন, আমার মুরীদানকেও আমি সেই প্রকার জিকির বাতাই। এখন যদি আপনি তরীকার দায়িত্ব গছিয়া নেন, তবে আমি আস্তে জিকির বাতাই। পীর সাহেব হুজুর উত্তর করিলেন, আমি তরীকার দায়িত্ব গছিয়া নিতে পারিব না। আপনার পীর সাহেব আপনাকে যেই প্রকার বাতাইয়াছেন, আপনি সেই প্রকার বাতান। আমার পীর ছাহেব কেবলা যেই প্রকার বাতাইয়াছেন, আমি সেই প্রকার বাতাইব। এই সব নিয়া আর কোন কথা বলার দরকার নাই।

আবার একদিন উক্ত পীর সাহেব কেবলা ডামুড্যিয়া হাফেজিয়া মদ্রাসা প্রাঙ্গণে মাহফেল করেন। ওয়াজ শুরু হইবার পূর্বে আমার ৪০ জন মুরীদ ছুন্নতি লেবাছে হুজুরের সাথে দেখা করিলেন। তিনি প্রত্যেকের সঙ্গে মোছাফাহা করিয়া করিয়া বলিলেন, আপনারা কি আমার ভাই-র মুরীদ? সকলে বলিলেন– হুজুর, আমরা তাঁহারই মুরিদ। তখন সিড্যা গ্রামের কতিপয় আলেম বলিলেন, ইহারা কি জিকির করেন, না গান করেন? তাহারা বলিলেন, জিকিরই করেন, গান করেন না। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, তবে ক্ষতি কি? আল্লাহকে-ডাকার লোক মোটেই নাই, ইহার উপর আবার আপত্তি? ইহার পরেও যদি কেহ জিকিরে জলির উপর নানা কথা বলে, তবে একিন করিবেন যে, নিশ্চয়ই তাহাদের অন্তর রিয়া ও বোগজ-হাছাদে পূর্ণ আছে। আল্লাহ্ পাক হক জাহের করেন।

প্রশ্ন ঃ হুজুর, কতিপয় পীর সাহেবকে দেখা যায়– তাঁহারা বলেন, আমি চারি তরীকার পীর, অথচ আমরা দেখি, হযরত মাওলানা কারামত আলী মরহুম জৌনপুরী সাহেবের বংশধরগণ এক তরীকা বাতান। হযরত মাওলানা আশ্রাফ আলী থানভী মরহুম সাহেব এত বড় আলেম হওয়া সত্ত্বেও এক তরীকা বাতাইতেন, আর আমাদের বাংলাদেশের পীর সাহেবগণ চারি তরীকার হুকুম কোথা হইতে পাইলেন? আবার তাঁহারা মুরীদানকে বলেন, খেয়াল করিবে- আমার কলব আমার পীরের কলবের সাথে তাঁহার কলব তাঁহার পীরের কলবের সাথে এইভাবে তাহারা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কলবের সঙ্গে নেছবাত করা কোন কোন ওলামায়ে কেরাম শেরেক বলিয়া থাকেন। এমনিভাবে যেই দরূদ শরীফ পড়িবেন নবীজির উপর, সেই দরূদ শরীফ পড়েন তাহারা

মাইনুদ্দীন চিশ্‌তির রূহের উপরে। আবার বলেন– লা-ইলাহা আস্তে বলিবে, আর ইল্লাল্লাহ্ জোরে বলিবে। এ সমন্ধে কোন কোন আলেম বলেন, দুনিয়ার কোন কিতাবেই দেখি না যে, লা-ইলাহা আস্তে, ইল্লাল্লাহ জোড়ে বলিতে হইবে। কালেমাই তাইয়্যেবা সত্য কালেমা, একজনে পড়িলে অন্য লোকে তাহা শুনিলে মস্ত বড় ছওয়াব পাইবে। হুজুর, আমরা উপরোক্ত বিষয়সমূহের কিছুই বুঝি না, তাই দয়াপুর্বক জওয়াব দিয়া সান্ত্বনা দিতে মর্জি করিবেন।

উত্তর ঃ বাবা! উপরোক্ত প্রশ্নগুলির জওয়াব দেওয়া আমার দ্বারা সম্ভব হইবে না, কারণ আমার পীর ছাহেব কেবলা ঐ সব কানুন মতে ছবক বাতান নাই এবং আমি ঐ নিয়তে ছবক আদায়ও করি নাই। ঐভাবে যাহারা বাতান, তাহাদের খেদমতে অতি আদবের সহিত জিজ্ঞাসা করিলে নিশ্চয়ই উত্তর পাইবেন।

প্রশ্ন ঃ হুজর! আপনি যেই সব ছবক বাতাইয়া থাকেন, সেই সব ছবক, তাহার ফজীলত এবং কোন ছবকে কি তাছির– তাহা সব বাতাইয়া দিতে মর্জি ফরমাইবেন।

উত্তর ঃ ৪টি ছবক 'মা'রেফতে হক' কিতাবের মধ্যে আর মোরাকাবা মোশাহাদার ছবক 'আশেক-মাশুক' কিতাবের মধ্যে লিখিয়া দিয়াছি, তবে যাহাতে আপনাদের উপকার হয়, সেই জন্য এই কিতাবেও কিছু ফজীলতসহ ৫টি ছবক লিখিয়া দিলাম। আমল করিবেন।

চিশতিয়া ছাবেরিয়া তরীকার প্রথম ছবক

চিশ্‌তিয়া ছাবেরিয়া তরীকার প্রথম ছবকখানা লিখিয়া এজাজত দিলাম। যে কোন নারী ও পুরুষ ভক্তির সহিত ইহা নিয়ম অনুসারে আদায় করিবেন, আল্লাহর ফজলে তাহার দেল আখেরাতের দিকে ঝুঁকিয়া যাইবে, আর এই তরীকার যত আউলিয়াগণ ইহকাল ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের রূহানী দোআ পাইবেন। মাগরিবের ফরয ছুন্নত আদায় করিয়া ৬ রাকাআত আওয়াবীন নামায পড়িবেন। প্রথম দিনের জন্য দুই রাকাত শুকরানা নামায পড়িবেন। নিয়ত করিবেন, দুই রাকআত শুকরানা ছুন্নত নামায কেবলার তরফ হইয়া আদায় করিতেছি– "আল্লাহু আকবার"। প্রত্যেক রাকআতে ছুরায়ে এখলাছ তিনবার পড়িলে ভালো হয়। ছালাম

ফিরাইয়া পাঁচবার দরূদ শরীফ পড়িয়া মোনাজাত করিবেন। মোনাজাতের মধ্যে ছুরায়ে ফাতিহা পড়িবেন, ইনশাআল্লাহ সত্বর দোআ কবুল হইবে। মোনাজাতের মধ্যে নিজের জীবনে যে সব গুনাহের কাজ করিয়াছেন, যত দূর স্মরণ পড়ে মা'বূদকে হাজের-নাজের জানিয়া অনুনয়-বিনয় করিয়া উহা হইতে মাফ চাহিবেন, আর বলিবেন–ওগো মা'বূদ! আমাদের ন্যায় বহু মানুষ এই দুনিয়া ছাড়িয়া গিয়াছে, তাহাদের অনেকের নছিব হয় নাই যে, হক্কানী পীরের মুরীদ হইয়া কবরে যাইবে। আপনি যখন আমার নছিব ভালো করিয়াছেন, তখন এই তরিকার আখেরী মোশাহাদার ছবক নছিব করিয়া কবরে যাইবার তওফীক দান করুন। এই প্রকার মোনাজাত দিয়া কেবলা রোখ হইয়া বসিবেন। স্ত্রীগণ নামাযের কায়দায় বা অন্য যে প্রকারে বসিতে আরাম পাইবেন, সেই প্রকারে বসিবেন। পুরুষগণ চার জানু অর্থাৎ– আসন করিয়া বসিবেন। ডান পায়ের বৃদ্ধ অঙ্গুলি দ্বারা বাম পায়ের হাটুর নীচ দিকে একটা মোটা রগ আছে সেই রগটি খিচিয়া বসিতে চেষ্টা করিবেন, তবে জিকিরে সত্বর তাছির হইবে। চক্ষু বন্ধ করিয়া প্রথম ৫ বার দরূদ শরীফ পড়িবেন। যে কোন দরূদ শরীফ আপনার ইয়াদ থাকে পড়িতে পারেন, অথবা এই দরূদ শরীফ পড়িবেন–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَشَفِيْعِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ بَارِكْ وَسَلِّمْ -

বাংলা উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা ছায়্যিদিনা ওয়া নাবীয়্যিনা ওয়া শাফীইনা ওয়া মাওলানা মোহাম্মাদিন, ছাল্লাল্লাহু, ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াআলা আলিহী ওয়া আছহাবিহি ওয়া বারিক ওয়া ছাল্লিম।

পরে আস্তাগফিরুল্লাহ ১১ বার পড়িবেন। অতঃপর ছুবহানাল্লাহ ১০০ বার পড়িবেন, এই সময় ধ্যান করিবেন– "আল্লাহ পাক আমার দিকে তাকাইয়া আছেন। আমি তাহাকে ডাকিতেছি, তিনি আমাকে জওয়াব দিতেছেন"– তুমি আমাকে কেন ডাক? এই খেয়ালেই ১০০ বার আল হামদুলিল্লাহ, ১০০ বার আল্লাহু আকবার পড়িবেন। পরে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিবেন ১০০ বার। জিকির করিতে করিতে যখন কলব পরিষ্কার হইয়া যাইবে ও জিকির করিতে মজা লাগিবে, তখন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ

৫০০ বার আদায় করিবেন। তবে প্রথম থেকেই ৫০০ বার আদায় করিলে সকাল সকাল দেল নরম হইয়া যাইবে। দেলে দেলে এই সময় খেয়াল করিবেন– আল্লাহ্ বাদে কেহ মা'বূদ নাই। খেয়ালের সহিত জিকির না করিলে জীবনেও দেল পরিষ্কার হইবে না এবং মজাও লাগিবে না। এই ছবকের তাছির কমপক্ষে এত দূর হওয়া চাই– ১। জিকির করিতে মন চাহে। ২। মানুষের সাথে বেহুদা কথা বলিতে প্রাণ না চাহে। ৩। গুনাহের কাজ থেকে মন ফিরিতে থাকে। ৪। পীরের দিকে প্রাণ দৌড়াইতে থাকে এবং তাঁহার কথা শুনিতে ও মানিতে ভালো লাগে। ৫। সময় সময় চক্ষে পানি আসে ও আখেরাতের জন্য প্রাণ ছটফট করে।

প্রথম যখন জিকির শুরু করিবেন তখন শরম লাগিতে পারে, তাই শরম লাগিলেই "লা-হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম" পড়িয়া বাম দিকে থুথু দিবেন। জিকিরের মধ্যে যখন খুব বেশী দুনিয়ার খেয়াল আসিবে, তখনও ঐ প্রকার থুথু দিবেন। মুখের থুথু ফেলিবেন না, শুধু থুথু শব্দ প্রকাশ করিবেন। মা'রেফতের বিষয় যাহাদের খবর নাই, তাহারা নানা প্রকার হাসি-ঠাট্টা করিতে পারে, তাই সেই সময় পীরের হুকুমের উপর গরক হইয়া জোরে জোরে জিকির করিবেন। স্ত্রীলোকগণ নিজের কর্ণে আওয়াজ পৌঁছে, ততটুকু শব্দ করিয়া জিকির করিবেন, গায়রে মাহরাম কোন ব্যক্তি যেন তাহা না শুনে। প্রথম যখন জিকির শুরু করিবেন, তখন দেখিবেন– জিকির করিতে প্রাণ চাহিবে না। কারণ, শরীরে যখন জ্বর থাকে তখন খানা খাইতে মন চাহে না, ইহাকেও ঐরূপ মনে করিবেন যে, দেল যদি মরা থাকে, তবে জেকের করিতে মনে চাহিবে না। কুইনাইন খাইলে যদি শরীরের জ্বর দূর হইতে পারে, তবে আল্লাহ পাকের জিকিরে মানুষের দেলের বিমার কেন দূর হইবে না? আল্লাহর ফজলে নিশ্চয়ই দূর হইবে। রীতিমত জেকের করুন, ইন্‌শাআল্লাহ দেলের বিমার ভালো হইবে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের দোনো জাহানে আল্লাহ পাক শান্তি দিবেন। অনেক লোক দুনিয়ার নানা প্রকার বিমার, আযাব ও বালা-মুছীবতে ভুগিতেছেন, খাঁটি দেলে মা'বূদের নাম লইয়া দেখুন, ইন্‌শাআল্লাহ সব মিটিয়া যাইবে এবং ইহকাল ও পরকালে শান্তিতে দিন কাটাইতে পারিবেন।

দ্বিতীয় ছবক–নফি এছবাত বা বার তছবিহের জিকির

প্রথমে বসিয়াই মৃত্যুর স্মরণ করিবেন। মনকে বুঝাইবেন- দেখ মন! তোমার মত শত শত লোক এই দুনিয়াতে আসিয়াছিল, শেষ সময় তুমিও থাকিতে পারিবা না। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যাহাদের মৃত্যু হইয়াছে, তাহাদের দিকে খেয়াল নিয়া দেলকে বুঝাইবেন– ঐ অন্ধকার কবরে কেমনে থাকিবা? মা'বূদের সঙ্গে প্রেম না করিয়া ঐ অন্ধকার কবরে যাইও না। ঐ অন্ধকার কবরে তোমার খবর লইবার এক মা'বূদ ভিন্ন কে আছে? এই সব চিন্তা করিয়া উপরোক্ত দরূদ শরীফ ৫ বার পড়িয়া "আছতাগফিরুল্লাহাল্লাজী লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইউল কাইউমু ওয়া আতুবু ইলাইহি, লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম" ৫ বার পড়িবেন। আবার এই প্রকারও কেতাবে আছে "আসতাগফিরুল্লাহ রাব্বী মিন কুল্লি জামবিও ওয়া আতুবু ইলাইহি, লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম।" আমার পীর সাহেব কেবলা বাতাইয়াছেন, অতঃপর তিন তাছবিহ অর্থাৎ ছোবহানাল্লাহ ১০০ বার ও আলহামদুলিল্লাহ ১০০ বার ও আল্লাহু আকবার ১০০ বার আদায় করিয়া নিবেন। যদি পূর্ণ ১০০ বার করিয়া আদায় করিতে না-ও পারেন, তবে কিছু কিছু আদায় করিবেন। হালকার তারিখ ইহা পুরা আদায় করিয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ২০০ বার আদায় করিবেন। এক শতের মধ্যে মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ ৪ বার বলিবেন, ২৫ বারের পর একবার এইরূপ ঠিক রাখার আবশ্যক নাই, মাঝে মাঝে ৪ বার আদায় করিবেন। হ্যাঁ, যদি কোন সময় জিকির বে-এখতিয়ারভাবে চলে, তবে ইহা একেবারে পরে বলিলেও ক্ষতি নাই। এই জিকিরের সঙ্গে সঙ্গে মানিয় খেয়াল করিবেন, আল্লাহ বাদে কেহ মা'বূদ নাই। যদি কেহ পারেন এই প্রকার খেয়াল করিবেন ঃ

لَا مَقْصُوْدَ إِلَّا اللّٰهُ . لَا مَطْلُوْبَ إِلَّا اللّٰهُ . لَا مَحْبُوْبَ إِلَّا اللّٰهُ .
لَا مَعْشُوْقَ إِلَّا اللّٰهُ .

বাংলা উচ্চারণ ঃ লা মাকছুদা ইল্লাল্লাহ, লা মাতলুবা ইল্লাল্লাহ, লা মাহবুবা ইল্লাল্লাহ, লা মা'শুকা ইল্লাল্লাহ। অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া আমার কোন

মাকছুদ নাই, আল্লাহ ছাড়া আমার কোন মাতলুব নাই, আল্লাহ ছাড়া আমার কোন মাহবুব নাই, আল্লাহ ছাড়া আমার কোন মা'শুক নাই। অথবা এই প্রকার খেয়াল করিবেন– যখন 'লা' শব্দ বলিবেন, তখন খেয়াল করিবেন– আসমান নাই, জমীন নাই আমার শরীরও নাই, কিছুই নাই, শুধু আল্লাহ-ই আছেন, অথবা যখন লা শব্দ বলিবেন, তখন দেলের খেয়াল সাত আসমানের উপর দিয়া দেখিবেন কোথাও আল্লাহ নাই, সঙ্গে সঙ্গে ঐ খেয়ালকে জমীনের দিকে আনিবেন, দেখিবেন জমীনেও আল্লাহ নাই, ৫০০ বৎসরের রাস্তা জমীন সব ঘুরিয়া আসিবেন– আল্লাহ কোথাও নাই, এখন মা'বূদ কোথায় আছেন? মোমেনের কলব হইল আরশ। এই মুহূর্তে কলবের দিকে খেয়াল নিবেন ও একিনের চক্ষু দ্বারা দেখিবেন– মা'বূদ আমার কলবেই আছেন। এইভাবেই খেয়াল করিতে–আরশ, কুর্ছী, লৌহ, কলম, বেহেশত, দোজখ সব ঘুরিয়া আসিবেন, দেখিবেন কোথায় মা'বূদকে পাইবেন না। অতঃপর একিনের চক্ষু কলবের উপর ছাড়িয়া দেখিবেন মা'বূদ কলবেই আছেন। এই রকম লা মোকামের দিকে, যাহা আরশের উপরে– সেই দিকেও খেয়াল করিয়া জিকির করিতে পারেন। বাবা প্রেমিকগণ! যাহারা প্রথম ছবক মশক করিবেন, তাহারা প্রথমে যেই খেয়াল বাতাইয়াছি "আল্লাহ বাদে কেহ মা'বূদ নাই" এই প্রকারই খেয়াল করিবেন, উচ্চ খেয়াল করিয়া দিশা হারাইবেন না। যাহারা মোরাকাবা মোশাহাদার ছবক ভালো করিয়া আদায় করিয়াছেন, তাহাদের জন্য এই প্রকার বা আরও বহু প্রকারের খেয়াল আছে, তাহারা ইহা আদায় করিতে পারেন। "লা" শব্দ ডান কাঁধ হইতে আরম্ভ করিয়া বাম দুধের দুই অঙ্গুলী নীচে কলব আছে, সেই কলবের উপর "ইল্লাল্লাহ্‌র" ধাক্কা লাগাইবেন। পরে ইল্লাল্লাহ ৪০০ বার আদায় করিবেন, খেয়াল করিবেন– "আমার কলবে আল্লাহই আছে।" শুধু কলবের উপর জরব মারিতে থাকিবেন, পরে আল্লাহ আকবর ৬০০ বার বলিবেন, এই সময় নাক আর কপাল বরাবর খেয়াল রাখিবেন– আল্লাহ আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, আর আমি মা'বূদকে ডাকিতেছি। তিনি আমাকে বলিতেছেন, তুমি কেন ডাক? তখন মনে মনে বলিবেন– আমি কিছুতেই ডাক ছাড়িব না, যতক্ষণ না তুমি আমাকে জওয়াব না দিবা। উক্ত ছবকের ফয়েজ হাসিল হইবে তখন-ই, যখন দেখিবেন- ১। মাওলার নাম লইবার জন্য প্রাণ ছটফট করে। ২।

জিকির করিতে করিতে রোনাজারী আসে। ৩। শরীঅতের জন্য জীবন দিতে প্রাণ চাহে। ৪। ছুন্নতি পোশাক ব্যবহার করিতে প্রাণ চাহে। ৫। রূহানী নজরে চতুর্দিকে কালেমা তাইয়েবার নূরানী নক্সা দেখিতে পাওয়া যায়, ইল্লাল্লাহর নূরানী নক্সা কলবের মধ্যে দেখা যায়। এছমে-জাত আল্লাহ-আল্লাহ বলিতে বলিতে সামনের থেকে প্রায় সময় অন্তরের কর্ণে মালুম হইতে থাকে, আল্লাহ পাক যেন বলিতেছেন– আমি তোমার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছি। এই সকল তাছিরসমূহ হইতে যে কোন তাছির আল্লাহ পাক দান করিলে, শোকর করিবেন ও উপরের ছবক লইবেন। মোকাবেলা হইয়া ছবক বদলাইবেন, নচেৎ জোড়া কার্ড বা রিপ্লাই কার্ডে পত্র দিয়া হুকুম নিবেন।

তৃতীয় ছবক–হাবছে দম

১০০ বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ২০০ বার ইল্লাল্লাহ, ৩০০ বার আল্লাহর জিকির উক্ত খেয়ালে আদায় করিয়া চুপ করিয়া থাকিবেন– এই সময় খেয়াল করিবেন– আপনার বাড়ীতে প্রায় সময়ই যেই বিছানায় শুইয়া থাকেন, সেই বিছানায় দেখিবেন, আমি মৃত্যুবরণ করিয়াছি– স্ত্রী, পুত্র কন্যা, আত্মীয়-স্বজন সবাই কান্নাকাটি করিতেছে। মানুষ মৃত্যুর পর কেমন দেখায়, তাহাও খেয়াল করিয়া দেখিবেন– আপনাকে বাহিরে নিয়া গোছল করাইতেছে। কে কে গোছল করাইতেছেন, তাহাও যেন দেখিতেছেন। গোছল করান হইয়াছে এখন কাফন দিয়া সকলে জানাজায় দাঁড়াইয়াছে। জানাযা শেষ হইয়া গেল, এখন কবরের দিকে নিয়া চলিল। সেই সময় মনকে বুঝাইবেন, কেমন বুঝ মন! এই বাড়ী-ঘরের জন্য জান-প্রাণ দিয়াছ, আখেরাতের জন্য কিছু করিতে পার নাই, এখন কেমন লাগে? সব ছাড়িয়া চির জীবনের তরে চলিয়াছ। খেয়াল করিবেন, এখন আমাকে কবরে রাখিতেছে। যাহাদের জন্য জীবন প্রাণ শেষ করিয়াছি, (একটি পয়সাও মা'বূদের রাস্তায় দান করি নাই, কারণ আমার পুত্রগণে কি খাইবে?) এখন তাহারাই আমাকে এই অন্ধকার কবরে রাখিয়া মাটি চাপা দিয়া আপন আপন গৃহে চলিয়া গেল। এখন বুঝিবেন, মা'বূদ ছাড়া আর কেহ বান্ধব নাই। দেখিবেন, মুনকার ও নকির দুইজন ফেরেশ্‌তা ছুয়াল করিবার জন্য দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। সেই সময় খেয়াল করিবেন, মা'বূদ আমার

দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, এখন মা'বূদকে এমনভাবে-ই ডাকিব, যেন ডাকিতে ডাকিতে কেয়ামত হইয়া যায়, মুনকার-নকির ছুয়াল করিবার সময় না পায়। এই খেয়ালের উপর তছবিহ হাতে রাখিয়া 'আল্লাহ আল্লাহ' শব্দ আওয়াজ দিয়া শ্বাস বন্ধ করিয়া দ্রুত বলিতে থাকিবেন, আস্তে আস্তে আওয়াজ বন্ধ হইয়া গেলেও শ্বাস ছাড়িবেন না। প্রথম দমে কতবার পারেন– ঠিক রাখিবেন, পরের দমে তাহার চেয়ে বেশী পারেন কিনা চেষ্টা করিবেন। এই প্রকার ২১ দম জিকির আদায় করিবেনই যদি ইহার চাইতে বেশী পারেন তবে আরও ভালো। এই ছবকে যাহারা আছেন, তাহারা হাঁটিতে চলিতে অজু থাকুক আর না থাকুক দম বন্ধ করিয়া জিকির করিতে থাকিবেন। এই হাবছে দম ছবকের তাছির হইল ঃ ১। দেখিবেন, নিদ্রা ভঙ্গ হওয়া মাত্র আপনার জিহ্বা জিকিরের মধ্যে আছে। ২। যদি কেহ খাছ পর্দা করিয়া হাবছেদম জিকির খুব বেশী পরিমাণ আদায় করেন, তবে আল্লাহ পাকের ফজলে ও করমে ৩৬ কোটি পশমের মধ্যে জিকির হইতে থাকিবে, উহা মালুম পাইবেন। ৩। কোন কোন সময় মালুম পাইবেন– জমীতে যত প্রকার গাছ-পালা, তরু-লতা আছে, প্রত্যেকের থেকে জিকিরের আওয়াজ আসিতেছে। ৪। কবরের অন্ধকারের কথা প্রাণে সর্বদা জাগিয়া উঠিতে থাকিবে। একদিন আমার নিকট একজন অফিসার বসিলেন, তাহার নাম আশ্রাফ মিয়া। কেহ নিকটে ছিল না, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি চান? সে বলিলেন– হুজুর! আমি ছবক লইব, আমি বলিলাম- আপনি কোন ছবকে আছেন? বলিলেন হুজুর! আমি হাবছে দম ছবকে আছি। বলিলাম– এই ছবকে আপনার কি তাছির হইয়াছে? উত্তর করিলেন, হুজুর! আপনি দেখিতে চান? এই বলিয়া শরীরের পিরহান খুলিয়া ফেলিলেন ও জিকিরের খেয়ালে বসিলেন। যখন হাবছে দম শুরু করিলেন, তখন নিজ চক্ষে দেখিলাম, তাহার সর্ব শরীরে পশম খাড়া হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক পশম নড়িতেছে ও আল্লাহ জিকির করিতেছে। আমি বলিলাম. আল্‌হামদুলিল্লাহ্। এই সুলতানুল আজকার কিভাবে হাছেল হইল? তিনি বলিলেন, হুজুর! ইহা আল্লাহ পাকের দান। তবে আমি প্রত্যহ রাত ২ টার সময় উঠিয়া তাহাজ্জুদ আদায় করিয়া জিকির আরম্ভ করি। এইভাবে জিকিরের হালতে রাত্র শেষ করিয়া দেই। আল্লাহর ফজলে বৎসরের মধ্যে একদিনও কাজা হয় নাই। ফজরের বাদ হুজুরের হুকুম

তামিল করার জন্য জিকির শুরু করি, এশরাক পড়িয়া কোম্পানীর কাজে চলিয়া যাই। ১১ টার সময় আসিয়া গোছল করিয়া চাশতের নামায পড়িয়া নিদ্রা যাই। জোহরের নামায পড়িয়া আবার কাজ করিতে যাই। দোআ করিবেন, যেন এই হালের উপর কবরে যাইতে পারি। আমি বলিলাম, আমাকে দোআ করিবেন।

চতুর্থ ছবক–পাছ আনফাছ

নফী এছবাত ছবকের আধা আধা আদায় করিয়া হাবছে দমও কিছু আদায় করিয়া এই ছবক শুরু করিবেন। নিঃশ্বাস উঠাইবার সময় নিয়ত করিবেন, আল্লাহ শব্দ শ্বাসের সঙ্গে উঠাইতেছি। খুব লম্বা টানে শ্বাস উঠাইবেন, আবার যখন ঐ নিঃশ্বাস ছাড়িবেন, তখন খেয়াল করিবেন "হু" শব্দ ছাড়িতেছি আর শ্বাসের সঙ্গে বাহির করিবেন "হু" অর্থ খেয়াল করিবেন ঐ আল্লাহ। এই প্রকার অতি জোরে বহুবার জিকির আদায় করিবেন। তছবিহ দরকার নাই, যতক্ষণ শক্তিতে পারেন এই ছবক চালাইবেন। যখন শরীর কাতর হইয়া পড়িবে, তখন বলিবেন "আল্লাহ হাজেরী" অর্থাৎ, আল্লাহ পাক আমার নিকট হাজের আছেন। "আল্লাহ নাযেরী" অর্থাৎ, আল্লাহ পাক আমাকে দেখিতে আছেন। "আল্লাহ মওজুদী" অর্থাৎ, আল্লাহ পাক আমার নিকট মওজুদ আছেন। "আল্লাহ মায়ী" অর্থাৎ, আল্লাহ পাকের নূর আমার তামাম শরীরের সঙ্গে মিলিত আছে। আমার শরীরের কোন একটি অংশ মা'বূদের নূর ছাড়া নাই। আবার শ্বাসের জিকির করিয়া এই চারি শব্দ মুখে বলিবেন, আর দেলে এই রূপ মানি খেয়াল করিবেন। এই প্রকার যতক্ষণ পারেন আদায় করিবেন। হাঁটিতে চলিতে কোন সময় যেন শ্বাস বেহুদা না যায়। অজু থাকুক অথবা না থাকুক পাছ আনফাছ জিকির সর্বদা চালাইতে থাকিবেন। এই চতুর্থ ছবক পাছ আনফাছ এর মধ্যে এই সব হাল হওয়া চাই–

১। কোন সময় যেন একটা নিঃশ্বাস বেকার না যায়– শ্বাস টানিতে আল্লাহ ছাড়িতে "হু"। রাত্র-দিনের মধ্যে সাড়ে চব্বিশ হাজার জিকির আমল-নামার মধ্যে জমা হওয়া চাই। খেয়াল করেন আর নাই করেন আপনা-আপনি শ্বাসে-শ্বাসে যেন জিকির হইতেই থাকে।

২। ঐ চারি শব্দের মানি খেয়াল করিতে এই হাল হওয়া চাই, যেন কোন মুহূর্তেই মা'বূদ ছাড়া একা না থাকা হয়।

যিনি যেই ছবকেই থাকেন না কেন, রীতিমত ছবক আদায় করিবেন, ইনশআল্লাহ মৃত্যুর সময়ও ঐ জিকির আল্লাহ পাক স্মরণ করাইয়া দিবেন ও জিকিরের সাথেই রূহ বাহির হইয়া যাইবে। সব সময় যিনি জিকিরে থাকিবেন, কবরে শোঁয়াইয়া রাখার পরে মুনকার-নকির যখন ছওয়াল করিবেন, তখন তাহার থেকে এমনভাবে জিকির জারী হইতে থাকিবে এবং আল্লাহ পাক ঐ জিকিরে এমনি মজা লাগাইয়া দিবেন যে, তাহার মনে হইবে না যে, আমি কবরে আছি বরং মনে হইবে যে, একটি নূরের বাগানে আছি। হযরত রসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন– এই প্রকার জাকিরীনদের জন্য মৃত্যু হইতে কেয়ামত পর্যন্ত কবরের দীর্ঘ সময়টা মনে হইবে যেন আছরের ওয়াক্ত হইতে মাগরেবের ওয়াক্ত পর্যন্ত। জিকিরকারীগণ কেয়ামতে উঠিয়া হিসাবের পরে মা'বূদকে দেখিতে পাইবেন। যেমন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ

سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ

"(মো'মেনে কামেলগণ ও জিকিরকারীগণ!) তোমরা যখন কেয়ামতের দিন উঠিবা, তখন তোমরা তোমাদের মা'বূদকে এই প্রকার দেখিবা, যেমন পূর্ণিমার চন্দ্রকে পূর্ণিমার রাত্রে দেখ।" কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক আপন মো'মেন বান্দাগণকে অতি খুশীর সহিত ৭০ হাজার নূরের পর্দা উঠাইয়া দেখা দিবেন। সেই সময় জিকিরকারীগণ বলিবেন, দুনিয়াতে মা'বূদকে এত ডাকাই ডাকিয়াছি, দেখি নাই। আজ হাজার হাজার খোশ নছিব–মা'বূদ আমাদের দেখা দিয়াছেন। এখন প্রাণ জুড়াইয়া দেখিয়া লই। হযরত মাওলানা আশ্রাফ আলী থানভী (রঃ) সাহেব তাঁহার কেতাবে কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের জিকিরকারীগণ মা'বূদকে দেখিয়া যেন আনন্দ উৎসব করিবেন, সেই বিষয়ে এই বয়াতখানি লিখিয়াছেন–

عاشقاں را روز محشر باقیامت کار نیست

عاشقاں راجز تماشائے جمال یار نیست ۔

"আশেকগণের জন্য কেয়ামতে কোন কাজ নাই। সেই দিন তাঁহাদের দোস্তের খুব ছুরাতের খুশী ভিন্ন আর কিছুই থাকিবে না।" অর্থাৎ, আশেকগণ যখন মা'বূদকে দেখিবেন, তখন সব ভুলিয়া গিয়া শুধু বলিতে থাকিবেন,

رَبِّ اَرِنِىْ اَرِنِىْ ওগো মা'বূদ! আমাকে দেখা দেন, আমাকে দেখা দেন। কেন বলিবেন আমাকে দেখা দেন, দেখা ত দেবেনই? শুধু এই কারণে যে, দেখিয়া আছুদা হইবেন না, কেবল দেখিতেই প্রাণ চাহিবে। কেয়ামতের হায়বাত তখন কিছুই মালুম হইবে না। দুনিয়ার মাশুক বিবিকে আনিতে কত কষ্ট হয়, দেখিলে আর কোন কষ্ট প্রাণে থাকে না। তদ্রূপ মা'বূদের হুকুম মানিতে দুনিয়াতে যত কষ্ট করিয়াছেন, মা'বূদকে দেখিলে আর কিছুই মনে থাকিবে না। সন্তান হইতে বহু কষ্ট হয়, সন্তানের মুখ দেখিলে আর কোন দুঃখই মনে থাকে না। ইহাকেও ঠিক ঐরূপ মনে করিবেন।

জিকিরের ফজীলত

জিকিরের অর্থ আল্লাহ পাক ছোবহানাহু আ'আলাকে স্মরণ করা। আমরা যতই জিকির করি, তাহাতে মা'বূদের সম্মান বাড়িবে না এবং তাহার কোন উন্নতিও হইবে না, এমনিভাবে যদি কেহ মা'বূদের নাম না নেয়, তাহাতে মা'বূদের কোন ক্ষতিও হইবে না। তবে মা'বূদ কেন বলেন فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ "ওহে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করিব।" উদ্দেশ্য, মাবূদের ইচ্ছা যে, তিনি যে আমাদের মাওলা আর আমরা যে তাঁহার বান্দা তাহার পরিচয় হইবে। ধনী লোক আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী কখনও এই উদ্দেশ্যে বেড়াইতে যান না যে, আমার কিছু খানা বাঁচিয়া যাইবে, বরং শুধু এই উদ্দেশ্যেই যান যে, আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তা বজায় থাকিবে। মালদার লোকেরা আপন ছেলের থেকে আশা করে না যে, কামাই করিয়া সে আমাকে খাওয়াইবে, বরং শুধু ছেলের থেকে ইহা চায় যে, পুত্র আমাকে বাবা বলিয়া ডাকিবে, যাহাতে আমার প্রাণ জুড়াইয়া যাইবে। পুত্র যদি বাবার কথা মত চলে ও লেখা-পড়া শিখে, তাহাতে পুত্রেরই উপকার। আমরা যদি রাত-দিন

মা'বূদের এবাদত করিতে থাকি, তাহাতে মা'বূদের কোন উন্নতি হইবে না, আর সম্মানও বাড়িবে না, তবে আল্লাহকে ডাকিলে আল্লাহ খুশী হন এই জন্য যে, যেমনি আমার বান্দাকে আমি বানাইয়াছি, তেমনি সে আমার বন্দেগী করিতেছে, আমাকে ডাকিতেছে, তাই বহু খুশীর সাথে আল্লাহ পাক ঐ জিকিরের উত্তর দেন। যাহার মধ্যে জিকির নাই, তাহার মধ্যে মা'বূদ নাই। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন ঃ

اَلشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلٰى قَلْبِ بَنِىْ اٰدَمَ فَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ خَنَسَ وَاِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ

"শয়তানে মরদুদ মানুষের কলবে জড়িত থাকে। যখন বান্দা আল্লাহ পাকের নাম স্মরণ করে তখন শয়তান ভাগিয়া যায়। যখন সে জিকির হইতে গাফেল হইয়া যায়, তখন শয়তান আবার কলবের মধ্যে অছঅছা দিতে থাকে।" অর্থাৎ, নানা প্রকার কু-ধারণা ও বদ জল্পনা-কল্পনা সৃষ্টি করিতে থাকে। তাই বুঝা গেল, এক পলকের জন্য মা'বূদের জিকির হইতে গাফেল থাকা যাইবে না। মেশকাত শরীফের ১৯৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—

عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّحَ اللّٰهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِىِّ كَانَ كَمَنْ حَجَّ مِائَةَ حَجَّةٍ وَمَنْ حَمِدَ اللّٰهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِىِّ كَانَ كَمَنْ تَصَدَّقَ مِائَةَ فَرَسٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَنْ هَلَّلَ اللّٰهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِىِّ كَانَ كَمَنْ اَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ مِّنْ وَلَدِ اِسْمَاعِيْلَ وَمَنْ كَبَّرَ اللّٰهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِىِّ لَمْ يَاْتِ فِىْ ذَالِكَ الْيَوْمِ اَحَدٌ بِاَكْثَرَ مَا اَتٰى بِهٖ اِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ ذَالِكَ اَوْ زَادَ عَلٰى مَا قَالَ . (رواه الترمذى)

অনুবাদ ঃ শোয়াইব রেয়াওয়াত করেন তাঁহার পিতা হইতে, তিনি রেওয়ায়াত করেন তাঁহার দাদা হইতে— তিনি বলেন, হযরত রাসূলে

মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ যেই ব্যক্তি প্রাতে ও সন্ধ্যায় ১০০ বার করিয়া ছোবহানাল্লাহ বলিল, সে ব্যক্তির আমলনামায় এত বেশী নেকী জমা হইল, যেমন সে একশত হজ্জ করিল। আর যেই ব্যক্তি ১০০ বার করিয়া আলহামদুলিল্লাহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় পড়িল, সে যেন একশত ঘোড়া আল্লাহ পাকের রাস্তায় দান করিল। আর যেই ব্যক্তি ভোরে ও সন্ধ্যায় ১০০ বার করিয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িল, সে যেন হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর আওলাদ থেকে একশত গোলাম আজাদ করিল। আর যেই ব্যক্তি প্রাতে ও সন্ধ্যায় ১০০ বার করিয়া আল্লাহু আকবার বলিল, সে ব্যক্তি ঐ দিবসে এত বেশী নেকী কামাই করিল যে, ঐ দিন তাহার বরাবর আর কেহই ছওয়াব কামাই করিতে পারে নাই। অবশ্য ঐ ব্যক্তি পারিয়াছে, যে ব্যক্তি ঐ পরিমাণ আল্লাহু আকবার বলিয়াছে অথবা তাহার চাইতে বেশী বলিয়াছে। (তিরমিযী)

প্রেমিকগণ! আল্লাহ পাকের হাজার রহমত যে, তিনি আমাদিগকে এমন পীর মিলাইয়াছেন, যিনি প্রথম ছবকেই আমাদেরকে এত নেকীর মধ্যে পৌছাইয়া দেন। একদিন হযরত মূছা (আঃ) তূর পাহাড়ে বসিয়া মাবূদের দরবারে আরজ করিলেন, ওগো মা'বূদ। عَلِّمْنِىْ شَيْئًا اَذْكُرُكَ আমাকে এমন একটি জিনিস শিক্ষা দেন, যাহার দ্বারা আমার প্রাণ জুড়াইয়া আপনাকে ডাকিব। আল্লাহ পাক উত্তর করিলেন قُلْ يَا مُوْسٰى لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ হে মূছা! তুমি বল, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মূছা (আঃ) বলিলেন, ওগো মাওলা, এই নাম সকলে জানে, সকলে পড়ে। আল্লাহ পাক বলিলেন, মূছা সাত তবক আসমান, সাত তবক যমীন এবং ঐ আসমান ও যমীনসমূহে আমি ব্যতীত আর যাহা কিছু আছে ঐ সব কিছুকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয়, আর অপর পাল্লায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কে রাখা হয়, তবে অবশ্য অবশ্যই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র পাল্লাই ঐ সব কিছুর চাইতে ভারী হইবে। (মেশকাত শরীফ)

দেখুন, কালেমা তাইয়েবার কি ফজীলত।

হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ফরমাইয়াছেন—

عن ابى هريرة و ابى سعيد الخدرى رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملئكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده ـ (رواه مسلم)

"যেই সম্প্রদায় আল্লাহ পাকের জিকির নিয়া বসিয়া গেল, অর্থাৎ হালকায়ে জিকিরে বসিল-আল্লাহ পাকের রহমতের ফেরেশতাগণ আসিয়া (মাথার উপরে নূরের চাদর দিয়া) বেষ্টন করিয়া রাখেন, আর আল্লাহ তা'আলার রহমত আসিয়া আহাদিগকে ঢাকিয়া রাখে এবং তাহাদের উপর শান্তি বর্ষণ হয় ও তাহাদের কথা আল্লাহ পাক স্মরণ করেন ঐ ফেরেশতাগণের নিকট, যেই সব ফেরেশতা মা'বূদের নিকট থাকেন।"

وعن ابى ذر رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر امثالها او ازيد عليها ومن جاء بالسيئة فله جزاء سيئة مثلها او اغفر ومن تقرب منى شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب منى ذراعا تقربت اليه باعا ومن اتانى يمشى اتيته هرولة ومن لقينى بقراب الارض خطيئة لايشرك بى شيئا لقيته بمثلها مغفرة (رواه مسلم)

অনুবাদ ঃ "হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি একটি নেকী করিল, সে তাহার দশ গুণ জাযা পাইবে, অথবা তাহার চেয়েও বেশী। আর যে ব্যক্তি একটি গুনাহ করিল, সে ঐ পরিমাণ শাস্তি ভোগ করিবে অথবা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। আর যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বালেস্ত বা বিঘত পরিমাণ অগ্রসর হইল, আমি তাহার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হই। আর যে বান্দা আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হইল, আমি তাহার দিকে এক গজ অগ্রসর হইয়া যাই। আর যে ব্যক্তি আমার দিকে হাঁটিয়া আসে তাহার দিকে আমি দৌড়াইয়া যাই। আর যে ব্যক্তি আমার সাথে মিলিত হয় এই

অবস্থায় যে, তাহার আমলনামায় দুনিয়ার যত বালু-কণা আছে তত পরিমাণ গুনাহ রহিয়াছে কিন্তু আমার সাথে সে কোন শেরেক করে নাই, তবে আমি ঐ পরিমাণ মাফি ও ক্ষমা নিয়া তাহার সাথে মিলিব।" বন্ধুগণ! আল্লাহর হাজার হাজার শোকর যে, মা'বূদের কত দয়া ও রহমত তাহার বান্দার উপরে।

وعن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذكر ـ (رواه ترمذى)

অনুবাদ ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, হে আমার আসহাবগণ! তোমরা যখন কোন বেহেশতের বাগানে ভ্রমণ করিবা, তখন বেহেশতী ফল ভক্ষণ করিও। ছাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন হুজুর! বেহেশতের বাগান কোথায়? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, হালকায়ে জিকির!" তাই মোমেনগণ! শত শত ওজর ত্যাগ করিয়াও হালকায়ে জিকিরে হাজের হইবেন।

وعن ابن عمر رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتكثروا الكلام بغير ذكر الله فان كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وان ابعد الناس من الله القلب القاسى (رواه الترمذى)

অনুবাদ ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন আল্লাহ পাকের জিকির ছাড়া অতিরিক্ত বেহুদা কথা বলিও না। নিশ্চয়ই জানিবা, আল্লাহ পাকের জিকির ভিন্ন বেহুদা কথা দেলকে শক্ত করিয়া দেয়। আল্লাহ পাকের কাছে সকল লোকের চাইতে ঐ ব্যক্তি বেশী দূরে, যাহার দেল শক্ত।" তিরমিজী শরীফ হইতে এই হাদীস আনা হইয়াছে।

وعن ابى سعيد الخدرى رضـ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل اى العباد افضل وارفع درجة عند الله يوم القيامة

قَالَ الذَّاكِرُوْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمِنَ الْغَازِىْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ لَوْ ضَرَبَ سَيْفَهُ فِى الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يَنْكَسِرَ وَيَخْتَضِبَ دَمًا فَاِنَّ الذَّاكِرَ لِلّٰهِ اَفْضَلُ مِنْهُ دَرَجَةً (رواه احمد والترمذى)

অনুবাদ ঃ আবু ছাঈদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাস করা হইল, হুজুর! আল্লাহ পাকের বান্দাদের মধ্যে কোন্ বান্দা কেয়ামতের দিবস মা'বূদের নিকট অতি প্রিয় হইবে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেনঃ আল্লাহ পাকের যেই সব বান্দা তাঁহার বেশী জিকির করেন, চাই তাহারা পুরুষ হউক বা মেয়েলোক হউক। ছাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যাহারা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করিয়া জয়যুক্ত হন, তাহাদের থেকেও কি জাকেরীন আল্লাহর বেশী প্রিয়? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর করিলেনঃ ঐসব মোজাহেদগণ কাফের, মোশরেকের সঙ্গে লড়াই করিতে করিতে যদি তাহাদের তলোয়ার ভাঙ্গিয়া যায়, আর উহা রক্তে রক্তাক্ত হইয়া যায়, তাহা হইতেও আল্লাহর জিকিরকারী শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান।

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ اَنَا مَعَ عَبْدِىْ اِذَا ذَكَرَنِىْ وَ تَحَرَّكَتْ بِىْ شَفَتَاهُ (رواه البيهقى)

অনুবাদ ঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ফরমাইয়াছেন, আমার বান্দার সঙ্গে আমার কুদরতী মিল হইয়া যায়, যখন আমার বান্দা জিহ্বা চালনা করিয়া আমার জিকির করে আর ঠোঁট নড়িতে থাকে।

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ رض عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لِكُلِّ شَىْءٍ صَقَالَةٌ وَصَقَالَةُ الْقُلُوْبِ ذِكْرُ اللّٰهِ

وَمَا مِنْ شَيْءٍ اَنْجٰى مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ قَالُوْا وَلَا الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ لَا وَاِنْ يَضْرِبَ بِسَيْفِهٖ حَتّٰى يَنْقَطِعَ (رواه البيهقى)

অনুবাদ ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, নিশ্চয়ই প্রত্যেক চিজকে পরিষ্কার করিবার জন্য একখানা রেত থাকে। দেলকে পরিষ্কার করার জন্য রেত হইল আল্লাহ পাকের জিকির। আল্লাহ পাকের আযাবের থেকে নাজাত দানকারী জিনিস আল্লাহর জিকিরের তুলনায় আর কিছুই নাই। ছাহাবাগণ আরজ করিলেন, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করার চেয়েও কি জিকির আযাব বেশী দূর করে? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ এমনটি যদি যুদ্ধ করিতে করিতে তলোয়ার পর্যন্ত ভাঙ্গিয়া যায়, তাহার চাইতেও জিকিরে আযাব বেশী দূর করে।"

তাই নিশ্চয় জানিয়া রাখিবেন, আল্লাহ পাকের জিকিরের মত আযাব হইতে মুক্তি পাইবার উত্তম জিনিস আর কিছুই নাই। জেহাদ করা মস্ত বড় নেকের কাজ। জেহাদ করিতে করিতে যদি কেহ তলোয়ার ভাঙ্গিয়া টুক্রা টুক্রা করেন, তবুও জিকিরের ফজীলত তাহার চেয়ে বেশী। ইহার দ্বারা এই মনে করিবেন না যে, জিহাদ বাদ দিতে হইবে।

মাওলা পাকের দরবারে এই অধম গুনাহগারের মোনাজাত– ওগো আমার মাওলা! আমি অধম গুনাহগারের উপর আপনি হাজার হাজার, রহমত করিয়াছেন। আমার মত মূর্খের উপর এত মায়া-মহব্বত ও এহছান করিয়াছেন, যাহার এক পলকের শোকর আপনি যদি এই অধমকে লাখ বৎসরও হায়াত দান করেন, আর এক পায়ে দাঁড়াইয়া রোনাজারী করিবার তৌফিকও দেন, তবুও আদায় করা সম্ভব হইবে না।

মা'বূদ! আপনার দরবারে এই আরজ– আপনার যেই সকল বান্দাগণ এই কেতাবখানা খরিদ করিয়া বড় আশা করিয়া পাঠ করিবেন, আপনি দয়াপূর্বক তাহাদিগকে দোজাহানের ভালাই দান করিবেন, আর আমল করিবার পূর্ণ তওফিক দান করিবেন। আমীন! ছুম্মা আমীন!!

সমাপ্ত